দত্তক-বিধি-বিচার।

(An essay for "Jogendra Chandra Ghose's Research prize in comparative Indian Law," for the year 1906.)

মেট্রপলিটান কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, 'পদ্য-পুষ্পাঞ্জলি' 'কালিদাস ও ভবভূতি'-প্রভৃতি-গ্রন্থকারক, বঙ্গীয়-এসিয়াটিক-সোসাইটীর সদস্য,

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ

প্রণীত।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ হইতে

এস, সি, বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

সংস্কৃত-যন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪ সাল।

মূল্য দুই টাকা। ছাত্র-পক্ষে—এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

প্রিভিকাউন্‌সিলে এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে, অনেক সময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ইংরাজী-অনুবাদ-দৃষ্টে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে শাস্ত্রের যথাযথ তাৎপর্য্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য, ভাষান্তরিত হওয়া নিবন্ধন অন্যথা বোধিত হওয়া বিচিত্র নহে। বস্তুতও, দুরূহ সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য অন্য ভাষায় কদাচ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। অথচ প্রধান প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণের অধিকাংশই বিদেশীয়; সুতরাং ভাষান্তরিত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহাদের সমধিক উপযোগী। এই জন্য, ধর্ম্মশাস্ত্রের অননুমোদিত সিদ্ধান্তও অনেক সময়ে 'ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্গত' বলিয়া সাধারণকে স্বীকার করিতে হয়।

খিদিরপুর নিবাসী, হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকিল, স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, বহুদিন হইতে ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন ও অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতেছিলেন। পরে, ইহার প্রতিকার-বাসনায়, তিনি, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ১০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের একটী বৃত্তি অর্পণ করিয়া যান। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ঐ বৃত্তি প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়—হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী সন্দিগ্ধ স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভারতের কোনো ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত ঐ নির্দ্দিষ্টস্থলের শাস্ত্রানুযায়িনী মীমাংসা করিবেন। প্রিভিকাউন্‌সিলে এবং বৃটিশ ভারতের উচ্চ বিচারালয় সমূহে ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের ইতি পূর্ব্বে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে, তাহা আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত কি না—এ প্রশ্নের যুক্তিতর্ক-সহকারে সমাধান করিবেন। এই বাসনায় এই 'ল-রিসার্চ্চ' বৃত্তি স্থাপিত হয়। যোগেন্দ্র বাবুর আশা—এইরূপ করিলে হয় ত কালে, ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য-গ্রহ সুকর হইবে, সুতরাং তাহার মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আমি সংবাদপত্রে ঐ 'ল-রিসার্চ্চ' বৃত্তির বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, দত্তক-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। বিষয়টী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বেই

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া আমি বুঝিতে পারি যে, এ প্রকার গুরুতর ব্যাপারে, আমার ন্যায় একজন টোল পণ্ডিতের হস্তক্ষেপ অতি দুঃসাহসের কার্য্য। নির্দ্ধারিত বিষয়টী এই—

"The Theory of adoption as expounded by the Hindu Smriti-Sastras, and the comparison of the law regarding the adoption of an only son therein contained with the decision of the Privy Council and of the different High Courts and other courts in British India on that subject."

প্রবন্ধ সমাপ্ত হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাহা প্রেরণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে বৃত্তিদানে উৎসাহিত করেন। এবং প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে অনুমতি দেন। তদনুসারে ইহা মুদ্রিত করিতে সাহসী হই।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বহুল, তাহাতে মাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিপদেই ত্রুটির সম্ভাবনা—তজ্জন্য আমি সর্ব্বদাই ভীত। আমার বড় দুঃখ যে, যিনি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে এই 'বৃত্তি' দান করিয়াছেন, আজ সেই মহাত্মা তাঁহার অভিপ্রেত তরুর এই প্রথম ফলটীও অন্ততঃ দেখিয়া গেলেন না! মানুষ মরিয়া যায়, তাহার কীর্ত্তি তাহাকে জীবিত রাখে। যোগেন্দ্রবাবুর এই অক্ষয় কীর্ত্তিও তাঁহাকে চিরদিন জীবিত রাখিবে।

এই প্রবন্ধ লিখিতে অনেক ইংরাজী আইনের প্রয়োজন হয়। অথচ সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে তাহার অভাব। আমি পুস্তকের জন্য বিশেষ বিব্রত হই। এই সংবাদ পাইয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল, মহানুভব শ্রীযুক্ত বাবু শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র দে মহাশয়-দ্বয় আমাকে, তাঁহাদের আইনের পুস্তকাগার ছাড়িয়া দেন। আমি তাঁহাদের আত্মীয়বৎ সরল ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহাদের পুস্তকাবলী না পাইলে এ প্রবন্ধ কদাচ সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। আমি তাঁহাদের প্রীতি এবং সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহারে চিরবাধিত হইয়াছি।

সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার-স্বরূপ, আমার পরমভক্তিভাজন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ও আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, মনস্বী শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ, মহোদয়-দ্বয় যেরূপ যত্নসহকারে এই প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা যদি না দিতেন, তবে আমি কখনও

ইহা মুদ্রিত করিতাম না। এক্ষণে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা—

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
বচো ময়া দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ॥"

সংস্কৃত কালেজ, কলিকাতা।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

সূচী।

BOOKS OF REFERENCE.

ENGLISH.

No.	Title	Author
1.	Tagore Law Lectures.	G. C. Sarkar.
2.	Sacred Books of the East, Vol II.	Prof. Bühler.
3.	Sacred Books of the East, Vol XIV.	Prof. Bühler.
4.	"Isaeus"	Sir William Jones,(works vol. ix)
5.	Strange's Hindu Law, Vols. I-II.	
6.	Justinian.	Sanders.
7.	Hindu Law.	Mandlik.
8.	7 Bombay H. C. R.	
9.	Jagannatha's Digest.	Col, work, Calcutta Ed.
10.	Consideration on Hindu Law.	Sir F. Macnaghten.
11.	Principles of Hindu Law.	W. H. Macnaghten.
12.	I. L. R. Cal.	
13.	Foulton's Report.	
14.	Vyavastha Darpana (Eng.)	S. C. Sircar.
15.	4. Bombay H. C. R.	
16.	I. L. R. 19 Bombay.	
17.	Vyavastha Chandrika (Eng.)	S. C. Sircar.
18.	I. L. R. 22 Madras.	
19.	I. L. R. 11 Madras.	
20.	2 Madras H. C. R.	
21.	Hindu Law.	Mayne.
22.	I. L. R. 2 Allahabad.	
23.	I. L. R. 14. Allahabad.	

24. Reports. 1895-1900 and 1901-1905. M. M. H. P. Shastri.
25. 13 Moore I. A.
26. I. L. R. 6 Bombay.
27. 12 Bombay H. C. R.
28. 6 Bombay. H. C. R.
29. I. L. R. 2 Bombay.
30. III Bengal Law Report.
31. Sutherland W. R. Vol XII.
32. 4 Bengal select Report.
33. I. L. R. 2 Calcutta.
34. Tagore Law lectures 1878. Sir Gooroodas Banerjee, kt.
35. Colebrooke's Digest.
36. Halhed's Gentoo laws.

সংস্কৃত।

১।	ঋগ্বেদ	Max Müller.
২।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	Asiatic Society of Bengal.
৩।	মহাভারত	বঙ্গবাসী।
৪।	রামায়ণ	বঙ্গবাসী।
৫।	শ্রাদ্ধবিবেক	চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
৬।	হেমাদ্রি (পরিশেষ খণ্ড)	A. S. Bengal.
৭।	বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র	Rev. A. A. Fuhrer, PH. D.
৮।	গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র	Stenzler.
৯।	বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র	E. Hultzsch.
১০।	বিষ্ণুস্মৃতি	J. Jolly.
১১।	যাস্ক	A. S. Bengal.
১২।	মনু	J. Jolly.
১৩।	ব্যবস্থাদর্পণ	শ্যামাচরণ সরকার।
১৪।	অত্রিসংহিতা	বঙ্গবাসী।
১৫।	লিখিতসংহিতা	বঙ্গবাসী।
১৬।	যাজ্ঞবল্ক্য	মাণ্ডলিক।
১৭।	দত্তকশিরোমণি	ভরতশিরোমণি।
১৮।	রঘুবংশ	বোম্বাই।
১৯।	অভিজ্ঞান শকুন্তল	বিদ্যাসাগর।
২০।	মানবধর্ম্মশাস্ত্র	মাণ্ডলিক।
২১।	তৈত্তিরীয় সংহিতা	মহীশূর।
২২।	দত্তকচন্দ্রিকা	মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন।
২৩।	স্মৃতিসমুচ্চয়	আনন্দাশ্রম।
২৪।	আহ্নিক তত্ত্ব	শ্রীরামপুর—১৮৩৪।
২৫।	যমস্মৃতি	বঙ্গবাসী।
২৬।	শাতাতপ	বঙ্গবাসী।
২৭।	দায়ভাগ	চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
২৮।	দায়ভাগ	ভরতচন্দ্র শিরোমণি।
২৯।	আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র	মহীশূর।
৩০।	বাচস্পত্য	তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

৩১।	দত্তকমীমাংসা	মধুস্থদন স্মৃতিরত্ন।
৩২।	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা মমিতাক্ষরা	বোম্বাই।
৩৩।	বালম্ ভট্টী	সংস্কৃত কালেজ, পুথি।
৩৪।	বীরমিত্রোদয়	গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী।
৩৫।	কেশব বৈজয়ন্তী	সংস্কৃতকালেজ, পুথি।
৩৬।	মদন-পারিজাত	Asiatic Society, Bengal.
৩৭।	দত্তক-কৌমুদী	রামজয় তর্কালঙ্কার (১৮২৭)
৩৮।	সংস্কার-কৌস্তভ	লিথো. বোম্বাই।
৩৯।	দত্তক-মীমাংসা	ভরতচন্দ্র শিরোমণি।
৪০।	দত্তক-মীমাংসাব্যাখ্যা	মহামহোপাধ্যায় মধুস্থদন স্মৃতিরত্ন।
৪১।	অপরার্ক	আনন্দাশ্রম।
৪২।	নির্ণয়-সিন্ধু	বোম্বাই।
৪৩।	স্মৃতি-চন্দ্রিকা	সংস্কৃত-কালেজ, পুথি।
৪৪।	বিবাদ-তাণ্ডব	সংস্কৃত কালেজ, পুথি।
৪৫।	ধর্ম্ম-সিন্ধু-সার	সংস্কৃত কালেজ, পুথি।
৪৬।	ব্যবহার ময়ূখ	মাণ্ডলিক।
৪৭।	দত্তকদীধিতি	বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন।
৪৮।	সিদ্ধান্তলেশ	মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী, (কাশী)
৪৯।	ন্যায়রত্ন মালা	কাশী।
৫০।	শাস্ত্র দীপিকা	কাশী।
৫১।	অর্থসংগ্রহ	প্রমথ নাথ তর্কভূষণ।
৫২।	জৈমিনীয় ন্যায়-মালা-বিস্তর	গোল্‌ড্‌ষ্টুকর।
৫৩।	জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর	আনন্দাশ্রম।
৫৪।	মীমাংসা-দর্শন	মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।
৫৫।	মলমাসতত্ত্ব	চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
৫৬।	শ্রাদ্ধতত্ত্ব	চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
৫৭।	উদ্বাহ-তত্ত্ব	শ্রীরামপুর।
৫৮।	ব্যবস্থা-চন্দ্রিকা	শ্যামাচরণ সরকার।
৫৯।	প্রায়শ্চিত্তবিবেক.	
৬০।	প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব	চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
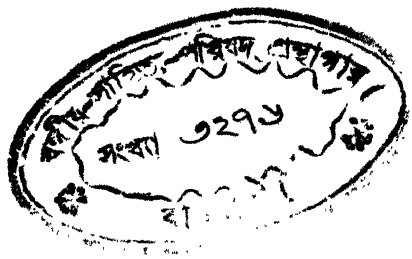
দত্তক-বিধি-বিচার।

দত্তক পুত্র বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ, পুত্র-সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কতদূর কি আছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। সেই সঙ্গে সঙ্গে, অতিপ্রাচীন কালে হিন্দু সমাজের,—পুত্রের সামাজিক অবস্থা ও পারলৌকিক উপকারিতা—এই দুইটী বিষয় বিশেষভাবে দেখিতে হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

১। ঋগ্বেদ-সংহিতার ৫-৪-১০ম ঋকে আমরা, দেখিতে পাই যে, আত্রেয় বসুশ্রুত নামক ঋষি অগ্নির নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে অগ্নে! আমি মর্ত্তবাসী, মরণ আমাদের প্রকৃতসিদ্ধ হইলেও আমি ব্যাকুলপ্রাণে তোমাকে স্তব করিতে করিতে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগকে যশ, ধন এবং পুত্র প্রদান কর। তোমার প্রসাদে লব্ধ পুত্রের দ্বারা আমি অমৃত পদ লাভ করিতে পারিব।' (ক)

(ক) "যস্ত্বা হৃদাকীর্ণা মন্যমানোহ মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যোজোহবীমি,।
জাতবেদো যশোহস্মাসু ধেহি, প্রজাভিরগ্নে! অমৃতত্বমশ্যাম্।"

ঋগ্বেদ—৫—৪—১০।

এই ঋকের ব্যাখ্যাবসরে সায়নাচার্য্য অন্য একটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই—'মনুষ্য নিজেই পুত্ররূপে জন্ম-লাভ করিয়া থাকে। হে মনুষ্য! অপত্যই তোমার পক্ষে একমাত্র অমৃতপদ লাভের কারণ।' (ক)

২। ঋগ্বেদের ৫—২৫—৫ম ঋকে আছে—অত্রিবংশোদ্ভব বসূয়ু নামে ঋষিগণ অগ্নির স্তুতিকালে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন যে, "যে যজমান তোমাকে হবিঃপ্রদান করে, তুমি তাহাকে, বিপুলধনশালী, সুপণ্ডিত, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, শত্রুগণের অজেয় এবং স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা পিতৃগণের সুখ্যাতিজনক পুত্রপ্রদান কর।" (খ)

৩। ঋগ্বেদের ১০—৮৫—৪৫ ঋকে সবিতৃসুতা সূর্য্যা ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি এই বধূকে সৎপুত্রবতী এবং সৌভাগ্যশালিনী কর। এই বধূতে দশটী পুত্রের আধান (উৎপাদন) করিও। ইহার পতিকে একাদশ করিও। (দশটী পুত্র লইয়া পিতা নিজে একাদশ হইবেন।)" (গ)

৪। আবার ১০—১৮৩—১ম ঋকে, প্রজাপতির পুত্র প্রজাবান নামে ঋষি যজমানকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—'হে যজমান! আমি মনের দ্বারা তোমাকে দেখিতেছি। (কিরূপ দেখিতেছি শুন।) তুমি সকল কর্ম্মই ভাল রকম জান, জন্মান্তরে তুমি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছিলে, সেই সকলের বলে অথবা তপস্যা প্রভাবে তুমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তপস্যা প্রভাবে তুমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছ। হে পুত্রকাম! তুমি ইহলোকে

(ক) সায়নধৃত শ্রুতি—

"প্রজা মনু প্রজায়তে, তদুতে মর্ত্ত্যামৃতম্।"

(খ) "অগ্নিস্তু বিশ্রবস্তমং তুবিব্রহ্মাণমুত্তমম্।
অতূর্ত্তং শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে॥

ঋগ্বেদ ৫—২৫—৫।

স্য়ন—'শ্রাবয়ৎপতি—শ্রাবয়তি', বিশ্রুতান্ করোতি 'পতীন্' পালয়িতৄন্ পিতৄন্ ইতি স্বকর্ম্মণা পিতৄণাং প্রখ্যাপকঃ—ইতি শ্রাবয়ৎপতিঃ।' 'দাশুষে' হবীংষি দত্তবতে যজমানায়। 'দদাতি'—দদাতু।'

(গ) "ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি॥

ঋগ্বেদ—১০—৮৫—৪৫।

পুত্রপৌত্রাদিরূপ প্রজা এবং ধন সানন্দে প্রাপ্ত হও। তুমি প্রজা দ্বারা অর্থাৎ পুত্রাদির জন্মদান দ্বারা নিজেই পুত্ররূপে উৎপন্ন হও। (ক)

৫। ঋগ্বেদের অন্য স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—বৃদ্ধ পিতৃগণ দেবতা-দিগের নিকট কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছেন—'হে দেবগণ! তোমরা মানবদিগের শতবৎসর পরমায়ু স্থির করিয়াছ, (প্রার্থনা) আমাদের সেই নির্দ্ধারিত শতবৎসর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নষ্ট করিও না। এই শতবৎসর কালের মধ্যে তোমরা আমাদের দেহে জরার সৃষ্টি করিয়াছ। (আমরা ক্রমেই জরাজীর্ণ হইতে বসিয়াছি।) আমাদের এই জীর্ণ অবস্থায়, পুত্রগণ আমাদের পিতা হইবে, (অর্থাৎ—"পিতা যেমন পুত্র-দিগকে সযত্নে লালন পালন করেন, সেই প্রকার, এই অক্ষম বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের পুত্রগণ আমাদিগকে রক্ষা করিবে।") (খ)

৬। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা এ উপাখ্যানটী দেখিতে পাই—(গ)

ইক্ষ্বাকুবংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম বেধা। তিনি অপুত্র ছিলেন। একশত পত্নী সত্ত্বেও হরিশ্চন্দ্র পুত্ররত্নে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার গৃহে পর্ব্বত এবং নারদ নামে দুইজন ঋষি বাস করিতেন। একদা হরিশ্চন্দ্র নারদকে গাথা-ছন্দে প্রশ্ন করিলেন যে 'হে

(ক) "অপশ্যংত্বা মনসা চেকিতানং তপসোজাতং তপসো বিভূতম্।
ইহ প্রজামিহরয়িংররাণঃ প্রজায়স্বপ্রজয়া পুত্রকামঃ ॥"

ঋগ্বেদ ১০—১৮৩—১।

(খ) শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবাঃ, যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্,
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি, মানো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ ॥'

ঋগ্বেদ ১—৮৯—৯।

সায়ন—'নো' অস্মাকং, 'আয়ুর্গন্তোঃ"—কুৎস্নস্য আয়ুষঃ গমনাৎ পূর্ব্বং; 'মধ্যা'-মধ্যে; 'মা রীরিষত'—মা হিংসিষ্টেশ 'পুত্রাসঃ'—পুত্রাঃ, 'পিতরঃ'—অস্মাকং রক্ষিতারো ভবন্তি।

(গ) "হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস ঐক্ষ্বাকো রাজা অপুত্র আস, তস্য হ, শতং জায়া বভূবুঃ। তাসু পুত্রং ন লেভে। তস্য হ পর্ব্বত নারদৌ গৃহ ঊষতুঃ। স হ নারদং প্রপচ্ছ।

নারদ! কি জ্ঞানী মনুষ্যাদি কি অজ্ঞান পশ্বাদি, সকলেই পুত্র কামনা করে। পুত্রের দ্বারা কি হয়, তুমি আমাকে বুঝাইয়া বল।'

এই একটী গাথা ছন্দে জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ নিম্নোক্তরূপে দশটী গাথাতে প্রত্যুত্তর দিলেন।

পিতা যদি নবজাত জীবিত পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে, তিনি সেই পুত্রের উপর নিজের (লৌকিক ও বৈদিক) ঋণ সম্যক্ প্রকারে অবস্থাপিত করিয়া নিজে অমৃতপদলাভ করেন। (১)

পৃথিবীতে অগ্নিতে এবং জলে প্রাণিগণের যতপ্রকার ভোগ লাভ হয় পুত্র হইতে ততোধিক ভোগ (bliss) হইয়া থাকে। (২)

পিতা আপনিই আপনা হইতে পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন। যেমন নানাবিধ খাদ্যাদি পরিপূর্ণ নৌকার সাহায্যে, অনায়াসে দুস্তর নদী প্রভৃতিও পার হওয়া যায়, সেই প্রকার (উৎপন্ন) পুত্রের সাহায্যে পিতৃগণ ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার দুঃখ অতিক্রমণ করিয়া থাকেন। (৩)

যাঁহার পুত্র নাই তাঁহার গৃহস্থাশ্রম নিষ্ফল! যাঁহার পুত্র নাই তাঁহার বানপ্রস্থ বৃথা! যাঁহার পুত্র নাই তাঁহার সন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র! হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা পুত্রলাভে যত্নবান্ হও, কেননা পুত্রই অনিন্দ্য সুখের একমাত্র হেতু। (৪)

"যদ্বিমং পুত্রমিচ্ছন্তি যে বিজানন্তি যে চ ন।
কিংস্বিৎ পুত্রেণ বিন্দতে তন্মে আচক্ষ্ব নারদ॥

ইতি স একয়া পৃষ্টো দশভিঃ প্রত্যুবাচ—

(১) ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতোমুখম্॥

(২) যাবন্তঃ পৃথিব্যাং ভোগাঃ যাবন্তো জাতবেদসি।
যাবন্তো অপ্সু প্রাণিনাং ভূয়ান্ পুত্রঃ পিতুস্ততঃ॥

(৩) "শশ্বৎ পুত্রেণ পিতরো অত্যায়ন্ বহুলং তমঃ।
আত্মাহি জজ্ঞ আত্মনঃ স-ইরাবত্যতিতারিণী॥

(৪) কিন্নু মলং কিমজিনং কিমু শ্মশ্রূণি কিং তপঃ।
পুত্রং ব্রহ্মাণ ইচ্ছধ্বং স বৈ লোকোঽবদাবদঃ॥

অন্ন প্রাণের তৃপ্তিপ্রদ, বস্ত্র শীতাদি দুঃখের নিবারক, সুবর্ণ শরীরের শোভাসম্পাদক, গবাদি পশু বিবাহাদি কার্য্যে পরম উপকারক, জায়া ভোগে সহচারিণী বলিয়া সখী। (ইহারা সকলেই ক্ষণভঙ্গুর সুতরাং আপাত সুখ-হেতু।) দুহিতার ত কথাই নাই, সেত কেবল দুঃখেরই কারণ। কিন্তু পুত্র সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ পিতার সকল প্রকার দুঃখরূপ অন্ধকারেই উজ্জ্বল আলোক। সকল সুখের হেতু; কেন না পুত্র পিতাকে পরব্রহ্মে অর্থাৎ মোক্ষপদে (স্থাপিত করে।) (৫)

* * * * * * * * * *

পুত্রহীন ব্যক্তির ইহলোক পরলোক কোন লোকেই সুখ নাই। ইহা পশুগণও জানে। (৯)

৭। রামায়ণে দেখি—পরম ধার্ম্মিক মহারাজ দশরথ অপুত্রতাহেতু ক্ষুণ্ণ হইয়া পুত্রেষ্টিযাগ করিবার জন্য সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণপূর্ব্বক, তথায় অনেক ঋষির আহ্বান করেন। ঋষিগণ আসীন হইলে, তাঁহাদের সৎকার পূজা প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া অতি বিনীত ভাবে ধর্ম্ম ও অর্থের সাধন এই কথা কটী বলিয়াছিলেন—'পুত্রের অভাবহেতু আমি দিনরাত্রি নিরন্তর অসহ্য মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি। ক্ষণকালের জন্যও আমার মনে সুখ নাই। তাই সঙ্কল্প করিয়াছি যে, পুত্রলাভের জন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। (ক)

---

(৫) অন্নং হ প্রাণাঃ, শরণং হ বাসো,
রূপং হিরণ্যং, পশবো বিবাহাঃ।
সখা হ জায়া, কৃপণং হি দুহিতা,
জ্যোতির্হি পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্॥

(৯) নাঽপুত্রস্য লোকোঽস্তি ইতি তৎ সর্ব্বে পশবো বিদুঃ—* * *।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম পঞ্চিকা ৩য় অধ্যায় ১ম খণ্ড।

(ক) তান্ পূজয়িত্বা ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।
ধর্ম্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥
মম তাতপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্।
পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম॥

রামায়ণ, আদি, ১২শ সর্গ।

৮। মহাভারতে দেখিতে পাই—(ক) জরৎকারু নামে বিখ্যাত মহাতপা ঋষি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতামহগণ একটি মহা গর্ত্তের ভিতর ঊর্দ্ধচরণ ও অধোমুখ হইয়া লম্বমান রহিয়াছেন। জরৎকারু প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'আপনারা কে? কেনই বা অধোমুখ হইয়া এই গর্ত্তের

*

(ক) জরৎকারুরিতি খ্যাতো হ্যূর্দ্ধরেতা মহাতপাঃ।
অটমানঃ কদাচিৎ স্বান্ স দদর্শ পিতামহান্॥
লম্বমানান্ মহাগর্ত্তে পাদৈরূর্দ্ধৈরবাঙ্মুখান্।
তানব্রবীৎ স দৃষ্ট্বৈব জরৎকারুঃ পিতামহান্॥
কে ভবন্তোঽবলম্বন্তে গর্ত্তে হ্যস্মিন্নধোমুখাঃ।
বীরণস্তম্বকে লগ্নাঃ সর্ব্বতঃ পরিভক্ষিতে।
মূষিকেণ নিগূঢেন গর্ত্তেঽস্মিন্ নিত্যবাসিনা॥

পিতর উচুঃ।

যাযাবরা নাম বয়ং ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সন্তান-প্রক্ষয়াদ্ ব্রহ্মন্! অধোগচ্ছামো মেদিনীম্॥
"অস্মাকং সন্ততিস্ত্বেকো জরৎকারুরিতিশ্রুতঃ।
মন্দভাগ্যোঽল্পভাগ্যানাং তপ একং সমাস্থিতঃ॥
ন স পুত্রান্ জনয়িতুং দারান্ মূঢ়শ্চিকীর্ষতি।
তেন লম্বামহে গর্ত্তে সন্তানস্য ক্ষয়াদিহ॥
অনাথাস্তেন নাথেন যথা দুষ্কৃতিনস্তথা।
কস্ত্বং বন্ধুরিবাস্মাকং অনুশোচসি সত্তম॥"

* * * * * * * * *

পিতর উচুঃ

"যতস্ব বৎস বাংস্তাত! সন্তানায় কুলস্য নঃ।
আত্মনোঽর্থেঽস্মদর্থে চ ধর্ম্ম ইত্যেব বা বিভো!
নহি ধর্ম্মফলৈস্তাত ন তপোভিঃ সুসঞ্চিতৈঃ।
তাং গতিং প্রাপ্নুবন্তীহ পুত্রিণো যাং ব্রজন্তি বৈ॥
তদ্দারগ্রহণে যত্নং সন্তত্যাং চ মনঃ কুরু।
পুত্রকাস্মন্নিয়োগাত্ত্বমেতন্নঃ পরমং হিতম্॥

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, আস্তীকপর্ব্ব, ১৩শ অধ্যায়।

মধ্যস্থিত তৃণগুচ্ছে সংলগ্ন রহিয়াছেন? এই গর্ত্তের ভিতর ইন্দুর লুক্কায়িত আছে, তাহারা এই তৃণগুচ্ছ প্রায় ভক্ষণ করিয়াছে। ইহার ভিতরে আপনারা কেন এমনভাবে আছেন?' তখন পিতৃগণ কহিলেন "আমরা নিয়ত ভ্রমণশীল দৃঢ়ব্রত ঋষি, আমাদের নাম 'যাযাবর'। হে ব্রহ্মন্! সন্তান বিচ্ছেদ—হেতু আমাদের ক্রমশঃ পাতালে অধোগতি হইতেছে। আমরা বড়ই অভাগ্য। আমাদের একমাত্র পুত্র জরৎকারু। সে হতভাগ্য আবার এমন এক তপস্যা অবলম্বন করিয়াছে যে, আর পুত্রোৎপাদনের জন্য রাজী নহে। তাই সন্তান ক্ষয়হেতু আমরা এই গর্ত্তের ভিতর এইভাবে পড়িয়া রহিয়াছি! আমাদের একমাত্র অবলম্বন জরৎকারু আমাদিগকে অনাথ করিয়াছে। হে সাধু, তুমি কে পরম বন্ধুর ন্যায় আমাদের জন্য শোক করিতেছ?"

পিতৃগণের এই কথা শ্রবণে জরৎকারু আত্ম পরিচয় দান করিলে তাঁহারা পুনর্ব্বার বলিলেন—"বৎস! ধর্ম্ম বলিয়াই হউক বা আমাদের মঙ্গলকামনাতেই হউক অথবা তোমার নিজের হিতেচ্ছাতেই হউক, তুমি আগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বংশরক্ষার জন্য নিয়ত যত্ন কর। পুত্রবান ব্যক্তি পুত্রের দ্বারা যে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েন, বৎস! ধর্ম্মফলের দ্বারা বা সুসঞ্চিত তপের দ্বারা তাদৃশ গতি এ জগতে লাভ করা যায় না। অতএব প্রিয়তম! তুমি আমাদের আদেশ মতে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক যাহাতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ কর।"

৯। মহাভারতের অন্যত্র দেখিতে পাই যে, ধার্ম্মিকগণের অগ্রণী দৃঢ়ব্রত মহাতপা মন্দপাল নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি নিয়ত বেদাধ্যয়ন করিতেন। ধর্ম্মে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি তপস্যা শেষ করিয়া দেহত্যাগ-পূর্ব্বক বাস করিবার জন্য পিতৃলোকে যান, কিন্তু তথায় যাইয়া বিফল-মনোরথ হন। তিনি দেখিলেন যে, যদিও তিনি তপঃ-প্রভাবে পিতৃলোক জয় করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহার পক্ষে সেই তপোলব্ধ পিতৃলোক কোন ফলদায়কই হইল না। তখন তিনি ধর্ম্মরাজের সমীপবর্ত্তী দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে, 'আমি তপঃপ্রভাবে যে লোক অর্জ্জন করিয়াছি, আমার সেই পিতৃলোক আজ কেন হঠাৎ আমার পক্ষে রুদ্ধ হইল? এমন কোন্ কাজ আমার অবশিষ্ট আছে, যাহার জন্য আমার পিতৃলোক নিষ্ফল হইল? যে জন্য

পিতৃলোক অবরুদ্ধ হইল, বলুন, আমি তাহা এখনিই সম্পন্ন করিব।" দেবতারা বলিলেন 'হে ব্রহ্মন্, মানবের তিনটী ঋণ আছে। যাগ-যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রজা অর্থাৎ সন্তান— এই তিনের দ্বারা সেই তিন ঋণ শোধ হয়। তুমি তপস্বী এবং নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সত্য, কিন্তু তোমার সন্তান-সন্ততি নাই। সেই সন্তানের জন্যই আজ তোমার পক্ষে, এই পিতৃলোক আবৃত হইয়াছে; যাহাতে সন্তান হয় তাহার কামনা কর, তুমি সুখময় লোক ভোগ করিতে পারিবে। শ্রুতি বলেন,—পুত্র পিতাকে 'পুৎ' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে। অতএব যাহাতে কখনও তোমার অপত্যের বিচ্ছেদ না হয়, যাহাতে অচিরাৎ অপত্যলাভ করিতে পার, তাহা কর।" (ক)

(ক) ধর্ম্মজ্ঞানাং মুখ্যতমস্তপস্বী সংশিত-ব্রতঃ।
আসীন্ মহর্ষিঃ শ্রুতবান্ মন্দপাল ইতি শ্রুতঃ॥
স্বাধ্যায়বান্ ধর্ম্মরতঃ তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স গত্বা তপসঃ পারং দেহমুৎসৃজ্য ভারত!
জগাম পিতৃলোকায় ন লেভে তত্র তৎ ফলম্॥
স লোকানফলান্ দৃষ্ট্বা তপসা নির্জ্জিতানপি।
প্রপচ্ছ ধর্ম্মরাজস্য সমীপস্থান্ দিবৌকসঃ॥

মন্দপাল্ উবাচ।

কিমর্থমাবৃতা লোকা মমৈতে তপসার্জ্জিতাঃ।
কিং ময়া ন কৃতং তত্র যস্যৈতৎ কর্ম্মণঃ ফলম্॥
তত্রাহং তৎ করিষ্যামি যদর্থমিদমাবৃতং।
ফলমেতস্য তপসঃ কথয়ধ্বং দিবৌকসঃ॥

দেবা ঊচুঃ।

ঋণিনো মানবা ব্রহ্মন্! জায়ন্তে যেন তচ্ছৃণু।
ক্রিয়াভির্ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রজয়া চ ন সংশয়ঃ॥
তদপাক্রিয়তে সর্ব্বং যজ্ঞেন তপসা শ্রুতৈঃ।
তপস্বী যজ্ঞকৃচ্চাসি ন চ তে বিদ্যতে প্রজা॥
ত ইমে প্রসবস্যার্থে তব লোকাঃ সমাবৃতাঃ।
প্রজায়স্ব ততো লোকান্ উপভোক্ষ্যসি পুষ্কলান্॥
পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রস্ত্রায়তে পিতরং শ্রুতিঃ।
তস্মাদপত্য-সন্তানে যতস্ব ব্রহ্মসত্তম॥

মহাভারত—ময়দর্শনপর্ব্ব ২২৯ অধ্যায়

১০। 'শ্রাদ্ধবিবেক'-গ্রন্থের মঘাত্রয়োদশী-প্রকরণে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি যে বশিষ্ঠবচনের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখি—যেমন পক্ষিগণ প্রীতি সহকারে পিপ্পল ফলের সমীপে আগমন করে, সেইরূপ পুত্র জন্মিলে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহগণ 'এই পুত্র বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে মধুমাংস দুগ্ধ এবং পায়সের দ্বারা আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে।'—এই বলিয়া সানন্দে ঐ নবজাত পুত্রের সমীপবর্ত্তী হয়েন। (ক)

১১। হেমাদ্রিধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বায়ুপুরাণের বচনে আছে, "যে যে পর্ব্বে শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, সেই সেই পর্ব্বকালে এবং শ্রাদ্ধের তিথিকালে, পরলোকগত পিতৃগণ, পিপাসাকাতর ধেনু যেমন সরোবরের নিকটে যায়, সেইরূপ তাঁহাদের শ্রাদ্ধাধিকারীর নিকটে উপস্থিত হয়েন। শ্রাদ্ধকারী যদি অষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধ না করেন, তবে ঐ সমাগত পিতৃগণ হতাশ হইয়া ফিরিয়া যান। আর ঐ অকৃতশ্রাদ্ধ পাষণ্ডপুত্রের ইহলোক পরলোক—উভয়লোকেই সকল আশায় ছাই পড়ে, সব ব্যর্থ হয়। যাঁহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা অশেষ মঙ্গলভাগী হয়েন। যাহারা করে না, তাহাদের অধোগতি নিশ্চিত। শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন। যে শ্রাদ্ধ করে না, তাহার নরকে পতন অনিবার্য্য। (খ)

(ক) পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
উপাসতে সুতং জাতং শকুন্তা ইব পিপ্পলম্ ॥
মধুমাংসৈশ্চ শাকৈশ্চ পয়সা পায়সেন চ।
এষ নো দাস্যতি শ্রাদ্ধং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥
শ্রাদ্ধবিবেক,—মঘাত্রয়োদশী।

(খ) পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তিথিকালেষু দেবতাঃ।
সর্ব্বে পুরুষমায়ান্তি নিপানমিব ধেনবঃ ॥
যান্তস্তে প্রতিগচ্ছেয়ুরষ্টকাস্বিরপূজিতাঃ।
মোঘাস্তস্য ভবন্ত্যাশাঃ পরত্রেহ চ সর্ব্বশঃ ॥
পূজকানাং সদোৎকর্ষো নাস্তিকানামধোগতিঃ।
দেবাংস্তু দায়িনো যান্তি তির্য্যগ্‌ গচ্ছন্ত্যদায়িনঃ ॥
হেমাদ্রি—পৃঃ ৬। সোসাইটী।

১২। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে—একদা দেবব্রত তাঁহার পিতা শান্তনুকে বিমর্ষচিত্ত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শান্তনু বলিয়াছিলেন—"বৎস! আমি যে জন্য খিন্ন হইয়াছি, শুন। হে ভারত! আমাদের এই বিপুল বংশের মধ্যে তুমিই একমাত্র সন্তান। হে গাঙ্গেয়! তুমি নিরন্তর শস্ত্রধারী হইয়া পুরুষকারেরই সেবা করিতেছ, সত্য, কিন্তু আমি সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছি। সত্য বটে, শতপুত্র অপেক্ষাও তুমি আমার এক পুত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যদি কোন প্রকারে তোমার কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে আমাদের কুল ধ্বংস হইবে। আমি বৃথা আর কতগুলি দারপরিগ্রহ করিতে চাহি না। আমি তোমাদের বংশের রক্ষার জন্য তোমারই শুভকামনা করি। তোমার মঙ্গল হউক। ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—'একপুত্রতা অপুত্রতার তুল্য। অগ্নিহোত্র, বেদ-বিদ্যা এবং সন্তান—এই তিনটীর কোন দিনই ক্ষয় হয় না। তবে সন্তানের কাছে, এ সমস্ত—ষোল আনার এক আনাও নহে। কি মনুষ্য জাতি কি অন্যান্য জাতি, সকলের পক্ষেই সন্তান সকল প্রকার কাম্য বস্তুর শ্রেষ্ঠ। (ক)

(ক) "এবমুক্তঃ স পুত্রেণ শান্তনুঃ প্রত্যভাষত।
অসংশয়ং ধ্যানপরো যথা বৎস! তথা শৃণু॥
অপত্যং নস্ত্বমেবৈকঃ কুলে মহতি ভারত!
শস্ত্র-নিত্যশ্চ সততং পৌরুষে পর্য্যবস্থিতঃ॥
অনিত্যতাং চ লোকানাং অনুশোচামি পুত্রক!
কথঞ্চিৎ তব গাঙ্গেয়! বিপত্তৌ নাস্তি নঃ কুলম্॥
অসংশয়ং ত্বমেবৈকঃ শতাদপি বরঃ সুতঃ।
ন চাপ্যহং বৃথা ভূয়ো দারান্ কর্ত্তুমিহোৎসহে॥
সন্তানস্য বিনাশায় কাময়ে ভদ্রমস্তু তে।
অনপত্যতৈকপুত্রত্বমিত্যাহুর্ধর্ম্মবাদিনঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীবিদ্যা সন্তানমপি চাক্ষয়ম্।
সর্ব্বাণ্যেতান্যপত্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
এবমেতন্মনুষ্যেষু তচ্চ সর্ব্বপ্রজাস্বিতি।
যদপত্যং মহাপ্রাজ্ঞ! তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥
মহাভারত, আদি, অ, ১০০।

১৩। বশিষ্ঠ বলেন—পিতা যদি নবজাত জীবিতপুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে তিনি সেই পুত্রের উপর নিজের ঐহিক এবং পারলৌকিক সকল ঋণ অবস্থাপিত করেন। আর তিনি নিজেও অমৃতপদ অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিতে আছে পুত্রবানের অক্ষয় স্বর্গ হয়, অপুত্র ব্যক্তির তাহা হয় না। (ক)

১৪। গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন—'সৎপুত্রগণ কুল পবিত্র করে।' (খ)

১৫। বৌধায়ন কল্পসূত্রে আছে—'তুমি আমার প্রতি অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার পুত্র-রূপী আত্মা, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক। (গ)

১৬। মনু বলেন—মানবগণ পুত্রের দ্বারা স্বর্গাদি লোক জয় করে, পৌত্রের দ্বারা অনন্তত্ব অর্থাৎ অমৃতপদ প্রাপ্ত হয়, আর প্রপৌত্রের দ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করে। পুত্র পিতাকে 'পুৎ' নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে এই জন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাঁহার পুত্র নাম রাখিয়াছেন। (ঘ)

(ক) "ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতোমুখম্॥
অনন্তাঃ পুত্রিণো লোকাঃ, নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি শ্রূয়তে।"
বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র, ১৭শ অ, ১—৩।

(খ) 'পুনন্তি সাধবঃ পুত্রাঃ' গৌতম ধর্ম্মসূত্র, অ-৪-সূ২৯ (Stenzler) পৃ, ২৯,

(গ) অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥
বৌধায়ন, ধর্ম্মসূত্র,—২-২-৪।
পৃ, ৪৪ (E. Hultzsch.)

(ঘ) পুত্রেণ লোকান্ জয়তি, পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপম্॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ 'পুত্র' ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥
মনু,—৯—১৩৭—১৩৮,
এবং শঙ্খলিখিত, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, হারীত, (ব্যবহারদর্পণ পৃ, ৮২৫,)

১৭। নিরুক্তকার যাস্ক বৈদিক পুত্র শব্দের এই প্রকার বুৎপত্তি করিয়াছেন—পিতা যতই পাপ করুন না কেন, পুত্র তাঁহাকে সেই সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ করে, এই জন্তই ইহার নাম পুত্র। অথবা পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডদান করে বলিয়া ইহার নাম পুত্র। অথবা 'পুন্' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া ইহার নাম পুত্র। (ক)

১৮। বৌধায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রজাকাম ব্যক্তিদের প্রতি উপদেশ প্রস্তাবে দেখিতে পাই যে, অশ্বিনদ্বয় বলিতেছেন, 'আয়ু এবং তপস্তায় যুক্ত হও, স্বাধ্যায় এবং যাগযজ্ঞাদিতে নিরত হও, জিতেন্দ্রিয়ভাবে স্বস্ব বর্ণে (অর্থাৎ সবর্ণা ভার্য্যায়) অবহিত হৃদয়ে প্রজা উৎপাদন করিবে। ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্রই তাহার উপর তিনটী ঋণের ভার পড়ে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই তিনটী ঋণ হইতে আপনার আত্মাকে মুক্ত করিয়া অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁহারা বেদাদি অধ্যয়নের দ্বারা ঋষিদিগের, যাগযজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রের, এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা পূর্ব্ব পিতৃগণের পূজা করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া স্বর্গে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করেন। পুত্রের দ্বারা স্বর্গ জয় হয়, পৌত্রের দ্বারা অমৃতপদ লাভ হয়, আর পুত্রের পৌত্রের দ্বারা নাকাধিপত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানা আছে যে, ব্রাহ্মণ জন্মিবা মাত্রই তিনটী ঋণে ঋণবান্ হয়েন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, এবং পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ শোধ করিতে হয়। এই প্রকার ঋণ সংযোগের কথা বেদে আছে। যে সৎপুত্র উৎপাদন করে সে তাহার আত্মার পরিত্রাণ করে। যে ব্যক্তি সৎপুত্র প্রাপ্ত হয় সে তাহার উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে পাপ এবং নরকের ভয় হইতে ত্রাণ করে। সেই জন্য সন্তান উৎপাদন করিয়া (মানব) ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব

(ক) 'পুত্রঃ'—পুরু ত্রায়তে, নিপরণাদ্বা, 'পুন্' নরকং ততস্ত্রায়তে ইতি বা।

নিরুক্ত, পৃ, ২০০, (সোসাইটী)

এই স্থলের ব্যাখ্যায়, যজ্ঞ-দেবরাজ তদীয় 'নির্ব্বচন' নামক টীকায় বলিয়াছেন—'পুরু-পুরুত্রায়তে' বহু অপি যৎ পিত্রা পাপং কৃতং ভবতি, ততোঽস্মং ত্রায়তি পুত্রঃ। 'নিপরণাদ্ বা'—নিপৃণাতি—দদাতি হসৌ পিণ্ডান্ পিতৃভ্য ইতি পুত্রঃ। অথবা—'পুন্' ইতি নরকং'—নরকস্থানমুচ্যতে, ততস্ত্রায়তে ইতি বা পুত্রঃ।

যত্নবান হইয়া সন্তান উৎপাদন করিবে। ঔষধের দ্বারাই হউক আর মন্ত্রের দ্বারাই হউক, সন্তান উৎপন্ন করিবে। শ্রুতি অনুসারে প্রজা-কামদিগের প্রতি এই উপদেশ। অশেষ ফলবান বলিয়া সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই এই এক উপদেশ। (ক)

১৯। শঙ্খ ও লিখিত বলেন যে, পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতা জীবনকালেই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়েন এবং পুত্র জন্মিলে তাহাকে পিতৃঋণ অর্পণ পূর্ব্বক আপনি স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন। অগ্নিহোত্র, তিনি বেদ অধ্যয়ন, এবং প্রচুর

(ক) "প্রজাকামস্যোপদেশঃ। ১।
অশ্বিনাবূচতুঃ। ২।
আয়ুষা তপসা যুক্তঃ স্বাধ্যায়েজ্যাপরায়ণঃ।
প্রজামুৎপাদয়েদ্‌যুক্তঃ স্বে স্বে বর্ণে জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩॥
ব্রাহ্মণস্যর্ণসংযোগস্ত্রিভির্ভবতি জন্মতঃ।
তানি মুচ্যাত্মবান্ ভবতি বিমুক্তোধর্ম্মসংশয়াৎ॥ ৪॥
স্বাধ্যায়েন ঋষীন্ পূজ্য সোমেন চ পুরন্দরম্।
প্রজয়া চ পিতৄন পূর্ব্বান্ অনৃণো দিবি মোদতে॥ ৫॥
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ নাকমেবাধিরোহতি ইতি॥ ৬॥

বিজ্ঞায়তে চ—জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্য ইতি। এবমৃণসংযোগং বেদো দর্শয়তি॥ ৭॥

সৎপুত্রমুৎপাদ্যাত্মানং তারয়তি॥ ৮॥
সপ্তাবরান্ সপ্তপূর্ব্বান্ ষড়ন্যানাত্ম-সপ্তমান্।
সৎপুত্রমধিগচ্ছানস্তারয়ত্যেনসোভয়াৎ॥ ৯॥
তস্মাৎ প্রজা সন্তানমুৎপাদ্য ফলমবাপ্নোতি॥ ১০॥
তস্মাদ্‌ যত্নবান্ প্রজামুৎপাদয়েৎ॥ ১১॥
ঔষধী মন্ত্র সংযোগেন॥ ১২॥
অস্য উপদেশঃ শ্রুতি সামান্যেনোপদিশ্যতে। ১৩।
সর্ব্ববর্ণেভ্যঃ ফলবত্বাৎ ইতি ফলবত্বাৎ॥ ১৪—১৫।

বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র, পৃঃ ৭৩—৭৪।

দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, তাহা জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মফলের এক ষোড়শাংশও নহে। (ক)

২০। মনুতে আছে, তিন ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। যে ঐ ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করে, তাহার অধোগতি হয়। বিধিবদ্ বেদাধ্যয়ন, ও ধর্ম্মত পুত্রোৎপাদন এবং শক্ত্যনুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। কোনও দ্বিজ বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞ নিষ্পাদন না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে তাহার অধোগতি হইবে। (খ)

২১। নারদ বলেন 'উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হইতে পুত্র আমাকে মুক্ত করিবে এই জন্য পিতৃগণ পুত্র কামনা করেন।' (গ)

২২। হারীতে দেখিতে পাই পুং নামে নরক ও বংশহীন ব্যক্তি নারকী উক্ত হইয়াছে। পিতাকে তাহা হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই—সুতকে পুত্র বলা যায়। (ঘ)

(ক) "পিতৃণামনৃণো জীবন্ দৃষ্ট্বা পুত্রমুখং পিতা।
স্বর্গী স তেন জাতেন তস্মিন্ সংন্যস্ত তদৃণম্॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদা যজ্ঞাশ্চ শত দক্ষিণাঃ।
জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
ব্যবস্থাদর্পণ, পৃঃ ৮২৩।

(খ) ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্ বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বাচ শক্তিতো যজ্ঞৈঃ মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদান অনুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বাচৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥
মনু, ৬—৩৫—৩৭।

(গ) ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্যতস্ততঃ।
উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যোমাময়ং মোক্ষয়িষ্যতি॥

(ঘ) পুন্নাম্না নিরয়ঃ প্রোক্তশ্ছিন্নতন্তুশ্চ নৈরয়ঃ।
তত্রৈব ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ পুত্র ইতি স্মৃতঃ॥
ব্যবস্থাদর্পণ পৃ—৮২৩—৮২৫।

২৩। লিখিত এবং অত্রি সংহিতায় আছে যে, মনুষ্যগণ অনেক পুত্রের বাসনা করিবে। কেননা, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি গয়ায় (শ্রাদ্ধ করিতে) গমন করে, কিংবা কেহ যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কেহ যদি নীল বৃষ উৎসর্গ করে। (ক)

২৪। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র দ্বারা অনন্ত লোক এবং স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। (খ)

২৫। দত্তকনির্ণয় ধৃত বচনে দেখিতে পাই পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, ততদিন পুত্র তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, পিতার মৃত্যু হইলে প্রতি বর্ষে শ্রাদ্ধাহে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, এবং গয়ায় পিণ্ডদান করে, এই ত্রিবিধ কার্য্যের জন্যই পুত্রের পুত্রতা। (গ)

২৬। মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যর্ টমাস্ ষ্ট্রেন্জ সাহেব বলেন যে, হিন্দুদিগের বিশ্বাসানুসারে—মনুষ্যের পারলৌকিক সুখ, পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ তর্পণ ও ঋণ পরিশোধনের উপর নির্ভর করে। তাহা ক্লেশমোচনের উপায় স্বরূপ হয়। সন্তানহীন ব্যক্তির মহাপ্রাণি 'পুৎ' নামক নরকে প্রেরিত হয়। এবং তথায় সময়ে সময়ে পুত্রের অবশ্য দানীয় জলপিণ্ডের অভাবে ক্ষুৎপিপাসায় যাতনা ভোগ করে। (Strange's. H. L. P, 61,62. ব্যবস্থাদর্পণ পৃঃ৮২৩।)

(ক) "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥
অত্রিসংহিতা শ্লোক ৫৫। লিখিত-সংহিতা ১০।

(খ) 'লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ॥
ব্যবস্থাদর্পণ—পৃ ৮২৫

(গ) "জীবতো বাক্যকরণাৎ প্রত্যব্দং ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা॥
দত্তকশিরোমণি পৃ ৬৩।

২৭। অত্রি বলেন—'পুত্র জন্মিবা মাত্রই পিতা তাঁহার পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন। এবং সেই দিনই শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। কেননা—সেই পুত্র নরক হইতে ত্রাণ করে। (ক)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্যজাতির প্রাচীনতম ইতিহাস ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, কল্পসূত্র, নিরুক্ত ও অন্যান্য নানাবিধ সংহিতা, হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তাহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অতিপ্রাচীন কাল—এমন কি—স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণের মধ্যে ঔরসপুত্র গার্হস্থ্যজীবনে ঐহিক এবং পারত্রিক সুখের অসাধারণ হেতু বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদসংহিতা হইতে উদ্ধৃত কতিপয় ঋক্ পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়েও হিন্দু একমাত্র পুত্ররূপ রত্ন লাভ করিবার জন্যই পাণিগ্রহণ করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র, পুত্রের দ্বারাই সংসারের সকল প্রকার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। তাঁহারা যজ্ঞের দ্বারা দেবতা দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রথমেই পুত্রলাভরূপ বর প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা পুত্রকে আপনার আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না। বৃদ্ধাবস্থায়, যখন ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়ে, উপার্জ্জন করিয়া আত্মপোষণ করিবার শক্তি যখন একেবারেই থাকে না, তখন, উপার্জ্জক—গুণবান্ বিনীত পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তাহার অর্জ্জিত অর্থে জীবনের বাকী কয় দিন কাটাইতে পারিলে হিন্দুসন্তান আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেন। (ঋগ্বেদ ১—৯০—৯)।

(ক) 'জাতমাত্রেণ পুত্রেণ পিতৃণামনৃণী পিতা।
তদহ্নি শুদ্ধিমাপ্নোতি নরকাৎ ত্রায়তে হি সঃ॥
অত্রিসংহিতা ৪৪।

মানুষ মরিয়া গেলে সব ফুরাইয়া যায়। কিন্তু আর্য্য সন্তান পুত্রধন লাভ করিতে পারিলে আপনাকে অমর বলিয়া মনে করিতেন। মৃত্যুর পর পুত্রবানের আত্মা স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে, পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডাদিলাভ করিয়া সেই অমর আত্মা অনন্তকালের জন্য অক্ষয় তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রাচীন হিন্দুগণের পুত্রসম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা। সে বৈদিক ঋষিগণ চলিয়া গিয়াছেন!—কালের পরিবর্ত্তনে, অবস্থার বিপর্য্যয়ে—হিন্দুসন্তান কত প্রাচীন সংস্কার ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পুত্রবিষয়ে এই প্রাচীন ধারণা এক দিনের জন্যও তাহারা ভুলিতে পারে নাই। হিন্দু সেকালের ন্যায় একালেও—ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পুত্রলাভে বঞ্চিত হইলে সংসার শূন্য বলিয়া মনে করে। তাহার চক্ষে পুত্র-শূন্য গৃহ শ্মশান সদৃশ প্রতিভাত হয়।(ক) সে অনন্ত ধনের অধিকারী হইলেও আপনাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনাথ এবং নিরবলম্বন বলিয়া মনে করে। বর্ত্তমানের ধন, জন, সুখ, সম্পদ ও যশ, তাহার পক্ষে বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। মৃত্যুর পর তাহার পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডলোপ হইবে, সে নিজে 'পুন্নাম' নরকে পড়িয়া ক্ষুধা—তৃষ্ণা ও পশ্চাত্তাপের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিবে,—ধরাতল হইতে তাহার এবং তাহার পিতৃপুরুষগণের গৌরবময় নাম চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে—এই দুর্ভাবনায় বৃশ্চিক-দংশনে পুত্রহীন হতভাগ্য হিন্দুসন্তানের হৃদয় আমরণ জ্বলিতে থাকে। এই দুর্ভাবনার বিষাদময়ী ছবি, ভারতের অমর কবি—কালিদাস, পুত্রহীন রাজ-রাজেশ্বর দিলীপ এবং দুষ্মন্তের মুখ দিয়া কি সুন্দরভাবেই আঁকিয়াছেন—

"মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
পয়ঃপূর্ব্বৈঃ স্বনিশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে॥
নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদ-দর্শিনঃ।
ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধা-সংগ্রহ-তৎপরাঃ॥

রঘুবংশ।

(ক) 'পুত্র বর্জৈঃ পরিবৃক্তং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্'।

অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতিসংহিতানি।
কো নঃ কুলে নিবপনানি করিষ্যতীতি।
নূনং প্রসূতি-বিকলেন ময়া প্রসিক্তং।
ধৌতাশ্রুসেকমুদকং পিতরঃ পিবন্তি॥"

অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

তৃতীয় অধ্যায়।

দত্তক-পুত্রের আবশ্যকতা।

উপরি লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমান সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐহিক উপকার অপেক্ষা পারলৌকিক উপকারই কেবল মাত্র পুত্রের দ্বারা সমধিক ভাবে সাধিত হইত বলিয়া সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত, হিন্দু সমাজে অন্যান্য সকল ধন অপেক্ষা পুত্রধনের আদর এত বেশী। পুত্রের দ্বারা কোন্ পারলৌকিক উপকার সাধিত হইত? অমাবাস্যা প্রভৃতি (ক) পর্ব্বদিনে মৃত পিতৃপিতামহদিগকে আবাহন করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে পুত্র যে পিণ্ড প্রদান করিত, পিতৃগণ সেই পিণ্ড ভোগ করিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিতেন, তাহাই পুত্রের দ্বারা সাধিত

(ক) নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডনম্।
পার্ব্বণঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্ধ্যর্থমষ্টমম্॥
কর্ম্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং স্মৃতম্।
যাত্রাস্বেকাদশং প্রোক্তং পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশং স্মৃতম্।

বিশ্বামিত্র।

শ্রাদ্ধবিবেক—গ্রঃ ৭০।

পারলৌকিক উপকার। সেই উপকার পাইবার জন্যই তাঁহারা দেবতাদের নিকট ভক্তি-সহকারে পুত্রপ্রার্থনা করিতেন। 'পুন্নাম' নরকের ভয় নিবারণও পুত্র হইতেই হইত। যাস্ক বৈদিক পুত্র শব্দের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আর এইপ্রকার সিদ্ধান্তের উপর কিছু বলিবার থাকে না। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে পারলৌকিক উপকার কথামাত্র, ঐহিক অশেষবিধ উপকার পুত্রের দ্বারা সাধিত হইত বলিয়াই প্রাচীন ভারতে পুত্রের এত আদর ছিল। এবং এখনও সেই কারণেই পুত্রের প্রতি লোকে আদর করিয়া থাকে।' আমরা তাঁহাদের সহিত উপরিলিখিত ভূরি ভূরি প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া একমত হইতে সাহস করি না। (ক)

এ হেন পুত্রধন লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, অথচ পুত্রের দ্বারা যে সকল অভাব দূর হয়, সেই সকল অভাবের তাড়নায় অনেক সময়ে অনেক লোক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেই ঐহিক ও পারলৌকিক অভাব দূর করিবার জন্যই সমাজে ক্রমে ঔরসপুত্রের অভাবে, তাহার প্রতিনিধির প্রয়োজন হইয়া উঠিল। (খ)

(ক) In the Hindoo codes there are passages declaring that the possession of many sons is desirable, but they assign a spiritual reason for it: and so they appear to have invested an existing social pheuomenon with a religious colouring. But in the Rigveda which is a collection of hymns and which is the earliest record of human thought, there are references to the relation of father and son from which it may be gathered that a son was desired for secular advantages alone.

Tagore Law Lectures 1888 P. 26.
G. C. Sarkar.

(খ) ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতান্ একাদশ যথোদিতান্।
পুত্র-প্রতিনিধীন্ আহুঃ ক্রিয়ালোপান্ মনীষিণঃ॥

এই স্থলে মনুভাষ্যকার মেধাতিথি এবং টীকাকার নন্দনাচার্য্য প্রভৃতি কি বলেন দেখুন—

মেধাতিথি—"ক্রিয়ালোপাদ্ধেতোঃ ক্রিয়তে—অপত্যমুৎপাদয়িতব্যমিত্যস্য বিধিলোপো মাভূদিতি। নিত্যোঽয়ং বিধিঃ—যথাকথঞ্চিৎ গৃহস্থেন সম্পাদ্যঃ, তত্র মুখ্যকল্পঃ ঔরসঃ।

নন্দনাচার্য্য—'ক্রিয়ালোপাৎ'—ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়ালোপো মাভূদিতিবুদ্ধ্যা—ইত্যর্থঃ॥"

৯, অ ১৮০,

মানবধর্ম্ম-শাস্ত্র (Mandalika.)

ঔরসপুত্রের এই দুঃখকর অভাব পূরণ করিবার জন্যই এবং সমাজের তদানীন্তন অন্যান্য কারণে হিন্দুসমাজে ক্রমে ক্রমে আরও এগার রকম পুত্র প্রবেশাধিকার লাভ করে। (ক)

ঔরসপুত্রের প্রতিনিধি এই একাদশবিধ পুত্রের ভিতর দত্তক পুত্রই আমার আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এই দত্তক-পুত্র প্রাচীন হিন্দুসমাজে কিরূপে পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং উত্তরোত্তর সমাজ ও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কিরূপভাবেই বা দত্তক পুত্র সমাজে বিবেচিত হইত, তাহাই আপাততঃ আমি দেখাইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈদিকযুগে দত্তক-প্রথা।

সর্ব্বপ্রথমে—ঋগ্বেদে দেখা যায়—কক্ষিবান্ ঋষি অশ্বিনদ্বয়কে স্তুতিকালে কহিতেছেন—'হে নাসত্য! অশ্বিনযুগল! তোমরা অনেককে পালন করিয়া থাক, তোমাদের স্তুতি করিলে তোমরা অভিমত ফলদান করিয়া থাক। সুবুদ্ধিশালিনী বধ্রিমতী নামে কোন রাজর্ষিকন্যা অপুত্রক ছিলেন। (তাঁহার

(ক) "ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ,
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥
মনু ৯. ১৫৯—১৬০।"

পতি বধ্রি অর্থাৎ নপুংসক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল বধ্রিমতী অর্থাৎ নপুংসক-পতিকা।) সেই সুবুদ্ধি বধ্রিমতী পুত্র পাইবার জন্ত এক সময়ে তোমাদের দুই জনকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শিষ্য যেমন আচার্য্যের কথা অবহিতচিত্তে শ্রবণ ও পালন করে, তোমরাও সেই প্রকার তাঁহার কথা শ্রবণ এবং পালন করিয়াছিলে। হে অশ্বিনদ্বয়, তোমরা তখন তাহাকে হিরণ্যহস্ত নামে একটী পুত্রদান করিয়াছিলে। (ক)

আবার ঋগ্বেদের অন্যত্র দেখিতেছি—অপুত্রা বধ্রিমতীকে পুত্র দান করিয়া অশ্বিনদ্বয় যে সুমহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন—তাহার উল্লেখ করিয়া ঋষি বসুকর্ণ স্তব করিতেছেন—

'হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা তুগ্রপুত্র ভুজ্যকে উপদ্রবকারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। তোমরা বধ্রিমতীকে হিরণ্যহস্ত নামক একটী কালো ছেলে দিয়াছিলে। তোমরা, বিমদনামক ঋষির জায়া পরম সুন্দরী বেণপুত্রীকে ঐ ঋষির নিকট সযত্নে পৌঁছিয়া দিয়াছিলে। এবং তোমরাই বিশ্বক্ ঋষিকে বিষ্ণাপ্য নামক বিনষ্টপুত্র পুনঃ সৃষ্টি করিয়া দান করিয়াছিলে। (খ)

(ক) "অজোহবীন্নাসত্যা করা বাং মহে যামং পুরুভুজা পুরংধিঃ।
শ্রুতং তচ্ছাসুরিব বধ্রিমত্যা হিরণ্যহস্তমশ্বিনাবদত্তম্।"

ঋগ্বেদ—১—১১৬—১৩।

সায়ন,—
'বধ্রিমতীনাম কস্যচিদ্রাজর্ষেঃ পুত্রী নপুংসক-ভর্তৃকা, সা পুত্রলাভার্থং আশ্বিনাবাজুহাব, তদাহ্বানং শ্রুত্বা অশ্বিনাবাগত্য তস্যৈ হিরণ্যহস্তাখ্য পুত্রং দদতুঃ।'

(খ) "ভুজ্যুমংহসঃ পিপৃথো নিরশ্বিনা শ্যাবং পুত্রং বধ্রিমত্যা অজিন্বতম্।
কমদ্যুবং বিমদায়োহথুর্যুবং বিষ্ণাপ্যং বিশ্বকায়াবসৃজথঃ।"

ঋগ্বেদ—১০—৬৫—১২।

সায়ন—তথা "শ্যাবং" "হিরণ্যহস্ত"নামানং পুত্রং "বধ্রিমত্যা" এতন্নামিকায়াঃ 'অজিন্বতং'—অপ্রীণয়তং—অদত্তম্'।

তারপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নারদ-হরিশ্চন্দ্র-সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই যে, (ক)

নারদ কর্তৃক পুত্রপ্রশংসা শুনিয়া অপুত্র হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের ইচ্ছা হইল। নারদ তাঁহাকে বলিলেন—হে হরিশ্চন্দ্র! তুমি রাজা বরুণের নিকট পুত্র প্রার্থনা কর। বল যে, 'হে বরুণ! তোমার প্রসাদে আমার পুত্র হউক। তার পর আমি, সেই পুত্রের দ্বারা যজ্ঞ করিয়া তোমার অর্চ্চনা করিব।' রাজা হরিশ্চন্দ্র 'আচ্ছা' বলিয়া তাহাই করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের স্তবে প্রীত হইয়া বরুণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বরুণের প্রসাদে, তাঁহার এক পুত্র হইল। তাহার নাম রোহিত। তারপর বরুণ এক দিন আসিয়া বলিলেন, 'তোমার ত এখন পুত্র হইয়াছে, আমাকে অর্চ্চনা কর।' তখন হরিশ্চন্দ্র পুত্রের দাঁত উঠা পর্য্যন্ত সময় চাহিলেন, বরুণ তাহাতে রাজী হইলেন। তারপর হরিশ্চন্দ্র ক্রমে পুত্রের যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বরুণকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বরুণ তাহাতেও স্বীকৃত হইয়া যথা সময়ে, রোহিতের যৌবনাগমের পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে হরিশ্চন্দ্র ঐ যজ্ঞের কথা তদীয় বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র রোহিতের নিকট বলিলেন। রোহিত পিতৃমুখে স্বীয় জীবনের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া বলিলেন 'না'। এই বলিয়াই ধনুর্ব্বাণ লইয়া ক্রমে ছয় বৎসর বনে বনে কাটাইলেন। এমন সময়ে এক দিন বনের মধ্যে এক ঋষিকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিলেন। তাঁহার নাম অজীগর্ত্ত। সেই অজীগর্ত্তের তিন পুত্র ছিল। রোহিত ঋষিকে কহিলেন, হে ঋষে! আমি তোমাকে শত পরিমিত গো-দান করিতেছি, আমাকে একটী পুত্র দাও। ইহার একটী দ্বারা আমি আত্ম-মোচন করিব।

(ক) "অথৈনমুবাচ—বরুণং রাজানং উপধাব, 'পুত্রো মে জায়তাম্, তেন ত্বা যজা, ইতি তথেতি' স বরুণং রাজানং উপসসার, পুত্রো মে জায়তাং তেন ত্বা যজা' ইতি তথেতি তস্য হ পুত্রো জজ্ঞে 'রোহিতো' নাম। তং হোবাচ 'অজনিষ্ট বৈ তে পুত্রঃ, যজস্ব মানেন' ইতি। স হোবাচ পশুঃ নির্দ্দশো ভবতি, অথ স মেধ্যো ভবতি, নির্দ্দশোন্বস্তুথ ত্বা যজা—ইতি তথেতি—স নির্দ্দশ আস—তং হোবাচ 'নির্দ্দশোন্বভূদ্, যজস্ব মানেন ইতি স হোবাচ 'যদা বৈপশোর্দন্তা জায়ন্তে অথ স মেধ্যো ভবতি, দন্তা ন্বস্ত জায়ন্তাং অথত্বা যজা' ইতি তথেতি —* *

তখন অজীগর্ত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলেন—বলিলেন, 'তোমাকে একটী ছেলে দিচ্ছি, তবে এ বড়টী নয়, এটী আমার বড় প্রিয়।' অজীগর্ত্তের পত্নীও ছোট ছেলেটীর হাত ধরিয়া বলিলেন যে, 'ছোটটীও আমার বড় প্রিয়, ইহাকে আমি দিব না।' তার পর অজীগর্ত্ত ও তাহার পত্নী একমত হইয়া মধ্যম পুত্রকে দান করিলেন। এই মধ্যম পুত্রের নাম 'শুনঃশেপ'। ঐ দত্তক-পুত্রের দ্বারাই যাগ করিয়া, হরিশ্চন্দ্র, বরুণের নিকট হইতে 'ঔরসপুত্র দিবার' ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। (ক)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয়াধ্যায়ের পঞ্চমখণ্ডে দেখিতে পাই—যজ্ঞীয় পশুবন্ধন দারু হইতে মুক্ত হইয়া অজীগর্ত্ত পুত্র শুনঃশেপ, যজ্ঞের হোতা বিশ্বামিত্রের কোলে যাইয়া উঠিলেন। তখন অজীগর্ত্ত বলিলেন 'ঋষিবর! আমার পুত্র ফিরাইয়া দাও'—বিশ্বামিত্র বলিলেন 'কখনই নয়' 'প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ যখন এই শুনঃশেপকে, আমাকে দিয়াছেন, তখন, কিছুতেই আমি ইহাকে দিব না।" দেবতারা বিশ্বামিত্রকে দিয়াছিলেন বলিয়া শুনঃশেপের নাম হইল 'দেবরাত' অর্থাৎ দেবদত্ত বৈশ্বামিত্র। (খ)

(ক) 'পুত্রমামন্ত্রয়ামাস তথায়ং বৈ মহ্যং ত্বামদদাৎ, হন্ত ত্বয়া হ ম্বিমং যজা' ইতি স হ "ন" ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায়ারণ্যং অপতস্থৌ। ইতিহ ষষ্ঠং সংবৎসরং অরণ্যে চচার—সোহ[illegible] সৌযবসিং ঋষিং অশনয়া পরীতমরণ্যামুপেয়ায়, তস্যহ ত্রয়ঃ পুত্রা আসুঃ, শুনঃ-পুচ্ছঃ শুনঃ-শেপঃ শুনোলাঙ্গুল ইতি, তং হোবাচ, ঋষে! অহং তে শতং দদামি, এষামেকেনাত্মানং নিষ্ক্রীণা'ইতি, স জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিগৃহ্লাণ উবাচ—'ন্বিমামিতি' নো এবমিতি কনিষ্ঠং মাতা, তৌহ মধ্যমং সম্পাদয়াঞ্চক্রতুঃ। শুনঃশেপে তস্যহ শতং দত্ত্বা স তমাদায়, সোহরণ্যাদ্ গ্রামমিয়ায়, স পিতরমেত্য উবাচ—ততঃ হন্তাহমনেন আত্মানং নিষ্ক্রীণা ইতি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পৃ ৬৭—৭৩,

(সোসাইটী)

(খ) "অথহ শুনঃ শেপো বিশ্বামিত্রস্য অঙ্কমাসসাদ, সহোবাচাজীগর্ত্তঃ সৌযবসি ঋষে। পুনর্মে পুত্রং দেহীতি 'নেতি' হোবাচ বিশ্বামিত্রো দেবা বৈ বা ইমং মহ্যং অরাসতেতি স হ দেবরাতো বৈশ্বামিত্র আস" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ –৭—৩·৫।

তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও দত্তকসম্বন্ধে নিম্নলিখিতপ্রস্তাব দেখিতে পাই—'অত্রি অপত্য-লাভেচ্ছু ঔর্ব্বকে নিজের সন্তান পুত্ররূপে দান করিয়াছিলেন। তারপর অত্রি পুত্রহীন হইয়া শূন্যহৃদয়ে ভাবিয়াছিলেন যে, 'আমি পুত্র হারাইয়া নির্বীর্য্য অর্থাৎ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি আমার কার্য্য করিবার শক্তি ক্রমে লোপ পাইতেছে। পুত্রাভাবে ক্রমে অসার অকর্ম্মণ্য হইতেছি।' (ক)

রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে,—চূলি নামে এক ঋষির তপস্যা কালে, সোমদা নাম্নী একটী গন্ধর্ব্বকামিনী, সেবা-শুশ্রূষা-দ্বারা ঐ ঋষিকে প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একটী পুত্র চাহিয়া লইয়াছিল। (খ)

বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে পুত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যেও দত্তকের নাম দেখিতে পাই।—তিনি বলেন—ঔরস-পুত্র, পুত্রিকা-পুত্র, ক্ষেত্রজ-পুত্র, দত্তক-পুত্র, কৃত্রিম-পুত্র, গূঢ়জ-পুত্র ও অপবিদ্ধ-পুত্র ইহারা পিতার ধনের অধিকারী হয়। আর কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব,

---

(ক) 'অত্রিরদদাদৌর্ব্বায় প্রজাং পুত্রকামায়, সরিরিচানোঽমন্যত: নির্ব্বীর্য্যঃ শিথিলো যাতযামা'।

তৈত্তিরীয় সংহিতা, পৃ ২০৮ (মহীশূর),

(খ) 'তপস্যন্তং ঋষিং তত্র গন্ধর্ব্বী পর্য্যুপাসতে।
সোমদা নাম ভদ্রং তে উর্ম্মিলা তনয়া তদা॥
সা চ তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণ-পরায়ণা।
উপাসকালে ধর্ম্মিষ্ঠা তস্যাস্তুষ্টোঽভবদ্‌গুরুঃ॥
পরিতুষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা গন্ধর্ব্বী মধুরস্বরম্।
উবাচ পরমপ্রীতা বাক্যজ্ঞা বাক্যকোবিদম্॥
লক্ষ্ম্যা সমুদিতং ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং পুত্রমিচ্ছামি ধার্ম্মিকম্॥
তস্যাঃ প্রসন্নো ব্রহ্মর্ষির্দদৌ ব্রাহ্মণমুত্তমম্।
ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতং মানসং চূলিনঃ সুতম্॥

রামায়ণ।

স্বয়ংদত্ত ও নিষাদ পুত্র মাত্র পিতার গোত্র প্রাপ্ত হয়, ধনাধিকারী হয় না। (১)

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রেও দত্তক-পুত্রের কথার উল্লেখ আছে—তিনি বলেন মাতা এবং পিতার শোণিত এবং শুক্র হইতেই পুরুষের জন্ম হয়, অতএব তাহার জন্মের প্রধান নিমিত্ত জনকজননী। সেই পুরুষের প্রদান বিক্রয় এবং ত্যাগ বিষয়ে মাতা ও পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে।" (২)

মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু ১২ রকম পুত্রের কথা বলিয়াছেন, এই ১২ রকম পুত্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ছ'রকম পিতার গোত্র প্রাপ্ত হয় এবং ধনভাগী হয় সুতরাং তাহারা বান্ধব—উত্তরাধিকারসূত্রে বন্ধু। আর ২য় শ্রেণীর ছ'রকম পুত্র ধনের অধিকারী হয় না, সুতরাং তাহারা উত্তরাধিকারী নহে, তাহারা অবন্ধু। সেই ১২ রকম পুত্র যথা—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র। (৩)

---

(১) ঔরসং পুত্রিকাপুত্রং ক্ষেত্রজং দত্ত-কৃত্রিমৌ।
গূঢ়জং চাপবিদ্ধং চ রিক্থ-ভাজঃ প্রচক্ষতে॥
কানীনং চ সহোঢ়ঞ্চ ক্রীতং পৌনর্ভবং তথা।
স্বয়ন্দত্তং নিষাদং চ গোত্রভাজঃ প্রচক্ষতে॥

বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র, *P. 46.*

Hultzsch.

(২) "শোণিত-শুক্র-সম্ভবঃ পুরুষো ভবতি মাতা-পিতৃ-নিমিত্তকঃ। ১॥
তস্য প্রদান-বিক্রয়ত্যাগেষু মাতা-পিতরৌ প্রভবতঃ॥ ২॥

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র P. 44.

Anton Fuhrer.

(৩) পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
[illegible] ষড়্ বন্ধুদায়াদা ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভব তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥

মানবধর্ম্মশাস্ত্র, P. 202. J. Jolly.

যাজ্ঞবল্ক্য গৌণ এবং মুখ্য পুত্রের কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র ঔরস, পুত্রিকা-পুত্র, স্বগোত্র বা অন্যগোত্র দ্বারা স্বক্ষেত্রে সমুৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, গৃহে গোপনে উৎপন্ন পুত্রের নাম গূঢ়জ। কন্যকার গর্ভজাত ছেলের নাম কানীন, সে ছেলে মাতামহের হয়। অক্ষত বা ক্ষত বালিকার পুত্রের নাম পৌনর্ভব। মাতা এবং পিতা যাহাকে দান করেন, তাহার নাম দত্তক-পুত্র। মাতা এবং পিতা যাহাকে বিক্রয় করেন, সে ছেলেকে ক্রীত-পুত্র কহে। নিজে যাহাকে টেনে এনে পুত্র করা হয়, তাহার নাম কৃত্রিম। যে বালক নিজেই নিজেকে অন্যের নিকট দান করে তাহাকে স্বয়ন্দত্ত বলে। গর্ভিণী অবস্থায় বিবাহিত হইলে, সেই গর্ভিণীর ছেলের নাম সহোঢ়জ, পরিত্যক্ত পুত্র গ্রহণ করিলে, তাহাকে অপবিদ্ধ কহে। (১)

গৌতমও ধনাধিকারীর নামোল্লেখ করিবার সময় দত্তকের কথা বলিয়াছেন, যথা :—পুত্রের ভিতর ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ—ইহারাই ধনাধিকারী হয়। আর কানীন, সহোঢ়, পৌনর্ভব, পুত্রিকা-পুত্র, স্বয়ন্দত্ত এবং ক্রীতপুত্রগণ পিতার গোত্র প্রাপ্ত হয়। (২)

---

(১) ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকা-সুতঃ।
ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু স্বগোত্রেণেতরেণ বা ॥
গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্ন গূঢ়জস্তু সুতঃ স্মৃতঃ।
কানীনঃ কন্যকা-জাতঃ মাতামহসুতো মতঃ ॥
অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভব স্তথা।
দদ্যান্ মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥
ক্রীতস্তু তাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ংকৃতঃ।
দত্তাত্মা তু স্বয়ন্দত্তো গর্ভে বিন্নঃ সহোঢ়জঃ ॥
উৎসৃষ্টো গৃহ্যতে যস্তু সোঽপবিদ্ধো ভবেৎ সুতঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য, [illegible]37—38.
Mandalika.

(২) পুত্রা ঔরস-ক্ষেত্রজ-দত্ত-কৃত্রিম-গূঢ়োৎপন্নাপবিদ্ধা রিক্থ-ভাজঃ ॥ ৩২ ॥
কানীন-সহোঢ়-পৌনর্ভব-পুত্রিকাপুত্র-স্বয়ন্দত্ত-ক্রীতা গোত্রভাজঃ ॥ ৩৩ ॥

গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্র, P. 33.
Stenzler, (London)

অত্রিসংহিতায়ও দেখিতেছি ভগবান্ অত্রি, 'অপুত্র ব্যক্তির পুত্রপ্রতিনিধি কর্ত্তব্য' এই কথা বলিয়াছেন—তিনি আরও বলেন যে—'পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অবশ্যকরণীয় কার্য্য পুত্র ব্যতীত হয় না, সুতরাং অপুত্র ব্যক্তির পুত্রের প্রতিনিধি আগ্রহসহকারে অবশ্য কর্ত্তব্য।' (১)

প্রসিদ্ধ স্যাদারল্যাণ্ড সাহেবও এই কথা বলেন—'পুত্রের করণীয় শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদনের নিতান্ত আবশ্যকতাই পুত্রকরণের প্রতি মুখ্য কারণ; তদুপরেই হিন্দুদিগের পারলৌকিক সুখ নির্ভর করিতেছে, (অতএব) পুত্র-প্রতিনিধি-করণোন্মুখ ব্যক্তির ক্রিয়া-করণার্হ সন্ততিহীন হওয়া চাই। সন্ততিপদে পৌত্র প্রপৌত্রও বোধ্য।'

সাদারল্যাণ্ড সাহেবের সিন্‌প্‌সিস্—পৃঃ—৪৮, পর পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থাদর্পণ, পৃঃ ৮৫৫।

বিষ্ণু স্মৃতিতেও দেখি—দ্বাদশ পুত্রের নাম করিতে যাইয়া তিনিও দত্তকের নাম করিয়াছেন। (২)

দত্তকপুত্র বিষয়ে উপরে যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করা গেল, তাহা ছাড়া এই জাতীয় ভূরি ভূরি প্রমাণ ইচ্ছা করিলে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে, বোধ হয়, যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই প্রচুর।

যে গৃহে ঔরস পুত্র জন্মিত না, সেখানে দত্তক পুত্রের ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে সামাজিক অধিকার ঔরসপুত্র অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন ছিল না। গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর, পত্নী, দুহিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সন্নিকৃষ্ট

---

(১) "অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র-প্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদক-ক্রিয়াহেতো র্যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ॥

অত্রিসংহিতা—৫২।

(২) "অথ দ্বাদশ-পুত্রা ভবন্তি। * ।
"দত্তকশ্চাষ্টমঃ"।

বিষ্ণুস্মৃতি, PP. 62. 64.
J. Jolly.

বান্ধব জীবিত থাকিলেও দত্তক পুত্র নির্ব্বিবাদে তাহার সকল ধনের অধিকারী হইত। এখনও হয়। (ক)

ঔরস পুত্রের ন্যায় দত্তক পুত্রও রীতিমত, পিতার যাবতীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, যতদিন দত্তক পুত্র জীবিত থাকে, ততদিন তাহাকে প্রতিমাসে প্রতি বর্ষে, এমন কি প্রতি দিনে (খ) তাহার মৃত, প্রতিগ্রহীতা পিতার এবং তাঁহার পিতৃপিতামহগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি অনেক বিহিত কার্য্য করিতে হয়। ইহার অনুষ্ঠানে পুত্রগণের অশেষ মঙ্গল হয়। (গ)

(ক) ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্ ॥ মনু-৯-১৫৯ ॥
'ন ভ্রাতরো ন পিতরঃ পুত্রা ঋক্থহরাঃ পিতুঃ। মনু—৯—১৮৫।
'শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোঽভাবে যবীয়ান্ ঋক্থমর্হতি। মনু—৯—১৮৪।
"পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ"।
যাজ্ঞবল্ক্য।

'ঔরসং পুত্রিকা-পুত্রং ক্ষেত্রজং দত্তকৃত্রিমৌ।
গূঢ়জং চাপবিদ্ধঞ্চ ঋক্থ-ভাজঃ প্রচক্ষতে ॥
বৌধায়ন পৃঃ ৪৫ (Hultzsch).

(খ) অহন্যহনি যচ্ছ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।
বৈশ্বদেব-বিহীনং তৎ অশক্তাবুদকেন তু ॥
শ্রাদ্ধবিবেক, শ্রাদ্ধভেদপ্রকরণ।

(গ) 'আয়ুঃ পুত্রান্ যশঃ স্বর্গং কীর্ত্তিং পুষ্টিং বলং শ্রিয়ম্।
পশূন্ সৌখ্যং ধনং ধান্যং প্রাপ্নুয়াৎ পিতৃপূজনাৎ ॥
যম শ্রুতি, হেমাদ্রি পৃ ১০। (সোসাইটী)

অরোগঃ প্রকৃতিস্থশ্চ চিরায়ুঃ পুত্র-পৌত্রবান্।
অর্থবান্ অর্থভোগী চ শ্রাদ্ধকামো ভবেদিহ ॥
পরত্র চ পরাং পুষ্টিং লোকাংশ্চ বিপুলান্ শুভান্।
শ্রাদ্ধকৃৎ সমবাপ্নোতি যশশ্চ বিপুলং নরঃ ॥
দেবল শ্রুতি, ঐ।

হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপুরাণবচনে পাওয়া যায় যে, "সেই পুত্রই পুত্র, যে পুত্র পিতার জীবিতকালে নিরন্তর সকল কার্য্যে তাঁহার পদানুসরণ করে, এবং পিতা গতায়ু হইলে ভক্তি-সহকারে নানাবিধ শ্রাদ্ধের দ্বারা স্বর্গীয় পিতৃ-আত্মার তৃপ্তি সাধন করে।" (১)

ব্যাস বলেন—পিতৃ পিতামহদিগকে এবং মাতামহদিগকে শ্রাদ্ধের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃলোকের নিকট অঋণী হওয়া যায়, আর শ্রাদ্ধকারীর অক্ষয় স্বর্গলাভও হয়। (২)

আশ্বলায়ন বলেন—যে, যে ব্যক্তি একবার মাত্র পিতৃযজ্ঞ করিতে বিমুখ হয়, সে যদি অন্যান্য যজ্ঞও যথাবিহিত করে—তা'হলেও তাহাকে নরকে যাইতে হয়। (৩)

এ সকল অবশ্য করণীয় শ্রাদ্ধাদিকৃত্য না করিলে পরলোকে পুত্রকে

"অদ্য প্রভৃতি লোকেষু প্রেতানুদ্দিশ্য বৈ পিতৄন্।
যে তু শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি তেষাং পুষ্টির্ভবিষ্যতি॥
শ্রাদ্ধকালে তথান্নেন পিণ্ডনির্ব্বপণং তথা।
পিতৄণাং যে করিষ্যন্তি তেষাং পুষ্টির্ভবিষ্যতি॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বরাহবচনম্। ঐ।

(১) "স পুত্রঃ পিতরং যস্তু জীবন্তমনুবর্ত্ততে।
সংস্থিতং তর্পয়েদ্ভক্ত্যা শ্রাদ্ধেন বিবিধেন চ॥"
হেমাদ্রি—পৃ ৬৪ (সোসাইটী)

(২) "পিতৄন্ মাতামহাংশ্চৈব দ্বিজঃ শ্রাদ্ধেন তর্পয়েৎ।
অনৃণঃ স্যাৎ পিতৄণাস্তু ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥
হেমাদ্রি ৮৬। (সোসাইটী)

(৩) "পিতৃযজ্ঞমকৃত্বা তু পিত্রোরেকাহিকং যদি।
যজ্ঞান্ যঃ কুরুতে পঞ্চ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"
লঘু আশ্বলায়ন। স্মৃতি-সমুচ্চয়, পৃ ১৭৯ (আনন্দাশ্রম)

পুত্র ফিরাইয়া চাহিলেন। বিশ্বামিত্র দিলেন না। বলিলেন—দেবতারা আমাকে এই ছেলে দিয়াছেন, আমি দিব না।' তদবধি শুনঃশেপ দেবতাদের দত্ত বলিয়া "দেবরাত" অর্থাৎ দেবদত্ত এবং বিশ্বামিত্রের তনয় বলিয়া "বৈশ্বামিত্র" এই আখ্যা পাইলেন। (১)

বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে বলিলেন তুমি ইহার (অজীগর্ত্তের) পুত্র হইও না, এস, আমার পুত্র হইবে। শুনঃশেফ বলিলেন "হে রাজপুত্র (অর্থাৎ হে ক্ষত্রিয় তনয় !) তপস্যাপ্রভাবে তুমি যেমন, ক্ষত্রিয় হইয়াও, স্বজাতি-পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ, সেই প্রকার আমি অঙ্গিরা গোত্র হইয়াও যাহাতে সে গোত্র ত্যাগ করিয়া তোমার পুত্রত্ব-প্রাপ্ত হইতে পারি তাহা কর।

বিশ্বামিত্র রাজী হইলেন এবং বলিলেন, "এস শুনঃশেফ, এস, তুমি আমার পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হও আসিয়া। তোমার সন্তান সন্ততিই আমার বংশে শ্রেষ্ঠ হইবে। তুমি আমার যাবতীয় পারলৌকিক কার্য্য করিও, সেই জন্যই আমি তোমাকে পুত্ররূপে আহ্বান করিতেছি। (২) তখন ঈষৎ প্রলুব্ধ হইয়া শুনঃশেফ কহিলেন—তোমার পুত্রগণ একমত হইয়া আমাকে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করুন, কেননা তাহা হইলে

---

(১) "অথহ শুনঃশেফো বিশ্বামিত্রস্যাঙ্কমাসসাদ, সহোবাচাজীগর্ত্তঃ সৌযবসির্ঋষে পুনর্মেপুত্রং দেহীতি নেতি হোবাচ বিশ্বামিত্রো দেবা বাইমং মহ্যমরাসত ইতি স হ দেবরাতো বৈশ্বামিত্র আস"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পৃ ৮৬, ৮৭,

(২) সহোবাচ বিশ্বামিত্রো—মৈতস্য পুত্রোভূর্মমৈবোপেহি পুত্রতাম্ ইতি স হোবাচ শুনঃশেফ স বৈ যথা নো জ্ঞপয়া রাজপুত্র তথা বদ যথৈবাঙ্গিরসঃ সন্নুপেয়াং তব পুত্রতামিতি, স হোবাচ বিশ্বামিত্রো জ্যেষ্ঠোমেত্বং পুত্রাণাম্ স্যাস্তব শ্রেষ্ঠা প্রজাস্যাৎ উপেয়া দৈবং মে দায়ং তেন ত্বা উপমন্ত্রয় ইতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পৃঃ ৮৭।

এই জন্য শুনঃশেফের এই গোত্রত্যাগ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"পুরাত্মানং মৃগং বিপ্রঃ তপসা কৃতবানসি।

এবংমুনিজনঃ [illegible] বৈশ্বামিত্রযুগে। [illegible] ঐ পৃঃ ৯২।

ঐ সকল ভ্রাতার আমার সাথে সৌহার্দ্দ জন্মিবে। আর আমার পক্ষে অন্য রকম অনেক মঙ্গলও হইবে। অতএব হে ভরতর্ষভ বিশ্বামিত্র! তুমি যে আমাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে, তোমার সেই অনুগ্রহ তোমার এই পুত্রগণের সম্মুখে একবার প্রকাশ কর। তখন ঋষি অন্য সমস্ত পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন হে মধুচ্ছন্দঃ, ঋষভ, রেণু, অষ্টক প্রভৃতি আমার পুত্রগণ! তোমরা সকল ভাই একমত হইয়া শুন, এই শুনঃশেফের নিকট তোমরা কেহই জ্যেষ্ঠত্বাভিমান করিও না। অর্থাৎ ইহাকেই তোমাদের বড় বলিয়া মানিও। (১)

বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র ছিল, 'মধুচ্ছন্দাঃ' নামে তাঁহার আর একটী মধ্যম পুত্র ছিল; ঐ এক শত ছেলের পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দার বড়, আর পঞ্চাশ জন তাহার ছোট। প্রথম পঞ্চাশ জন, তাঁহাদের পিতার ঐ কথায় রাজী হইলেন না। বিশ্বামিত্রের কথা না রাখায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ-দিলেন—'হে জ্যেষ্ঠপুত্রগণ! তোমরা যেমন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, তেমন তোমরা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে চণ্ডালাদির ন্যায় অতীব নীচজাতিত্ব প্রাপ্ত হও।' তাহারা এই ভাবে অভিশপ্ত হইয়া অন্ধ্র প্রভৃতি দেশের আন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ, পুণ্ড্র ইত্যাদি হীনজাতিত্ব প্রাপ্ত হইল। বিশ্বামিত্র-বংশীয়গণের মধ্যে দস্যুই অধিক। মধুচ্ছন্দা নামক পুত্র কনিষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্রের সহিত একমত হইয়া-'শুনঃশেফকে' বলিলেন, 'হে শুনঃশেফ! আমাদের পিতা যে তোমাকে জ্যেষ্ঠত্ব-দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আমরা সকলে তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। আজ হইতে আমরা সকলে, তোমাকে, আমাদের জ্যেষ্ঠ বলিয়া মানিব। আজ হইতে, আমরা তোমার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব।' তখন বিশ্বামিত্র প্রীত হইয়া বলিলেন—'তোমরাই আমার প্রকৃত পুত্র। হে পুত্রগণ! তোমরা পশুমান এবং বীরবান্ হও। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর। তোমরা আমার মান রাখিয়াছ। হে মদীয় সন্তানগণ! এই আমার পুত্র দেবরাত (অর্থাৎ দেবতাগণ কর্ত্তৃক দত্ত) তোমাদের জ্যেষ্ঠ হইলেন।

(১) স হোবাচ শুনঃশেফঃ সজ্ঞাপানেষু বৈ ব্রূয়াৎ সৌহার্দ্দায় মে শ্রিয়ৈ যথাহং ভরতর্ষভ উপেয়াং তব পুত্রতাম্ ইত্যথ হ বিশ্বামিত্রঃ পুত্রানামন্ত্রয়ামাস মধুচ্ছন্দাঃ শৃণোত ন ঋষভো রেণুরষ্টকঃ যে কে চ ভ্রাতরঃস্থ ন্যাস্মৈ জ্যৈষ্ঠায় কল্পধ্বমিতি" ঐ পৃঃ ৮৮।

তোমরা ইহার অনুবর্ত্তী হইও। আমার ধনাদি এই দেবরাত যেমন পাইবেন, তোমরাও তেমনি পাইবে।' (ক)

উপরিলিখিত উপাখ্যানটী ভাল করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে, দত্তকপুত্র কিরূপে প্রাচীন হিন্দুসমাজে ঔরসপুত্রের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল, সে বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শুনঃশেফ আঙ্গিরস (অঙ্গিরাগোত্র) অজীগর্ত্তের ঔরসপুত্র ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র প্রথমতঃ তাহাকে অজীগর্ত্তের নিকট হইতে ক্রীতরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসপুত্র সত্ত্বেও তিনি এ প্রকার পুত্র লইতে বাধ্য হন, কারণ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে পুত্র বলিরূপে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। যখন তিনি এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র ছিল না—কিন্তু পুত্র হওয়ার পর তিনি তাঁহার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহাকেই তখন ঔরসপুত্রের পরিবর্ত্তে আর একটী পুত্র গ্রহণ করিতে হইল। কেননা দেবতাদের নিকট তিনি পুত্র দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন। এদিকে দেবতারাও হরিশ্চন্দ্রের পুত্রীকৃত পুত্রকে তাঁহার প্রকৃত ঔরসপুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত করিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র আবার দেবতাদিগের নিকট হইতে শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রকে পিতৃরূপে স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই চুক্তি করিয়া লইলেন যে, "হে বিশ্বামিত্র! তুমি রাজার কুলে জন্মিয়াও,

---

(ক) "তস্য হ বিশ্বামিত্রস্য একশতং পুত্রা আসুঃ। পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ, পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ, তদ্যে জ্যায়াংসো ন তে কুশলং মেনিরে, তান্ অনুব্যাজহরান্ 'তান্বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি, বৈশ্বামিত্রাঃ দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ, সহোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ—পঞ্চাশতা সার্দ্ধং,—'যন্নঃ পিতা সংজানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ং, পুরস্ত্বা সর্ব্বে কুর্ম্মহে, ত্বাং অন্বঞ্চো বয়ং স্মসী" তাথ হ বিশ্বামিত্রঃ প্রতীতঃ পুত্রাংস্তুষ্টাব। 'তে বৈপুত্রাঃ পশুমন্তো বীরবন্তো ভবিষ্যথ, যে মানং মেহনুগৃহ্ণন্তো বীরবন্তং অকর্ত্ত মাং, এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিতঃ। যুষ্মাংশ্চ দায়ং মে উপেতঃ"।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পৃঃ ৯৪, ৯৫ (সোসাইটী)।

নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া যেমন ব্রাহ্মণ হইয়াছ, সেইরূপ আমি আমার পৈত্রিক অঙ্গিরাগোত্র ছাড়িয়া তোমার গোত্র ও পুত্রত্ব যদি পাই, তবেই তোমার পুত্র হইতে রাজী আছি।”

“তথাস্তু” বলিয়া বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে সঙ্গে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কিন্তু বিশ্বামিত্র ঋষির গৃহে ঔরসপুত্রের অভাব ছিল না। মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহে ইতি পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহ এক শত সমর্থ “ষাটের বাছায়” (ঔরসপুত্রে) অলঙ্কৃত ছিল। তিনি সেই এক শত পুত্রের সম্মুখে শুনঃশেফকে দাঁড় করাইয়া বলিলেন—

“বৎসগণ! এই শুনঃশেফ আমার পরিগৃহীত পুত্র, অদ্য হইতে ইনি তোমাদিগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেন। তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাপ্য যাহাকিছু, আমার মৃত্যুর পর সে সকলই ইনি পাইবেন,এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই ন্যায় আমার দৈবধন অর্থাৎ পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী হইবেন।” বিশ্বামিত্রের শত পুত্রের মধ্যে বড় পঞ্চাশ ভাই ঐ শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বা ভাই বলিয়াই স্বীকার করিল না। অপর পঞ্চাশ জন অবিচলিত মনে পিতার আজ্ঞা শিরোধারণ করিল। বিশ্বামিত্র ঐ অবাধ্য পঞ্চাশ জন পুত্রকে শাপ দিলেন যে, “তোরা ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করার যোগ্য নহিস্, তোরা আন্ধ্রপ্রভৃতি হীন-জাতির দেশে যাইয়া তাহাদের ন্যায় হীন হইয়া থাক্”। সেই অবধিই বেদে প্রসিদ্ধ আছে যে, বিশ্বামিত্রের উদ্ধত তনয়গণ দস্যুবৃত্তি করিয়া অনার্য্য দেশে জীবন কাটাইত।

ঔরসপুত্র ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পুত্র হইতেই পারে না—এই জিদ্ বজায় রাখিতে গিয়া যে সকল বিশ্বামিত্র-পুত্রগণ, তাঁহাদের পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্রের দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশ্বামিত্রের শাপে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধ্রপ্রভৃতি অনার্য্য দেশে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বিতাড়িত পুত্রগণ সেই সকল অন্ধ্রপ্রভৃতি দেশে যে ঔরসপুত্র সম্বন্ধে নিজেদের ঐ জিদ্ বজায় রাখিবার বা সুদৃঢ় করিবার জন্য বংশ-পরম্পরা-ক্রমে চেষ্টা করিয়াছিলেন এ প্রকার অনুমান অস্বাভাবিক নহে। প্রত্যুত এ প্রকার অনুমানের সমর্থক প্রবল প্রমাণও আমরা দেখিতে পাই। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে দেখিতেছি যে অপত্যের

দান, প্রতিগ্রহ, ক্রয় বা বিক্রয় হইতেই পারে না (ক)। বেদে আছে যে পুত্র জন্মদাতার ভিন্ন অন্ত কাহারও হইতে পারে না (খ)। ইহার উদাহরণও বেদে আছে—যথা।—কোন সময়ে ক্ষেত্রজ-পুত্র প্রভৃতি পুত্র বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না এই বিষয় লইয়া এক বিচার হয়। তখন কোন ক্ষেত্রী পিতা, ক্ষেত্রজাদি-সন্তান পুত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে—এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচার করেন কিন্তু শেষে তিনি বিচারে পরাস্ত হন—এবং ঔরসপুত্রই পুত্র হইবে, অন্য কেহ হইবে না,—এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া এই কয়টী কথা বলেন—"এতদিন আমি আমাকে পুত্রের পিতা বলিয়া বিবেচনা করিতাম, আজ আমায় সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। এখন আমি পরপুরুষ-গামিনী স্ত্রীজাতির বিশেষ দোষ দেখিতেছি, তাহাদের উপর আমাদের অত্যন্ত ঘৃণা হইতেছে। যেহেতু ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ বলেন যে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদির দ্বারা পিতার পারলৌকিক উপকার ঔরসপুত্রই করিতে পারে। ক্ষেত্রজাদিপুত্রের ঐ সকল কার্য্যে অধিকার নাই। তাঁহারা আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, জনয়িতা পিতাই যমলোকে গিয়া-ঔরস পুত্রের প্রদত্ত পিণ্ডাদিভোগ করেন। এই কারণে পত্নীকে ব্যভিচার হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা উচিত। সুতরাং তোমরাও অপ্রমত্ত হইয়া, বিশুদ্ধ অর্থাৎ ঔরসপুত্র

(ক) "দানং ক্রয় ধর্ম্মশ্চ অপত্যস্য ন বিদ্যতে"
আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২য় প্রশ্ন, ৬ পটল ১৩শ খণ্ড,১০ম সূত্র,পৃঃ ২৯১।
(মহীশূর)।

এই সূত্রের উপর হরদত্তের উজ্জ্বলা বলেন,
দান-গ্রহণেন বিক্রয়ো গৃহ্যতে ত্যাগ-সাম্যাৎ।
ক্রয়-ধর্ম্ম ইতি চ প্রতিগ্রহস্যাপি গ্রহণং, ধর্ম্মগ্রহণাৎ
স্বীকার-সাম্যাচ্চ। অপত্যস্য দান-প্রতিগ্রহ-
ক্রয়-বিক্রয়া ন কর্ত্তব্যাঃ। (ঐ)

(খ) "উৎপাদয়িতুঃ পুত্র ইতি হি ব্রাহ্মণং"
আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২য় প্রশ্ন, ৬ পটল,
১৩শ খণ্ড, ৫ম সূত্র।

অত্র হরদত্ত—ন কেবলং ব্রাহ্মণমেব
বৈদিকী গাথা অত্র উদাহরন্তীত্যাহ। ঐ।

লাভের জন্য ব্যভিচার হইতে স্ব স্ব পত্নীকে রক্ষা করিবে। দেখিও যেন পরপুরুষগণ তোমাদের ক্ষেত্রে কোনও রূপ বীজ বপন না করে। যেহেতু ঔরসপুত্রই পিতার পারলৌকিক কার্য্য করিতে পারে। ক্ষেত্রজ-পুত্র দ্বারা কোনই লাভ হয় না। তাহা সর্ব্বথা ব্যর্থ (ক)।" ঠিক এই একই কথা বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় (খ)। কিন্তু আপস্তম্ব হইতে বৌধায়নের বিশেষ এই যে, আপস্তম্ব একেবারেই ঔরসেতরকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই, আর বৌধায়ন "ঔরসেতর পুত্র হইতে পারে না" এই বিষয়ে এই উপরি লিখিত প্রাচীন মতের উল্লেখ করিয়াও নিজে কিন্তু ঔরসেতর পুত্র স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহাদের দায়াধিকারেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন (গ)। বৌধায়ন এবং আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র অন্ধ্র প্রভৃতি দক্ষিণ দেশেই প্রচলিত।

(ক) অত্রাপ্যুদাহরন্তি

"ইদানীমেবাহং জনকঃ স্ত্রীণামীর্ষ্যামি নো পুরা।
যদা যমস্য সাদনে জনয়িতুঃ পুত্রমব্রুবন্॥
রেতোধাঃ পুত্রং নয়তি পরেত্য যমসাদনে।
তস্মাদ্ভার্য্যাং রক্ষন্তি বিভ্যন্তঃ পররেতসঃ।
অপ্রমত্তা রক্ষথ তন্তুমেতং মা বঃ ক্ষেত্রে পরবীজানি বাপ্সুঃ।
জনয়িতুঃ পুত্রোভবতি সাম্পরায়ে
মোঘং বেত্তা কুরুতে তন্তুমেতম্॥"

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র ২প্র, ৬প, ১৩খ ৬সূত্র। (মহীশূর)

(খ) ইদানীমহমীর্ষ্যামি স্ত্রীণাং জনক! নো পুরা।
যতো যমস্য সদনে জনয়িতুঃ পুত্রমব্রুবন্॥
রেতোধাঃ পুত্রং নয়তি পরেত্য যম-সাদনে।
তস্মাৎ ভার্য্যাং রক্ষন্তি বিভ্যন্তঃ পররেতসঃ॥
অপ্রমত্তা রক্ষথ তন্তুমেতং
মাবঃ ক্ষেত্রে পর-বীজানি বাপ্সুঃ।
জনয়িতুঃ পুত্রো ভবতি—সাম্পরায়ে
মোঘং বেত্তা কুরুতে তন্তুমেতম্॥ বৌধায়ন p. 46. Hultzsch.

(গ) ঔরসং পুত্রিকাপুত্রং ক্ষেত্রজং দত্তকৃত্রিমৌ।
গূঢ়জং চাপবিদ্ধঞ্চ রিক্থভাজঃ প্রচক্ষতে॥
কানীনং চ সহোঢ়ং চ ক্রীতং পৌনর্ভবং তথা।
স্বয়ং দত্তং নিষাদং চ গোত্র-ভাজঃ প্রচক্ষতে॥ (ঐ)

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বৌধায়ন ও আপস্তম্ব অন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন, এবং খুব সম্ভব সেই দেশেরই সেই সময়ে প্রচলিত ধর্ম্ম ব্যবস্থা সকল নিজ নিজ সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন (১)।

---

(1) According to the Brahmanical tradition which is supported by a hint contained in the Dharmasutra and by information derivable from inscriptions and the actual state of things in modern India the Apastambyas belong to the southern India, and their founder probably was a native of or resided in the Andhra country. The existence of this tradition, which to the present day prevails among the learned Brahmanas of Western India and Benares may be substantiated by a passage from the above mentioned commentary of Karanavyuha (I) which though written in Barbarous Sanskrit, and of quite modern origin, possesses a great interest, because its description of the geographical description of the vedas and vedic schools is not mentioned elsewhere. See Intr. Apastambya, G. Buhler.

S. B. E. Vol. II. p. xxxi.

Karana Vyuha Bhasya :—

ইতর-দেশেষু বেদশাখয়োর্বিভাগ উচ্যতে, স চ মহার্ণবে—
"পৃথিব্যা মধ্যরেখা চ নর্ম্মদা পরিকীর্ত্তিতা।
দক্ষিণোত্তরয়োর্ভাগে শাখা ভেদাশ্চ (যশ্চ) উচ্যতে॥
নর্ম্মদা দক্ষিণে ভাগে আপস্তম্ব্যাশ্বলায়নী।
রাণায়ণী পিপ্পলা চ যজ্ঞকন্যা বিভাগিনঃ॥
মাধ্যন্দিনী শাঙ্খায়নী কৌথুমী শৌনকীতথা।
নর্ম্মদোত্তরভাগে চ যজ্ঞকন্যা-বিভাগিনঃ॥
তুঙ্গা কৃষ্ণা তথা গোদা সহ্যাদ্রিশিখরাবধি।
আন্ধ্রদেশ পর্য্যন্তং বহ্বৃচশ্চাশ্বলায়নী॥
উত্তরে গুর্জ্জরে দেশে বহ্বৃচঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৌষীতকী ব্রাহ্মণক শাখা শাঙ্খায়নী স্থিতাঃ॥
আন্ধ্রাদি দক্ষিণাগ্নেয়ী গোদা সাগর আবধি।
যজুর্ব্বেদস্ত তৈত্তিরীয়া আপস্তম্বী প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

Besides the interesting tradition which asserts that Madhava Sayana the great commentator of the vedas was a Baudhayaniya is another point which may be brought forward as evidence for the location of the school in southern India. Further it must not be forgotten that most of the best Mss. of Bodhayana's sutras are found in Southern India. There are, also some faint indications that the Andhra country is the particular district to which Bodhayana belonged.

Bodhayana S. B. E. Vol. XIV.
G. Buhler
Intro. xlii. xliii.

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও বিতাড়িত হইয়া তাঁহার পুত্রগণ অন্ধ্র প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঔরসপুত্র ব্যতীত অন্য কোনও রকম পুত্রের সত্ত্বাই তাঁহারা মানিতেন না, কেন না, মানিতেন না বলিয়াই তাঁহারা পিতৃত্যক্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় সেই দেশে, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের বংশপরম্পরাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ঔরসেতর-পুত্রের অগ্রাহ্যত্ব-মত যে, সেই অন্ধ্রদেশবাসী আপস্তম্ব এবং বৌধায়ন তাঁহাদের নিজের নিজের সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন এ প্রকার অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে (1)

পঞ্চম অধ্যায়।

দত্তক বিষয়ে প্রতীচ্য দেশের প্রাচীন নিয়ম।

সুতরাং দত্তক-পুত্রকে ঔরসপুত্রের স্থান অধিকার করিতে যে বহু সময় ও অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করিতে আমরা কোনও প্রকার বাধা দেখিতে পাই না।

মানুষ সকল দেশেই সমান। তাঁহাদের আচার ব্যবহারে দেশ কাল গত কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও পুত্রপৌত্রাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে মানুষের মনোবৃত্তি দেশ ও কালভেদে বড় একটা পৃথক হয় না।

এই দত্তকাদি বিষয় লইয়া যে সকল সামাজিক ব্যাপার আমরা আমাদের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছি, প্রাচীন গ্রীস্ রোম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে ঐ প্রকার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

---

(1) The Aitareya Brahmana gives the names of certain degraded barbarous tribes and among them that of the Andhras, (Aitareya Brahmana VII. 18) in whose country as has been shown the Apastambiyas probably originated.

Apastamba, S. B. E. Vol. II.
G. Buhler
Intr. p. xxxv.

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে তথায়ও ঔরসপুত্রের অভাব হইলে তাহার স্থানে এদেশের ন্যায় দত্তক লওয়া হইত (ক)। দত্তক গ্রহণের পর ঔরসপুত্র জন্মিলে, হিন্দুদের ন্যায় গ্রীস দেশেও ঔরস এবং দত্তক-পুত্রের পিতৃধনে সমান অধিকার হইত (খ)। আপদে পড়িয়া জন্মদাতা পিতা নিজের পুত্রকে পরের পুত্ররূপে দিতে গ্রীসেও বাধ্য হইতেন (গ)। গ্রীসেও হিন্দুদিগের ন্যায় দত্তক লইবার সময় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী সকলকে সমবেত করিয়া তাহাদের সম্মুখে উৎসব করিতে হইত। দত্তকপুত্র যে কেবল প্রতিগ্রহীতৃ পিতার ধনভাগী মাত্র হইত তাহা নহে—ঔরসপুত্রের ন্যায় তাহাকেও পিতৃ-পিতামহগণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া প্রভৃতি করিতে হইত। গ্রীসেও এমন ছেলে দত্তক লওয়া হইত যে, যাহাদ্বারা প্রতিগ্রহীতা পিতার সমাধিস্থলে

(ক) অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদক-ক্রিয়া-হেতোর্নাম-সঙ্কীর্ত্তনায় চ॥

"Among the Athenians any citizen could adopt, not having at the time a legitimate son."

Strange's Hindoo Law Vol. I. p. 91.

"All they, who thought their end approaching, took a provident care that their families might not become extinct ; and if they have no heirs by birth, yet they left sons at least by adoption."

Isaeus, 6th Speech.
Sir William Jone's works
Vol. IX. p. 344.

(খ) জাতেষ্বপ্যথ পুত্রেষু দত্তপুত্র-পরিগ্রহাৎ।
পিতা চেদ্বিভজেদ্বিত্তং নৈব জ্যেষ্ঠাংশভাগ্‌ভবেৎ॥

দত্তকমীমাংসা, (মধুসূদন) পৃ ১১২।

"An after born son, and a previously adopted one, become co-heirs."

Strange Hindu Law Vol. I. p. 90.

(গ) মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতি-সংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥

মনু।

"Distress led the natural parent to part with his child ——— "

Strange's Hindu Law, Vol, I. P. 90.

সকল প্রকার ধর্ম্মকৃত্য সাধিত হইতে পারে,যাহা দ্বারা প্রতিগ্রহীতার বংশ সুর-
ক্ষিত হইতে পারে ও যাহার দ্বারা প্রতিগ্রহীতার নাম রক্ষা হইতে পারে (ক)।

প্রাচীন গ্রীসের বড় আদালতে এক সময়ে একটা খুব বড় মোকদ্দমা হইয়াছিল। মোকদ্দমার কারণ, এক জন তাহার ভগিনীর পুত্রকে দত্তক লইয়াছিল। এদিকে তাহার রক্ষিতা একটী রমণীরও একটী পুত্র ছিল। সেই ছেলের সঙ্গে ঐ দত্তকের যে মামলা হয়, তাহার মধ্যেও দেখিতেছি গ্রীক্ব্যবহারাজীব-চূড়ামণি Isaeus স্বীকার করিতেছেন যে, 'দত্তক-পুত্রকে প্রতিগ্রহীতা পিতার পারলৌকিক কার্য্য সকল করিতে হয়। সুতরাং এ অসতী রমণীর গর্ভজাত সন্তান তাহার অধিকারী হইতে পারে না' (খ)।

আমাদের প্রাচীনকালে যেমন ঔরসপুত্র থাকিতে দত্তক লওয়ায় বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার পুত্রগণের বিরোধ হইয়াছিল, গ্রীসদেশেও সেই অতীব প্রাচীনকালে, ঔরসপুত্র থাকিতে দত্তক লওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ

(ক) পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় রাজনি চ নিবেদ্য নিবেশনস্য মধ্যে।
ব্যাহৃতিভিঃ হুত্বা অদূর-বান্ধবং বন্ধুসন্নিকৃষ্টমেব প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ॥

Vasistha Dharmasastra A. A. Fuhrer p. 44.

"It is remarkable that the ceremony was attested as among the Hindus, by presences of relatives, frends and neighbours; and that the custom itself had for its objects, as with them, not only the preservation of families, (against the extinction of which the Archon was by public and common law commanded, if necessary, to provide) but the due celebration also of the funeral rites of the adopter, and his ancestors ;—the design of the appointment by the last occupier of an estate, being expressed to be, to have a son, who might perform holy rites at his tomb, preserve his race and by transmitting his name to a perpetual chain of successors, confer on him a kind of immortality."

(Commentary on Isaeus p. 193 [344]).

This appears every where in the Speeches of Isaeus from which principally, as translated by Sir william Jones, the above summary has been extracted.

Strange's Hindu Law, Vol I p. 92.

(খ) "You must then consider, Judges, whether a son of this woman should succeed to the estate of Philoctemon and perform holy ceremonies at his tomb, or the son of his own sister, whom he had himself adopted" ;—

Isaeus, Speech V, p. 161. Sir W. Jones's Works Vol IX.

মোকদ্দমা হইত। আমাদের দেশে এখনও ঐ প্রকার দত্তক যদি কেহ লয়েন, তবে তাহাও অসিদ্ধ হয় (ক)।

প্রাচীন রোমের ইতিহাসেও দেখিতে পাই যে—"ঔরস-পুত্রের অভাব হইলে—তাহার স্থানে দত্তক লইতে হইত। যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে দত্তক গ্রহণের সময়, আত্মীয় বর্গের সম্মুখে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির সাক্ষাতে হোমাদি করিয়া দত্তক লইতে হইত (খ) রোমেও ঠিক এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। তবে রোমে হোম না হইলেও পুরোহিতের কাছে দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়কেই উপস্থিত হইয়া উভয়ের দান এবং প্রতিগ্রহণ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইত। প্রতিগ্রহীতৃ-কুলের ধর্ম্মকার্য্য বা পারলৌকিক কার্য্য দত্তকের দ্বারা কতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা পুরোহিতের সম্মুখে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিতে হইত। এই পবিত্র কার্য্যের মধ্যে কোনও প্রকার মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা আছে কি না—তাহা পুরোহিতকে ভাল করিয়া দেখিতে হইত। আর এই দত্তক গ্রহণে দাতার বা প্রতিগ্রহীতার কোনও রকম অসম্মান হইতে পারে কি না তাহাও ভাবিতে হইত। (গ)

আমাদের দেশে যেমন দ্ব্যামুষ্যায়ণ দত্তক ছিল (অর্থাৎ শুদ্ধদত্তকস্থলে যেমন দত্তকপুত্র প্রতিগ্রহীতারই পুত্র হইয়া থাকে, তাহার জনক-পিতার

(ক) "Now, Judges, consider first what could have induced our father, to invent a falsity, and to take by adoption a son, whom he had not by nature; for you will find, that all adoptions are made by men, who either have no children lawfully born, or are compelled by their poverty to adopt some wealthy foreigners, from whom they expect a pecuniary acknowledgement for the benefit conferred on them by making them citizens of Athens; but our father had neither of these motives; for we two are his legitimate sons, so that he could not have been in want of an heir; nor had he any need of support from this adopted son, since he possessed a handsome competence of his own; –

Isaeus, Fragments, Sir W. Jones's Works Vol. IX. p. 251.

(খ) পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় রাজনি চ নিবেদ্য নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতিভির্হুত্বা অদূরবান্ধবং বন্ধু-সন্নিকৃষ্টং এব প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। বশিষ্ঠ-ধর্ম্মশাস্ত্র P. 44 (Fuhrer).

(গ) "From Greece, the practice found its way, through the Decemvirs, to Rome, the end and conditions of it there are explained by Cicero in his speech for the restitution of his Palantine House, in which he has occasion to arraign and question the adoption of Coldius, by shewing, in opposition to it, in all its particulars; (to transcribe the acount given by Middleton) "that the sole end of

সঙ্গে কোনও রকম ঐহিক বা পারত্রিক সম্বন্ধ থাকে না, দ্ব্যামুষ্যায়ণ দত্তক হলে দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই পুত্র হইত। সে পুত্র উভয়েরই ধনাধিকারী ও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী হয় (১) আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন রোমেও এই প্রকার দ্ব্যামুষ্যায়ণ দত্তক প্রচলিত ছিল। তবে বিশেষ এই যে—রোমে পূর্ব্বে শুদ্ধ দত্তকমাত্র ছিল, তার পর জাষ্টিনিয়ান আইন করেন যে—"ঐ প্রকার শুদ্ধদত্তক ঠিক নহে—ঐ দত্তক জনক-কুলেই বাস করিবে। তবে ঐ প্রকার দত্তক দেওয়ায় লাভ হইল এই যে, ঐ ছেলে—প্রতিগ্রহীতৃকুলের দায়াদির অধিকারী ও হইবে।" (২)

এদেশে যেমন দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিতে হইলে, দত্তক-পুত্রকে ঔরস-পুত্রের সদৃশ হওয়া আবশ্যক, ঔরসপুত্রের বিসদৃশ পুত্রের দত্তকরূপে গ্রহণ শাস্ত্রানু-

---

adoption, which the law acknowleged, was to supply the want of children, by borrowing them, as it were, from other families ; that it was an essential requisite of it, that he who adopted should have no children of his own, nor be in condition to have any ; that the parties concerned should be obliged to appear before the parties in order to signify their consent, the cause of the adoption, the circumstances of the families interested in it, and the nature of their religious rites ; so that the priests might judge of the whole, and see that there was no fraud nor deceit in it, nor any dishonour to any family or person concerned. (1)

"Life of Cicero, sect, vi, vol p. 358. Ed. 1818." Strange's H. L. P. 92.

(১) "অথ দত্তকক্রীত-কৃত্রিম-পুত্রিকা-পুত্রাঃ পর পরিগ্রহেণ আর্ষেণ যেহত্রজাতাস্তেহসঙ্গত-কুলীনা দ্ব্যামুষ্যায়ণা ভবন্তি" ইতি পৈঠীনসিঃ—

"অসঙ্গতকুলীনা"—দাতৃপ্রতিগ্রহীত্রোরুভয়োরেব কুলেস্থিতাঃ, দত্তকশিরোমণি পৃঃ ১৭৮, (ভরত)

"যে শ্রাদ্ধে কুর্য্যাৎ একশ্রাদ্ধে বা পৃথগমুদ্দিশ্য একপিণ্ডে বা দ্বৌ অনুকর্ত্তয়েৎ—প্রতিগ্রহীতারং চোৎপাদয়িতারং"। সাঙ্খ্যায়ন-প্রবরাধ্যায়। দত্তকশিরোমণি। (ভরত) পৃঃ ১৭৭, এবং বাচস্পত্য—পৃঃ ৩৪৪২।

(২) Originally a person adopted or arrogated was in the potestas of the person adopting or arrogating, exactly as if he had been so by birth, and was not any way protected against him ; but Justinian entirely altered the law as to *adoptio*, and under his legislation (unless the adopter was an ascendant paternal or maternal of the adopted, in which case the rules of the Old Law operated) the person adopted did not pass at all into the family of the adopter, but remained in his natural family ; and the only effect of adoption was to give the adopted a right of succession to the adopter if intestate.

Justinian, (on adoption) by Sandars. p. 512.

মোদিত নহে, (ক) প্রাচীন রোমেও ঠিক এই প্রকার ছিল। যে ছেলে প্রতি-গ্রহীতার ঠিক ঔরস-পুত্রের ন্যায় না মানাইবে, সেরূপ পুত্র রোমেও অগ্রাহ্য ছিল। প্রাচীন রোমেও নিয়ম ছিল যে প্রতিগ্রহীতার বয়ঃক্রম দত্তকপুত্র হইতে অন্যূন ১৮বৎসর বেশী হওয়া চাই। কেন না তাহা হইলে মানান সই হয়। (খ)

প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের দত্তকপুত্র সম্বন্ধে যে কয়টী উদাহরণ উপরে দেখান হইল, একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পার যায় যে, এ দেশের ন্যায় ঐ সকল দেশেও ঐহিক এবং পারত্রিক এই উভয় বিধ উপকার পাইবার জন্যই দত্তকপুত্র গৃহীত হইত। আমাদের দেশে যেমন শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা মৃতব্যক্তির উপকার করা দত্তকপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য—সেই প্রকার প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও মৃতব্যক্তির কবরের উপর নিয়মিত দিনে ফুলের মালা প্রভৃতি দিলে মৃতব্যক্তির পরলোকে উপকার হয়, এই প্রকার বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল বলিয়া দত্তকপুত্রের ঐ সমুদয় কার্য্য করিতে হইত। (ঐ সমুদয় মাল্য-দান প্রভৃতি কার্য্যগুলিকে সার উইলিয়ম জোন্‌স প্রভৃতি অধ্যাপকগণ—"Religious rites" এই প্রকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইহা আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত তাঁহাদের সন্দর্ভে দেখাইয়াছি।)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দত্তকের পারলৌকিক উপকারিতা।

তাই বলিতেছি—যে—পারলৌকিক উপকার লাভের বদ্ধমূল আশাতেই এদেশের ন্যায় গ্রীস্ ও রোম প্রভৃতি দেশেও ঔরসপুত্র-হীন ব্যক্তি দত্তকপুত্র

(ক) অঙ্গাদঙ্গেভ্যঃচং জপ্তা আঘ্রায় শিশুমূর্দ্ধণি।
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য পুত্রচ্ছায়াবহং সুতম্॥ বৃদ্ধগৌতম

দত্তকমীমাংসা পৃঃ ৯৮। (মধুসূদন)

(খ) "The chief rule as to the capacity of adoptipg is that adoption, is said, to imitate nature, and therefore the adopter must be eighteen years at least older than the adopted, so as to permit physically of his having been the natural father."

Justinian, P. 512.

গ্রহণ করিত। এদেশের ন্যায় গ্রীস এবং রোমেও দত্তকপুত্র প্রতিগ্রহীতার দায়াদি ঐহিক সম্পত্তিতে এবং কবরে মাল্যাদিদানরূপ পারলৌকিক কার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হইত। প্রতিগ্রহীতার সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা সকলই তাহাকে ভোগ করিতে হইত। কোনও প্রকারেই সে ঔরসপুত্র হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইত না। (ক)

দত্তকপুত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যাহা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি—সে সকলের দ্বারা, আমার বিবেচনায়, ইহা বেশ স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, অতীব প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে যে দত্তক পুত্র পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, দত্তক পুত্রের দ্বারা প্রতিগ্রহীতার ও তদীয় পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণের পারলৌকিক উপকার সাধন। কোন্ প্রকার পারলৌকিক উপকার কাহার দ্বারা সাধিত হইবে, ইহা জানিবার একমাত্র পথ শাস্ত্র। শাস্ত্রীয়বিধি ব্যতিরেকে 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ পরলোক বিষয়ে জানিবার অন্য কোনই উপায় নাই। সুতরাং দত্তকপুত্রের দ্বারা আমাদের যে পারলৌকিক উপকার সাধন হয়, ইহাও শাস্ত্র বিনা অন্য উপায়ে জানিবার সাধ্য নাই। এই জন্যই দত্তকপুত্র গ্রহণ শাস্ত্র-বিহিত বলিয়া হিন্দুসমাজে প্রচলিত। যাঁহারা কেবল দৃষ্ট উপকার—অর্থাৎ শুধু ঐহিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য দত্তকপুত্র গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করেন এবং দত্তকপুত্রের দ্বারা পারলৌকিক উপকার সাধনের চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলির উপর যে কেন আস্থা স্থাপন করেন না, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য (খ) এ বিষয়ে যথাস্থানে আমাকে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে। সুতরাং আপাততঃ আমরা দত্তকপুত্রের সামাজিক এবং পারলৌকিক উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক পুত্রস্থলে দত্তকগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, এই প্রকৃত বিষয়ের অনুশীলনের জন্য অগ্রসর হইতেছি।

(ক) Both at Athens as we learn from Isaeus, and at Rome, as A. Gellius informs us, an adopted son acquired all the rights, both Sacred and Civil, and succeeded to all the advantages and burdens, of the new family into which he was introduced; nor was he considered in any other light than that of a son by nature born in lawful wedlock;— * * * *

Isaeus, Sir W. Jones's Work Vol IX P. 347.

(খ) Law of adoption, by G. C. shastri PP. 3—25.

সপ্তম অধ্যায়।

একপুত্রের দত্তকত্ব।

'এক পুত্রের স্থলে দত্তক অসিদ্ধ হয় না। ঐ স্থলে যদি কোনও প্রকার দোষ থাকে, তবে সেই দোষ দাতারই জন্মে, গ্রহীতার নহে।'—এই কথা যাঁহারা বলেন, এবং তাঁহাদের ঐ প্রকার মতের অনুকূল বলিয়া তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমি তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। মিতাক্ষরা,—যাজ্ঞবল্ক্য নিজে একপুত্র বিষয়ে কোনও কথা বলেন নাই। কিন্তু মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্যের দত্তক-লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন—'মনু বলেন যে,—'আপৎকালে মাতা বা পিতা হোমাদি অনুষ্ঠান সহকারে যে পুত্র দান করেন, তাহারই নাম দত্তকপুত্র।' এস্থলে 'আপদ' এই পদের উল্লেখ আছে বলিয়া নিরাপৎকালে দত্তক দিতে নাই। যিনি দান করিবেন, তাঁহার পক্ষে এই প্রতিষেধ। এক পুত্রও দিতে নাই। কেন না বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—'এক পুত্রের কদাচ দান করিবে না বা গ্রহণও করিবে না।' আর অনেক পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠপুত্র দিতে নাই। কেন না প্রথমপুত্র জন্মিবামাত্রই মানব পুত্রী এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আর সেই বড় ছেলেই পিতার পুত্রোচিত যাবতীয় পারলৌকিক কার্য্য করিতে মুখ্য—অর্থাৎ প্রধান অধিকারী।' (ক)

উপরি লিখিত মিতাক্ষরা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বালম্ভট্ট বলেন "যখন আপদ্ নাই তখন দিলে দাতার দোষ হয়, এই কথা বলায়, প্রতিগ্রহীতার ওরূপ ক্ষেত্রে কোনও দোষ হয় না বুঝিতে হইবে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, ওরূপ করিলে অর্থাৎ আপৎ-শূন্যকালে দান করিলে দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা এই উভয়ের দোষ হয় না। শৌনকও বলেন, যাহার একপুত্র, সে দান করিবে

(ক) "যথাহ মনুঃ—মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি। সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ। ইতি। আপদ্ গ্রহণাৎ অনাপদি ন দেয়ঃ। দাতুরয়ং প্রতিষেধঃ। তথা একপুত্রো ন দেয়ঃ। নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং ইতি বশিষ্ঠস্মরণাৎ। তথা অনেকপুত্র-সদ্ভাবেঽপি জ্যেষ্ঠো ন দেয়ঃ। 'জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।' ইতি তস্যৈব পুত্র-কার্য্যকরণে মুখ্যত্বাৎ।'

মিতাক্ষরা—ব্যবহারাধ্যায় ১৩০ শ্লোক পৃঃ ১৮৫; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ। (ঘোষে)

না। যাহার বহুপুত্র, সেই সযত্নে পুত্র দান করিবে। এই শৌনক বচনে—"একপুত্র স্থলে দিবে না"—এটী নিষেধ বিধি। এই প্রথম চরণের অর্থ দ্বারাই বুঝা যায় যে, যাহার বহু পুত্র আছে, সে দিতে পারে; তবুও যে "যাহার বহু পুত্র আছে সে দিতে পারে," এরূপ বলা হইয়াছে ইহা মাত্র ঐ প্রথম চরণের দ্বারা "বহু পুত্র থাকিলে দেওয়া যায়" এই যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহারই অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি মাত্র। ওটী বিধি নহে। কেন না বিধি হইলে, যাহার বহু পুত্র আছে, সে যদি পুত্র না দেয়, তাহা হইলে বিধি না মানা জন্য তাহার দোষ হইতে পারে।" (ক)

মিতাক্ষরার এই স্থলের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী কি বলিতেছেন দেখা যাউক। (খ) (বলিয়া রাখা ভাল যে গোলাপ বাবু "এক পুত্র স্থলে দত্তক সিদ্ধ হয়" এই মতেরই পোষক)।

"মিতাক্ষরা সমগ্রভারতেই অতি প্রামাণিক বলিয়া-সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে স্বীকৃত। কিন্তু বঙ্গদেশে শুধু দায়ভাগের যে যে মতের সহিত মিতাক্ষরার মিল নাই, সেই সেই স্থলে দায়ভাগেরই প্রাধান্য। বঙ্গীয় স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জীমূতবাহন কিন্তু আমাদের আলোচ্য "একপুত্রের দত্তকত্ব" বিষয়ে একেবারেই নীরব; তাহা হইলেও আলোচ্য "একপুত্র" বিষয়ে মিতাক্ষরার মতই ভারতের সর্ব্বত্রের স্বীকার্য্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আর এ কথাও যুক্তি দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, জীমূতবাহন যখন "একপুত্রের দত্তকত্ব নিষেধক ঋষিবচন সমূহের সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, তখন তিনি ঐ সকল বচনের আইন অনুসারে (in a legal point of view) কোন মূল্যই আছে বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

(ক) "দাতুরিতি"—'অনাপদীত্যাদি' ন প্রতিগৃহীতুরিত্যর্থঃ। তথাচ তথাকরণে ন উভয়োর্দোষঃ ইতি ভাবঃ।

শৌনকোঽপি 'নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ' ইতি। তত্র নৈকেতি নিষেধবিধিঃ। ততোঽর্থলব্ধার্থানুবাদকমুত্তরার্দ্ধম্। নতু সোঽপি বিধিঃ। তথা সতি—তদদানে দোষাপত্তেঃ।"

বালম্ভট্টী, সংস্কৃত কালেজ, Ms. no 560.

(খ) Hindu Law of Adoption pp. 286—

"দত্তক-পুত্র সম্বন্ধে মনুবচনের উল্লেখ পূর্ব্বক মিতাক্ষরা বলেন (ক) আপদ্ শব্দে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, 'আপদ ব্যতীত পুত্র দান উচিত নহে' এই যে নিষেধ ইহা যিনি দান করেন, তাঁহারই পক্ষে। সেই প্রকার একপুত্রও দেওয়া উচিত নয়। কেন না বশিষ্ঠ বলেন—"কেহ একপুত্রের দান করিবে না বা একপুত্রের গ্রহণও করিবে না।

"ঐ প্রকারে, একাধিক পুত্র বিদ্যমান থাকিলেও প্রথম উৎপন্ন পুত্র প্রদত্ত হওয়া উচিত নহে; কেন না ঐ প্রথম পুত্রই প্রধানতঃ পিতার পুত্রের স্থান পূরণ করিয়াছে—যেহেতু মনু বলেন "জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিবা মাত্রই পিতা পুত্রী অর্থাৎ পুত্রের পিতা হয়েন"।

"এই স্থলে তিনটি নিষেধই একই প্রকার কথা দ্বারা (ন দেয়ঃ) প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং পরের দুইটী নিষেধ প্রথম নিষেধটীর সহিত "সেই ভাবে" (তথা ন দেয়ঃ) এই শব্দের দ্বারা অন্বিত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই তিনটী নিষেধই একরকমের। এখন ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঐ প্রথম নিষেধক বাক্যটী একটী ধর্ম্মের বন্ধন মাত্র। কেন না তার পরেই বেশ স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, "ঐ নিষেধ শুধু দাতার পক্ষে"। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ঐ নিষেধে প্রতিগ্রহীতার কিছুই আসে যায় না। অতএব ঐ প্রকার দান আইন অনুসারে সিদ্ধ।

"তাহা হইলে ইহাও স্থির যে ঐ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নিষেধও প্রথম নিষেধের ন্যায়, কেননা "সেই প্রকার" (তথা) শব্দের দ্বারা যে সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে, তাহা ঐ নিষেধাংশে ছাড়া অন্য কোনও অংশেই অন্বিত হইতে পারে না"।

"ইহাও দেখিতে হইবে যে, যদিও, একপুত্রের দান বা প্রতিগ্রহ এই উভয়েরই নিষেধক বশিষ্ঠ-সূত্র, 'একপুত্র দেওয়া উচিত নহে' ইহা বুঝাইবার জন্য, মিতাক্ষরা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু "মিতাক্ষরা নিজে একপুত্রের প্রতি-

---

(ক) "আপদ্ গ্রহণাদনাপদি ন দেয়ঃ। দাতুরয়ং প্রতিষেধঃ। তথা, একপুত্রো ন দেয়ঃ। নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা-ইতি বশিষ্ঠ-স্মরণাৎ।

তথা, "অনেকপুত্রসদ্ভাবেঽপি জ্যেষ্ঠো ন দেয়ঃ। জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ ইতি তস্যৈব পুত্র-কার্য্যকরণে মুখ্যত্বাৎ"। মিতাক্ষরা—(বোম্বে)।

গ্রহণের নিষেধের কথার প্রতি কোনই লক্ষ্য করেন নাই। সুতরাং তিনি নিশ্চয় প্রতিগ্রহণ-নিষেধের দিকেই ছিলেন না। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি (মিতাক্ষরা) এক পুত্রের প্রতিগ্রহণ নিষেধ করেন নাই''।

"ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে,—মিতাক্ষরার ভাষা এবং প্রক্রান্ত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তুমি যদি বল যে, ঐ যে তিনটী নিষেধ আছে, উহাদের প্রথম এবং তৃতীয়টী অর্থাৎ আপদ কাল বিনা সন্তান দান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের দান, এই দুইটী বিষয়ের যে নিষেধ দুইটী, ইহারা অবশ্য পালনীয় বিধি নহে, শুধু উপদেশ মাত্র; তাহা হইলে তুমি বলিতে বাধ্য যে, দ্বিতীয় নিষেধটীও অর্থাৎ একপুত্রের দান—নিষেধটীও ঠিক ঐ প্রকার—অর্থাৎ ইহাও ঐ দুইটীর মত শুধু উপদেশ মাত্র, অবশ্য পালনীয় বিধি নহে।" (ক)

"অতএব ইহা মনে রাখা উচিত যে, আদান প্রদান প্রভৃতি কার্য্য একবার সমাধা হইয়া গেলে, তবে তাহা নিন্দনীয়ই হউক, দোষাবহই হউক আর—পাপজনকই হউক—আইন অনুসারে সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ''। (খ)

মিতাক্ষরার অনুবাদ করিতে যাইয়া, "আপদ্ শব্দের গ্রহণ আছে বলিয়া বিনা আপদে দিতে নাই, এই নিষেধ দাতার পক্ষে," এই স্থলে কোলব্রুক বলিয়াছেন—"এই যে নিষেধ ইহা দাতার, প্রতিগ্রহীতার নহে—"। (গ)

সুতরাং একপুত্র স্থলে পুত্র দান করিলে, কোলব্রুকের মতে, মিতাক্ষরা অনুসারে প্রতিগ্রহ অসিদ্ধ হয় না, তবে দাতার দোষ হয় মাত্র।

বোম্বাইএর সুপ্রসিদ্ধ উকিল বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিক তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভ "হিন্দু-ল"এ মিতাক্ষরার ঐ স্থলের ব্যাখ্যাবসরে বলিয়াছেন যে—"মিতাক্ষরার 'দাতার পক্ষেই এই নিষেধ' এই পংক্তির যে বিশদ ব্যাখ্যা করা

(ক) Hindu Law of adoption, pp, 286—88.

(খ) "It should be borne in mind that a transaction may be perfectly valid in law, however blameable, reprehensible or sinful it may be represented."

Hindu Law of adoption. P. 289.

(গ) "বিজ্ঞানেশ্বর says দাতুরয়ং প্রতিষেধঃ, which has been translated by Colebrooke as follows :—'This prohibition regards the giver (not the taker.)'"

Hindu Law, by Mandalika, P. 502.

হইল, তাহার ফল এই যে—ঐ স্থলে যতগুলি নিষেধ আছে, বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, তাহা সকলই দাতার।" (ক)

মিতাক্ষরার ঐ "নিষেধ"—স্থলের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিক স্বমত ব্যক্ত করিবার কালে বলিয়াছেন—"দত্তক করণের রীতি নীতি কি, ইহাই মাত্র বুঝাইতে যাইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতারা যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল পুরুষার্থ অর্থাৎ দাতার এবং গ্রহীতার কাজের প্রতি প্রযোজ্য। সেই সকল উপদেশের বিরুদ্ধে কোনও কাজ হইলে, তাহাতে, একবার যে দত্তক লওয়া হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ করিতে পারে না। তবে প্রত্যবায় হয় মাত্র। এই স্থলে ঐ প্রত্যবায় দাতার হইবে, গ্রহীতার নহে। বিজ্ঞানেশ্বর ঐ তিনটী 'নিষেধ' স্থলেই 'দাতার পক্ষেই এই নিষেধ' এই কথা বলিয়া এই মত আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন।" (খ)

মাণ্ডলিক এই মিতাক্ষরার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নির্ণয়সিন্ধু হইতে কতকটা সন্দর্ভ তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদিও কোনও কার্য্য শাস্ত্রানুসারে দুষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া, যে অনুষ্ঠান একবার সম্পন্ন হইয়াছে, কিছুতেই সেই সম্পন্ন কার্য্যের স্বাভাবিক ফল বাধিত হয় না। (গ)

(ক) The result of the above interpretation of বিজ্ঞানেশ্বর's passage on adoption is that he considers all the prohibitions he notes in reference to that subject as পুরুষার্থ (referring to the doer.)

Hindu Law. Mandalika, P. 504.

(খ) The directions of the স্মৃতি writers as to how the adoption should be made are simply পুরুষার্থ, and their breach will not effect the validity of an adoption once made. And বিজ্ঞানেশ্বর confirms this conclusion by his interpretation of those three texts that he has cited on the subject.

Hindu Law. Mandalika. P. 504.

(গ) The following passage from the নির্ণয়সিন্ধু (Parichcheda III. 1st half 1. 9, P. 2. II. 9 to 11.) will show that though an act be reprobated by the sastras, yet its performance when complete, can not fail to produce its natural consequences. It runs as follows :—

"দক্ষিণার্থং তু যোবিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

অত্র মাধবাচার্য্যঃ—যো বিপ্রঃ শূদ্রদক্ষিণামাদায় তদীয়ং হবিঃ শান্তি-পুষ্ট্যাদি-সিদ্ধয়ে বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্জুহোতি, তস্য বিপ্রস্যৈব দোষঃ, শূদ্রস্য হোমফলং লভত এব ইতি ব্যাচষ্টে"

Hindu Law. Mandalika. P. 504.

সুতরাং এক পুত্রের স্থলে দত্তকদানে, দাতার দোষ হয় কিন্তু উহাতে দত্তক অসিদ্ধ হয় না। ইহাই মাণ্ডলিকের অভিপ্রায়।

কেহ কেহ বলেন যে,'আপদ ব্যতীত পুত্র দিতে নাই, একপুত্র দিতে নাই আর অপরাপর পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠ পুত্র দিতে নাই,' এই তিনটী নিষেধই এক রকমের নহে—কেননা এই তিনটীর মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয়টীতে মাত্র দাতা এবং প্রতি-গ্রহীতা ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রত্যবায়-ভাগী হয়, তাহাদের পিতৃপুরুষগণের কোন লাভালাভ তাহাতে নাই; কিন্তু মধ্যমটীতে অর্থাৎ একপুত্র দিলে, তাহাতে দাতার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের ভয়ানক ক্ষতি হয়, তাঁহাদের অবশ্য প্রাপ্য শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাহত হয়; সুতরাং এটী ঐ দুইটী নিষেধ হইতে একটু অন্যরকম। কাজে কাজেই "বিনা আপদে দিতে নাই, এইটী দাতার পক্ষে প্রতিষেধ"—এই মিতাক্ষরার কথা একপুত্র স্থলে প্রসক্ত হইতে পারে না। প্রথমটী একপ্রকার নিষেধ, দ্বিতীয়টী অন্য প্রকার নিষেধ। এবিষয়ে মাণ্ডলিক মহোদয়ের যুক্তি অতি উত্তম। তিনি বলেন যে—ওভাবে এই বাক্য তিনটীর শ্রেণিবিভাগ অন্যায়,—কেন না—কোনও ব্যক্তি অপুত্রক হইয়াও যদি তাহার পত্নীকে দত্তক লইতে নিষেধ করিয়া বা নিজে দত্তক না লইয়া তাহার পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ প্রভৃতি করিতে পারে, (ক) তবে কেন সেই ভাবে সে, একছেলেকেও দত্তক দিতে না পারিবে? (খ)

বীরমিত্রোদয়ে মিত্রমিশ্র বলেন "মাতা পতির আজ্ঞা-ক্রমে, অথবা পিতা, যাহাকে পুত্রদান করেন, ঐ ছেলে তাহার পুত্র হয়। মনু বলিয়াছেন, আপৎকালে মাতা বা পিতা হোমাদি অনুষ্ঠান-সহকারে প্রীতিপূর্ব্বক যে সদৃশ পুত্রকে দান করেন, তাহাকে দত্ত্রিম অর্থাৎ দত্তপুত্র বলে। আপৎ শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া যে কালে আপৎ থাকে না, তখন দিলে, দাতার প্রত্য-বায় হয়।"

(ক) 7 Bom. H. C. R. App. P. I.

(খ) Manadlika's Hindu Law. P. 505.

"এক ছেলে দিতেও নাই নিতেও নাই—যেহেতু বশিষ্ঠ বলেন—'শুক্র এবং শোণিত হইতে পুরুষের উৎপত্তি হয়। মাতা এবং পিতা ঐ উৎপত্তির নিমিত্ত। উহার প্রদান বিক্রয় এবং পরিত্যাগ বিষয়ে মাতা ও পিতাই সমর্থ। এক পুত্র দেওয়া বিধি নহে, বা নেওয়াও বিধি নহে। কেননা সেই এক পুত্র পূর্ব্ব পুরুষদের বংশরক্ষার কারণ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর পুত্র দেওয়া এবং নেওয়া—এ দুইই অবৈধ। (ক) ক্রীত স্বয়ন্দত্ত ও কৃত্রিম-পুত্রের স্থলেও তুল্য-যুক্তিতে এক পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিষেধ আছে। এই কারণেই বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানে দেখিতে পাই—"তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিবেন না বলিয়া টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন" ইত্যাদি। (খ)

বীরমিত্রোদয়ও মিতাক্ষরার ন্যায় স্পষ্টতঃই বলিতেছেন যে, আপত্তির সময়ে এক ছেলে দিলে দাতার প্রত্যবায় ঘটে। সুতরাং মিতাক্ষরার যে প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, বীরমিত্রোদয়েরও ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। তাহা হইলেই দাঁড়াইল যে, মিতাক্ষরার ন্যায় বীরমিত্রোদয়েরও মতে, এক ছেলে দত্তকরূপে দান করিলে তাহাতে দাতারই দোষ, প্রতিগ্রহীতার তাহাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আর তাহাতে দান বা গ্রহণ এ দুএর কিছুই অসিদ্ধ হয় না।

(ক) "মাতা ভর্ত্রাজ্ঞয়া পিতা বা যমস্মৈ দদ্যাৎ স তস্য দত্তকঃ পুত্রঃ। তথাচ মনুঃ—মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি। সদৃশং প্রীতি-সংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥ আপদীত্যুক্তেরনাপদি দাতুঃ প্রত্যবায়ঃ। মাতা-পিতরৌ, প্রত্যেকং মিলিতৌ বা। অদ্ভিরিতি দান-প্রতিগ্রহ-প্রকারোপলক্ষণম্। সদৃশং সবর্ণম্। প্রীতি-সংযুক্তমিতি ক্রিয়া-বিশেষণম্। একঃ পুত্রশ্চ ন দেয়ো ন প্রতি-গ্রাহ্যঃ। তথাচ বশিষ্ঠঃ। 'শুক্র-শোণিত-সম্ভবঃ পুরুষো মাতাপিতৃনিমিত্তকঃ, তস্য প্রদান—বিক্রয়-পরিত্যাগেষু মাতা-পিতরৌ প্রভবতঃ। নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা, সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্, নতু স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতি গৃহ্নীয়াদ্বান্যত্রানুজ্ঞানাদ্ ভর্ত্তুরিতি॥' * * * অনেকপুত্র-সম্ভাবেঽপি জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো ন দেয়ঃ। জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানব ইতি পুত্রকার্য্যকরণে তস্যৈব মুখ্যত্বাভি ধানাৎ।" বীরমিত্রোদয়, পৃঃ ৪৮৭ (G. C. sarkar).

(খ) "ক্রীত-স্বয়ন্দত্ত-কৃত্রিমেষু অপি সমানন্যায়ত্বাৎ এক-পুত্র-জ্যেষ্ঠপুত্রয়োর্নিষেধঃ। অতএব বহ্বৃচ-ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানে ক্রীতেঽপি, জ্যেষ্ঠপুত্র-প্রতিষেধ-লিঙ্গ-দর্শনং "স জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিগৃহ্নাত (নিগৃহ্নাণ) উবাচেতি"। বীরমিত্রোদয়, পৃঃ ৪৮।

তার পর দেখিতে পাই নন্দ পণ্ডিতের বৈজয়ন্তীও ঐ কথা বলিতেছেন। বৈজয়ন্তীর মতে "নিরাপৎ সময়ে পুত্র দান করিতে নাই—এই নিষেধ দাতার প্রতি প্রযোজ্য। অথবা "আপদ্" শব্দের অর্থ প্রতিগ্রহীতার পুত্রের অভাব, কেন না অত্রি বলিয়াছেন—অপুত্র ব্যক্তির পক্ষে পুত্রের প্রতিনিধি বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং আপৎ শব্দের অর্থ যদি পুত্রের অভাবই হইল, তাহা হইলে, অনাপদ্ এইটী স-পুত্র ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষেধ, অর্থাৎ যাহার পুত্রের অভাবরূপ আপদ্ নাই, সে যেন দত্তক না লয়।" (ক)

"একপুত্র দান করিতে নাই—কেননা বশিষ্ঠ বলেন যে, একপুত্র দান করা বৈধ নহে গ্রহণ করাও বৈধ নহে। ঐ প্রকার (অর্থাৎ ঐ একপুত্রের ন্যায়) জ্যেষ্ঠ পুত্রও দান করিতে নাই—কেন না শুনঃশেফের ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিবেন না বলিয়া হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া ছিলেন।" (খ)

শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, উপরি লিখিত পংক্তি গুলির তাৎপর্য্য আর মিতাক্ষরার তাৎপর্য্য একই প্রকার। মিতাক্ষরার ন্যায় এস্থলেও একপুত্র দান করিলে দাতারই দোষ, প্রতিগ্রহীতার কিছুই নহে। আর ওরূপ দান অসিদ্ধ হয় না, উহাতে মাত্র দাতার প্রত্যবায় হয়। (গ)

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—তাঁহার বিবাদভঙ্গার্ণবে বলিয়াছেন, "শ্রুতিতে আছে একপুত্রের দ্বারা বহু পিতৃলোক পরিত্রাণ-লাভ করেন; সুতরাং একপুত্রের স্থলে যেমন তাহার দান নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রকার বিক্রয় এবং পরিত্যাগও নিষিদ্ধ; একপুত্রস্থলে আপৎকালে বিক্রয়, আর ভরণ করিতে না পারিয়া ত্যাগ করা—এ দুটীই অকর্ত্তব্য; কেননা প্রকাশ বলেন যে, একবারে বংশ-নাশ অতীব দোষাবহ।"

(ক) "আপদি—দুর্ভিক্ষাদৌ, অনাপদি দাতুঃ প্রতিষেধঃ। যদ্বা "আপদি" প্রতিগ্রহীতুরপুত্রত্বে—অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র-প্রতিনিধিঃ সদা—ইত্যত্রি—স্মরণাৎ। সপুত্রত্বে তু তস্যৈব প্রতিষেধঃ।"

(খ) "একঃ পুত্রো ন দেয়ঃ। "নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা—ইতি বশিষ্ঠ স্মরণাৎ। তথা জ্যেষ্ঠশ্চ। 'জ্যেষ্ঠং পিতা' ইতি শৌনঃশেপীয়—লিঙ্গাৎ"।

কেশব বৈজয়ন্তী—Sanskrit College Ms. P. 140.

(গ) Law of Adoption P. 289.

"প্রতিগ্রহও করিবে না—এ কথার হেতু এই যে, একপুত্রস্থলে যদি প্রতিগ্রহ কর, তাহা হইলে তাহাতে দাতার কুলের উচ্ছেদ বা ধ্বংস হইবে। কাহারও কুলের ধ্বংস করা কর্ত্তব্য নহে। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও যদি দত্তক গৃহীত হয়, তাহা হইলে, তাহা অসিদ্ধ হয় না।" (ক)

তাহা হইলে বুঝা গেল যে, জগন্নাথের মতেও একপুত্রের প্রতিগ্রহ যদিও দোষাবহ, কিন্তু একবার গৃহীত হইলে, তাহার আর অন্যথা হয় না।

বঙ্গীয় স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত শ্রীনাথ ভট্ট তাঁহার 'দত্তকনির্ণয়' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"একছেলে দান করিতে নাই বা গ্রহণ করিতেও নাই; কেন না সে পূর্ব্ব পিতৃগণের বংশ রক্ষার কর্ত্তা। স্ত্রীলোকেও পতির অনুমতি বিনা পুত্রদান করিবে না বা দত্তক গ্রহণ করিবে না। এই স্থলে একপুত্রের দানের যে নিষেধ করা হইল, উহা 'দুরদৃষ্ট' অর্থাৎ এক ছেলে দান করিলে পাপ হয়—এই জানাইবার জন্য। নতুবা ঐ নিষেধের দ্বারা দান অসিদ্ধ হইল এপ্রকার বুঝায় না, এইপ্রকার বুঝাইবার শক্তি ঐ নিষেধের নাই।"(খ) (এই গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই কারণ নাই, কেন না

(ক) "বিজ্ঞায়তে হ্যেকেন বহুংস্ত্রায়তে ইতি দানবৎ বিক্রয়-পরিত্যাগাবপি ন কার্য্যৌ। বিক্রয়শ্চাপদি, ভরণাসামর্থ্যে ত্যাগঃ। সন্তানোচ্ছেদোহি মহান্ দোষঃ"—ইতি প্রকাশঃ।

"প্রতিগৃহ্ণীয়াদিতি" তৎকুলোচ্ছেদঃ স্যাৎ—(অ)কর্ত্তব্যত্বাৎ ইতিভাবঃ। ন তেন দত্তকত্বাসিদ্ধিঃ॥

বিবাদভঙ্গার্ণব, Sanskrit college Ms. P. 266.

"As an only son should not be given, so he should not be sold or deserted. Sale is a great offence, even though made in a season of calamity, when a maintenance can not be provided; desertion is a great offence, because the family becomes thereby extinct. Thus the Prakasa.

"Let no man accept an only son, because he should not do that, whereby the family of the natural father becomes extinct: but this does not invalidate the adoption of such a son actually given to him."

Jagannatha's Digest of Hindu Law, translated by Colebrooke, (Calcutta) 3rd. Vol. P. 321.

(খ) "নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ—প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা অনভ্যনুজ্ঞানাদ্ ভর্ত্তুঃ। অত্র একপুত্রদান নিষেধো দুরদৃষ্ট-জ্ঞাপনার্থং, নতু দানাসিদ্ধ্যর্থম্। 'দত্তক-নির্ণয়,' দত্তকশিরোমণি— পৃঃ ২৮, ৭৬, ১৮১।

প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ম্যাক্‌নাটেন সাহেব তদীয় গ্রন্থে এই পুস্তকের নাম করিয়া খ্যাতি করিয়াছেন।) (ক)

মদনপারিজাতও মিতাক্ষরার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—"আপৎ শব্দের গ্রহণ আছে বলিয়া নিরাপৎ কালে পুত্র দান করিতে নাই ইহা জানিতে হইবে। নিরাপৎ সময়ে দান করিলে দাতারই মাত্র দোষ হয়।" (খ)

ইংরাজী ১৮২৭ সালে, কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয়, "দত্তক-কৌমুদী" নামে এক গ্রন্থ লিখেন। এ গ্রন্থ আধুনিক হইলেও, আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ে, ইহাঁর কি মত তাহা দেখা যাউক।—ইনি বলেন "আপৎ কালে মাতা বা পিতা বৈধ-হোমাদি-পূর্ব্বক যে পুত্রকে দান করেন (মনু—৯—১৬৮) এই মনু বচনের উল্লেখ করিয়া 'আপৎ শব্দের গ্রহণ আছে বলিয়া নিরাপৎ কালে পুত্র দেয় নয়—এই প্রতিষেধ দাতার পক্ষে,' এই কথা বিজ্ঞানেশ্বর যখন বলিয়াছেন, তখন বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—পুত্রবান্ ব্যক্তিকে পুত্র দান করিলে, দাতারই দোষ হয়, পুত্র থাকা সত্ত্বেও দত্তক গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া প্রতিগ্রহীতার কোনই দোষ হয় না, বা তাঁহার গ্রহণও অসিদ্ধ হয় না। "গ্রহণও অসিদ্ধ হয়" এ কথা বলিলে—'দাতার পক্ষেই এই প্রতিষেধ' বিজ্ঞানেশ্বরের এই লিখন অসঙ্গত হয়। "আপৎ" শব্দের অর্থ প্রতিগ্রহীতার পুত্রের অভাব। সকল সংগ্রহকারদেরই এই মত। এস্থলের তাৎপর্য্য এই—'নিরাপৎ সময়ে দিতে নাই' ইহা দ্বারা 'পুত্রবান্‌কে পুত্র দিবে না' এই প্রকার নিষেধ বিধি অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে।" (গ)

(ক) Considerations on Hindu Law, P. 122.

(খ) "আপদি ইত্যাপচ্ছব্দোপাদানাৎ অনাপদি ন দেয় ইতি গম্যতে। অনাপদি দত্তে দাতুর্দোষো ন প্রতিগ্রহীতুঃ"। মদনপারিজাত পৃঃ ৬৫২, (সোসাইটী)।

(গ) "কিঞ্চ মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি ইতি মনুবচনমুপন্যস্য আপদ্‌গ্রহণাৎ অনাপদি ন দেয়ঃ। 'দাতুরয়ং প্রতিষেধ' ইত্যুক্ত্বা পুত্রবতে পুত্রদানে দাতুরেব দোষঃ, নতু পুত্রবতো গ্রহীতুর্দোষো গ্রহণাসিদ্ধি র্বা, তদসিদ্ধৌ দাতুরয়ং প্রতিষেধ ইত্যভিযুক্ত-

"সেই কল্পিত নিষেধ-বিধি কর্ম্ম-সিদ্ধি এবং প্রত্যবায় এই দুইটী বিষয় বুঝাইতেছে। নইলে কোনও স্থলে কেহ নিষেধ-বিধির এতদূর সামর্থ্য দেখেন নাই যে—সেই নিষেধ-বিধির দ্বারা কৃত-কর্ম্ম ব্যর্থ হইতে পারে। এইজন্য "আপদ্"—এই কথা দ্বারা 'নিরাপৎ সময়ে দিলে দাতার প্রত্যবায় হইবে' এই প্রকার সিদ্ধান্ত অতি সুস্পষ্টভাবে মিত্রমিশ্র তদীয় বীরমিত্রোদয়ে করিয়াছেন"। (ক)

তাহা হইলে বুঝা গেল, সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থাপক অধ্যাপক ও বিজ্ঞানেশ্বর এবং মিত্রমিশ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া যুক্তি ও প্রামাণিক গ্রন্থ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ঐ নিষেধ লঙ্ঘন করিলে দাতার দোষ হয় মাত্র, তাহাতে গ্রহণ অসিদ্ধ হয় না।

যাঁহারা একপুত্রের দত্তকতাসিদ্ধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মতের পোষক রূপে যে কয়খানি গ্রন্থ তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—আমি সেই সমুদয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান ৭ খানি গ্রন্থের পংক্তি উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমার দেখিতে হইবে—যে, ইউরোপীয়, ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে ঐ এক পুত্রের দত্তকত্ব-সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন।

মাল্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্তর টমাস ষ্ট্রেন্‌জ সাহেব তদীয় "হিন্দু-ল" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"জ্যেষ্ঠপুত্র এবং একপুত্রের সম্বন্ধে যে নিষেধ আছে, ঐ নিষেধ যেখানেই ঐ দুই স্থলে প্রযুক্ত হইবে, জানিতে হইবে, তথায় ঐ নিষেধ উপদেশ (Directory) মাত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র বা এক পুত্রের দান দাতার পক্ষে নিন্দনীয় বা দুষ্য হইতে পারে, কিন্তু তা হইলেও আইন অনুসারে, ঐ দান

তরবিজ্ঞানেশ্বরাদিলিখনমসঙ্গতং স্যাৎ, অনাপদি—প্রতিগ্রহীতুরপুত্রত্বে ইতি সর্ব্ব-সংগ্রহকৃৎ-সম্মতঃ।

"অয়মভিসন্ধিঃ—'অনাপদি—ন দেয়' ইত্যনেন পুত্রবতে পুত্রং ন দদ্যাৎ" ইতি নিষেধবিধিরবশ্যং কল্প্যঃ। দত্তককৌমুদী পৃঃ ২৮৫।

(ক) "স চ কর্ম্ম-সিদ্ধি-প্রত্যবায়াবেব বোধয়তি, নাপি কুত্রাপি কেবল-নিষেধ-বিধেরেতাদৃশ-সামর্থ্যং কস্যাপি দৃষ্টচরং, যত্তেন কর্ম্মশরীরমন্যথয়িতুং শক্যতে। অতএব বীরমিত্রোদয়ে "আপদীত্যুক্তেরনাপদি দাতুঃ প্রত্যবায় ইতি মিত্রমিশ্রেণাপি স্পষ্টতরমুক্তম্।"

দত্তককৌমুদী—তর্কশিরোমণি পৃ—১৭,

এক বার সম্পন্ন হইলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে উত্তম। কেননা "একবার যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর উল্টায় না" আইনের এই নিরঙ্কুশ আদেশে তখন আর অসিদ্ধ হইতে পারে না। (ক)

মিঃ ইলিস সাহেব বলেন যে একপুত্রের স্থলে দান এবং প্রতিগ্রহরূপ ব্যাপার যদি একবার নিষ্পন্ন হইয়া যায়, তবে আর তাহার অন্যথা হয় না। (খ)

স্যার টমাস ষ্ট্রেন্জ সাহেবও ঐ একই মত সমর্থন করেন। (গ)

মিঃ ম্যাক্‌নাটন সাহেব বলেন যে, (ঘ) এক ছেলের বা বড় ছেলের গ্রহণ অপেক্ষা দানের প্রতিই এই নিষেধাদি নিয়ম সমধিক প্রযোজ্য ; একবার কোনও মতে যদি পুত্রের দান হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা আর বদলায় না। একবার পিতা দত্তকরূপে দান করিলেই যখন পুত্র ঐ জনক পিতার কুলের সমস্ত সম্পত্তি হইতে অধিকার হারায়, তখন উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ "একবার দান হইয়া গেলে আর তাহা বদ্‌লায় না" এ কথা যুক্তি যুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। হুবাৎরাও এবং গোবিন্দরাও শীর্ষক মোকদ্দমার বিবরণ বোম্বে রিপোর্টে দেখিলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। (চ)

মিঃ কোলব্রুক, মিঃ ষ্ট্রেন্‌জ, মিঃ ইলিস এবং মিঃ ষ্টীল বলেন যে,—

(ক)—"so with regard to both these prohibitions respecting an eldest and an only son, where they most strictly apply, they are directory only; and an adoption of either, however blameable in the giver, would nevertheless, to every legal purpose, be good; according to tho maxim of the civil law,—prevailing perhaps in no code more than in that of the Hindus, Factum Valet etc. etc. etc."

Sir T. Strange's Hindu Law Vol 1. P. 75.

(খ) "That if the act be duly completed, it cannot be reversed."

Tegore Law Lecture, 1888. P. 297.

(গ) "The point is scarcely worth further discussion, the undoubted law in this, as in all other cases of adoption, marriage etc. being that if the act be duly completed, it cannot be reversed."

Strange's Hindu Law pp. 107, 108." *Vide*—Mandalika 297.

(ঘ) Principles of Hindu Law by W. H. Macnaghten Vol 1. P. 67.

(চ) Hubut Rao V. Govind Rao, Bom. Rep. Vol II. p. 75.

দত্তকের স্থলে 'Factum Valet' প্রযোজ্য—অর্থাৎ একবার দত্তকের দান বা গ্রহণ হইয়া গেলে, আর তাহার অন্যথা হয় না। (ক)

"এক পুত্রের স্থলে দত্তকদান, দাতার পক্ষে (কেহ কেহ বলেন গ্রহীতার পক্ষেও) দোষাবহ হইলেও দান বা প্রতিগ্রহ অসিদ্ধ হয় না।" যাঁহারা এই মতের পরিপোষক, আমি, তাঁহাদের অনুকূলে যে যে প্রমাণ প্রয়োগ আছে, তাহা উপরে দেখাইয়াছি।

এক্ষণে একমাত্র পুত্রকে দত্তক দেওয়ায় যে সকল মোকদ্দমা ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্টে বা প্রিভিকাউন্সিলে হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে যে যে মোকদ্দমায় এক পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সেই সকল মোকদ্দমার কতিপয়ের বিচারের সারাংশ এবং কি কি যুক্তিবলে বিচারপতিগণ একপুত্রের দত্তকত্ব আইনানুসারে সিদ্ধ (valid) বলিয়াছেন তাহা দেখাইতেছি—

অষ্টম অধ্যায়।

এক পুত্রের দত্তকত্বসিদ্ধির নজির।

প্রিভি কাউন্সিল্—

১

ইং ১৮৭৮ সালে ১৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রিভিকাউন্সিলে উমাদেবী (Plaintiff) গোকুলানন্দ দাস (Defendant) এর আপিলী মোকোদ্দমার রায় দিবার সময়ে বিচারপতিগণ একস্থলে বলিয়াছিলেন মাত্র যে, ভ্রাতার

"হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রেও প্রসঙ্গক্রমে Factum Valet এর কথা দেখিতে পাই—

"তেন দানবিক্রয়কর্ত্তব্যতা-নিষেধাৎ তৎকরণাৎ বিধ্যতিক্রমো ভবতি—নতু দানাদ্য-নিষ্পত্তিঃ। বচনশতেনাপি বস্তুনো অন্যথা-করণাশক্তেঃ"।

দায়ভাগ।

(ক) "Sir T. Strange (Vol 1. P. 87), Mr. Colebrooke (Strange's H. L. Vol II P. 126). Mr. Ellis (Strange's H. L. Vol II p. 126). Mr. Steele p. 58. *Vide*—Mandlik 508.

যদি একটী মাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলেও, দ্ব্যামুষ্যায়ণ দত্তক লইতে হইলে, অন্যত্র হইতে লওয়া অপেক্ষা ঐ ভ্রাতার এক পুত্রই শ্রেষ্ঠতর। (এস্থলে শুদ্ধ দত্তকের বিষয় নহে) পরন্তু তাহা হইলেও বুঝা গেল যে দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভাবে ভ্রাতার একছেলেও লওয়া যাইতে পারে, তাহা সিদ্ধও হয়।

ঐ মোকদ্দমারই উপসংহারকালে বিচারপতিগণ বলেন যে—হলধর দাস তাহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র দীনবন্ধুকে দত্তক লইতে পারিত ইত্যাদি। (এ স্থলেও মনে রাখিতে হইবে যে, এই যে দত্তকের কথা বলা হইল, ইহা শুদ্ধ দত্তক নহে, দ্ব্যামুষ্যায়ণ দত্তক, কেন না এই রায়ের প্রথমেই দেখাইয়াছি যে, ভ্রাতার একমাত্র ছেলেও দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভাবে লওয়া বিচারপতিগণের অভিপ্রেত ছিল)। (ক)

সুপ্রিমকোর্ট-কলিকাতা—

১৮১৬ সালে রাজা সামসের মল ও রাণী দিলরাজ কোঁয়ারের যে মোকদ্দমা হয় (2 Beng Sel Reps P. 216.) তাহাতে পণ্ডিতগণ বলেন যে, দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে এক পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। (খ)

৩

সুপ্রিমকোর্ট-কলিকাতা—

১৮৩৮ সালে শ্রীমতী জয়মণি দাসী ও শিবসুন্দরী দাসীর যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে সুপ্রিমকোর্টে ওই এক পুত্র দত্তকের কথা উঠে। তাহাতে স্থির হয় যে, এক পুত্রের দত্তকত্ব আইন অনুসারে সুসিদ্ধ। প্রধান বিচারপতি স্যর এডুওয়ার্ড রায়্যাণ মহোদয় রায়ে বলিয়াছিলেন—"বিলের প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে ইহাও একটা প্রার্থনা যে, কালীকুমার যেন দত্তক রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, দত্তক লইবার উপদেশ ছিল। প্রতিপক্ষের উকীল আপত্তি করিতেছেন যে, কালীকুমার দত্তকরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না, কেন না সে তাহার পিতার একমাত্র পুত্র। এই প্রথম আপত্তি। এই প্রথম আপত্তির উপর বক্তব্য এই যে, হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রা-

(ক) III. I. L. R. Cal, pp. 587—602.

(খ) Tagore Law Lecture, 1888, p. 300.

নুসারে, এক পুত্রের দত্তকত্ব যে প্রত্যবায়-জনক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, সত্য, কিন্তু যখন এই দত্তকের যথা রীতি দান ও গ্রহণ একবার হইয়া গিয়াছে, তখন ইহাকে সুসিদ্ধই বলিতে হইবে। সুতরাং আমরা প্রতি পক্ষের প্রথম আপত্তির পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। আমাদের বিবেচনায় কালীকুমার (একছেলে হইলেও), দত্তকরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। পক্ষগণের এই দত্তক ব্যাপারে দুই প্রকার অভিসন্ধি থাকিতে পারে। আদালতের বিবেচনায় ইহা আসে না যে, যাহা নীতি-বিরুদ্ধ এবং দোষাবহ পক্ষগণ সেরূপ দত্তক গ্রহণ করিয়াছে। জনক এবং প্রতিগ্রহীতা—এত দুভয়ের মধ্যে যদি দ্ব্যামুষ্যায়ণের সর্ত্ত থাকে, তাহা হইলে কালীকুমার দুই পিতারই পুত্র হইতে পারে। আর যদি সত্যই সত্যই কালীকুমার এ প্রকার সর্ত্ত অনুসারে দত্তক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কালীকুমারের দত্তকত্বে কোনও দোষই রহিল না"॥ (ক)

প্রধান বিচারপতি রায়ানের এই বিচার ফলের উপর কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ মার্কবি সাহেব ১৮৭৮ সালে এই নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন—

"১৮৩৮ সালে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে জয়মণি দাসী ও শিবসুন্দরীর এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়। ঐ মোকদ্দমায় একছেলের দত্তকত্ব আইন অনুসারে সিদ্ধ হয়, কিন্তু ঐ মোকদ্দমার বিবরণ, (রিপোর্টটী) এতই সঙ্কীর্ণ যে, ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কি দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিয়া হইল, কি না হইল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। যদি দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদের আলোচ্য এক পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইবে কি না, এস্থলে ঐ দৃষ্টান্ত চলে না॥" (খ)

(ক) Foulton's Rep, 75.

(খ) Manick ch. Dutt V. Bhagabatty Dassi
I. L. R. Vol III. Cal. pp. 443—463. *Vide.*
Vavastha Darpana, Precedents p. 538.

বোম্বাই হাইকোর্ট—

১৮৬২ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে এক পুত্রের দত্তক লওয়া সম্বন্ধে বিথোবা ও মালহসাবাইএর যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে প্রতিপক্ষগণ বলে যে, বিথোবা তাঁহার পিতা মাতার একমাত্র পুত্র। আর উহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুমতি বিনা উহার মাতা উহাকে দত্তক দিয়াছে। সুতরাং তাদৃশ দত্তক সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। এই আপত্তির খণ্ডন করিতে যাইয়া প্রধান বিচারপতি ওয়েষ্ট্রপ সাহেব বলিয়াছেন—"স্যর টমাস ষ্ট্রেন্‌জ্‌ বলিয়াছেন যে, মিতাক্ষরা অনুসারে যদি পিতার অনুপস্থিতিতে অথবা পিতার মৃত্যুর পর, মাতা পুত্রকে দত্তক দেন, তবে সে দত্তক সুসিদ্ধ হয়। মিতাক্ষরা আরও বলিয়াছেন যে, নিরাপৎকালে যে পুত্রদানের নিষেধ আছে, তাহা শুদ্ধ দাতারই, গ্রহীতার নহে।"

"সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বিথোবার মাতা তাহার পুত্রের যাগাদির সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তাহা হইলে, তাঁহার পুত্রের দত্তক হওয়াতে যে তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহা হইলে দাঁড়াইল যে—পিতার মৃত্যুর পর মাতার সম্মতি ক্রমে দত্তক লওয়া হইয়াছে। তবে বিথোবা যে তাহার পিতার একমাত্র পুত্র—ইহা একটা তত বেশী কিছু নয়। কেননা, ইহাত সোজা কথা যে, পিতা তাঁহার একমাত্র পুত্রকেও দত্তক দিতে পারেন। তাহা হইলে, তাঁহার মৃত্যুর পর মাতা সেই পিতৃ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া পুত্রকে দত্তক দিতে না পারিবেন কেন? জীবিত কালে পিতা যদি নিষেধ করিয়াই না গিয়া থাকেন, তাহা হইলে, দত্তক দেওয়ায় তাঁহার অনুমতি আছে—ইহা অবাধে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

"এ পর্য্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ দেখান হয় নাই, যাহাতে দেখাইতে পারে যে, এক-পুত্রস্থলে মাতার দানের কোনও অধিকার নাই"। (ক)

(ক) Malhasa bai V. Vithoba Khandappa.

7. Bomb. H. C. R. App. XXVI.

৫

বোম্বাই—

১৮২১ সালে বোম্বাই সদর আদালতের পণ্ডিতগণ মত দিয়াছিলেন যে, যে স্থলে এক ব্যক্তির মাত্র দুইটী পুত্র আছে, তথায় সে যদি তাহার সেই দুই পুত্রই দত্তক দেয়, তাহা হইলেও সেই দত্তক সিদ্ধ হইবে। (ক)

৬

বোম্বাই—

১৮৬৬ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে একপুত্র বিষয়ক আর এক মোকদ্দমা হয়। উহাতে প্রতিপক্ষগণ আপত্তি করে যে একমাত্র পুত্র যখন দত্তক হইয়াছে, তখন উহা অসিদ্ধ। ইহার পর বিচারপতি ওয়ার্ডেন সাহেব রায়ে বলেন, "প্রতিপক্ষের উকীল আপত্তি তুলিয়াছেন যে, পিতার একমাত্র পুত্র দত্তক হইতে পারে না, সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দত্তক অসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, এই প্রকার দত্তক অর্থাৎ পিতার একপুত্র যদি একবার দত্তকরূপে প্রদত্ত হয় এবং দত্তক-গ্রহণের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি হইয়া যায়, তাহা হইলে সে দত্তক আর অসিদ্ধ হয় না। সুতরাং জেলা জজ যে দত্তক বহাল রাখিয়াছিলেন, আমিও তাহাতে একমত হইলাম॥ (খ)

৭

বোম্বাই—

১৮৫৭ সালে বোম্বে সদরকোর্টে এক পুত্রের দত্তকত্ব সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা উঠে এবং তাহাতে বিচারপতি স্থির করেন যে, একপুত্র দত্তক দোষ-জনক হইলেও অসিদ্ধ হইতে পারে না। (গ)

(ক) Humbut Rao V. Govind Rao, 2 Borrodaib's Rep. P. 83 (75).

(খ) Raja Vyankat Rai V. Nimbulkar V. Jayavant R. Mathar Ram.
H. C. Rep. Bom. Vol IV. pp. 191—5.

(গ) Vishram Baburas V. Narain Rao—Kashi. S. D. Rep. p. 26.
(Mandlik p. 497.)

৮

বোম্বাই—

বোম্বাই হাইকোর্টে বাসব এবং লিঙ্গন গৌড়ের যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতেও বিচারপতিগণ একপুত্রের দত্তকত্বের অনুকূলে রায় দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন "যখন দত্তক লওয়া একবার হইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহা বদলায় না"॥ (ক)

৯

মান্দ্রাজ—

১৮০১ সালে মান্দ্রাজে প্রসিদ্ধ তাঞ্জোর মোকদ্দমা হয়। এই মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী বীরপালমলও নারায়ণ পিলে। (strange's notes of cases, 91) এই মোকদ্দমায় সর্ব্ব প্রথমে, একপুত্র দত্তক হইতে পারে কি না, এই প্রশ্ন উঠে। এই মোকদ্দমায় বিভিন্ন প্রাদেশিক পণ্ডিতগণের মত, সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করেন, এবং পরিশেষে, একপুত্র দত্তক লওয়া হইয়া গেলে তাহা সিদ্ধ হয়—এই সিদ্ধান্ত দাঁড় করান। মান্দ্রাজের তদানীন্তন রেকডার সুপ্রসিদ্ধ সার টমাস্ ষ্ট্রেন্জ ঐ মোকদ্দমায় উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। (খ)

১০

মান্দ্রাজ।

ইহার পর, ১৮৬২ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মান্দ্রাজ হাইকোর্টে, এক পুত্রের দত্তকত্বসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন আর কোনও মোকদ্দমা উঠে নাই। (গ) ঐ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে উক্ত হাইকোর্টে এক ছেলের দত্তকত্ব লইয়া একি মোকদ্দমা উঠে। প্রধান বিচারপতি স্কট্ল্যাণ্ড সাহেব, স্তর টমাস ষ্টেন্জের "হিন্দু ল" কেই এ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তদনুসারে সিদ্ধান্ত করেন যে,—'একপুত্র দত্তক দিতে নাই'—ইহা শুদ্ধ শাস্ত্রীয় উপদেশ মাত্র। এই প্রকার দত্তক দেওয়া দাতার পক্ষে দোষাবহ হইতে পারে সত্য, কিন্তু সিভিল ল'এর নিরঙ্কুশ 'ফ্যাকটাম্ ভ্যালেট্' অনুসারে, যাহা হইয়া গিয়াছে,

---

(ক) Vasava V. Linganagurda. I. L. R. Bom. 19. p. 428.
(খ) Tegore Law Lectures, 1888. p. 298.
(গ) ... ... Mayne's H. L. 182.

তাহা আর বদলায় না। মরলির ডাইজেষ্টের ১৭ পৃষ্ঠায় ধৃত—বীর পারমল পিলে ও নারায়ণ পিলে এবং ঐ সাথে তাঞ্জোরের রাজা, অরুণাচলম্ পিলে ও আর্য্য স্বামী পিলে, নন্দরাম ও কাশী পাঁড়ে, জয়মণি দাসী ও শিবসুন্দরী দাসী—এই সকল মোকদ্দমাই ষ্ট্রেন্জ সাহেবের যুক্তিকে অনুমোদন করিতেছে। দত্তক প্রতিগ্রহীতৃ-পিতার শ্রাদ্ধাদি করিতে পারে। দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে জনকেরও পারে। তাহা হইলে আর "পারলৌকিক কার্য্যে অনুপযুক্ত" একথা বলা চলে না। সুতরাং এ দত্তক সিদ্ধ হইল। আর জগন্নাথ ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এক ছেলে লইতে নাই কেননা প্রতিগ্রহীতার এমন কাজ করা উচিত নহে, যাহাতে জনকের বংশনাশ হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে দেওয়া বা লওয়া অসিদ্ধ হয় না।" সুতরাং আমি বিবেচনা করি এ দত্তক সুসিদ্ধ। (ক)

১১

মান্দ্রাজ—প্রিঃ কাউন্সিল্।

১৮৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজ হাইকোর্ট, দত্তকঘটিত এক আপিলী মোকদ্দমায়—"এক পুত্র দত্তক দোষজনক হইলেও তাহা সিদ্ধ" এই সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হয়। প্রিভি কাউন্সিলের জজগণ, এ সম্বন্ধে যত প্রকার গ্রন্থাদি আছে, তাহার অধিকাংশই আলোচনা করিয়া—মান্দ্রাজ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন—অর্থাৎ একপুত্রের দান দোষাবহ হইলেও, প্রতিগ্রহণ অসিদ্ধ হইতে পারে না,—এই মত দেন। এই সময়, ঠিক এই একই রকমের আর একটি মোকদ্দমা এলাহাবাদের হাইকোর্টে হয়, তাহাতেও ঐ প্রকার একপুত্র দত্তক সিদ্ধ হয়। তাহার বিরুদ্ধেও প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হয়, প্রিভি কাউন্সিল একযোগে দুই হাইকোর্টেরই রায় বহাল রাখেন। এই রায়ের উপসংহারকালে বিচারপতিগণ বলিয়াছিলেন যে, বহুদিন ধরিয়া যে প্রকার সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিপরীত কিছু করিলে

(ক) Chinnagaurdam v. Kumar gaundam, 1 Mad H. C. Rep pp. 54—58.
Vide Vyavastha Chandrika, Precedents p. 145.

দোষের হয়। সকলে মনে করিতে পারে যে, তাহারা যে ক্ষমতা নিজেদের আছে বলিয়া জানে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল। ইত্যাদি।(ক)

১২

মান্দ্রাজ।

১৮৮৭ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে একপুত্রের দত্তকত্ব সংক্রান্ত যে মোকদ্দমা উঠে, তাহাতে প্রধান বিচারপতি স্যর আর্থার্ জে, এইচ্, কলিন্‌স ও বিচারপতি মাথু স্বামী আয়ার একমতে সিদ্ধান্ত করেন যে—এক ছেলে দত্তক লইলে তাহা অসিদ্ধ হয় না। ১৮৬২ সালের (চিন্না গাউণ্ডাম্ ও কুমার গাউণ্ডাম্ (1 Mad. H. C. Rep. 54) এর মোকদ্দমায় এই হাইকোর্টেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে "এক্‌ছেলে নিলে তাহা অসিদ্ধ হয় না।" ১৮৮১ সালে যে দত্তক ঘটিত আপিল হয়, তাহাতেও ঐ চিন্না গাউণ্ডামদের মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থির হয় যে, একপুত্র দত্তক দিলে বা নিলে তাহা অসিদ্ধ হয় না। এতদিনের প্রচলিত, এই হাইকোর্টেরই ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে আমাদের যাইবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। সুতরাং আমরা স্থির করিতেছি যে—যদিও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিতে গেলে, একপুত্রের দত্তকত্ব পাপজনক হইতে পারে, কিন্তু তা'হ'লেও একপুত্র যদি একবার দত্তকরূপে দত্ত ও প্রতিগৃহীত হয়, তবে তাহা আর উলটায় না। (খ)

মান্দ্রাজে ইহা ছাড়া আরও ২।৩টি মোকদ্দমায় একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল। তবে তাহাতে নূতন কথা তত বেশী কিছুই নাই। চিন্না গাউণ্ডাম ও কুমার গাউণ্ডামের মোকদ্দমায় প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারেই প্রধানতঃ ঐ সকল মোকদ্দমা বিচারিত হইয়াছিল। (গ)

(ক) Balusu gurulngaswami v. Balusu Ramalakshmamna. (From Madras) Radhamohan v. Hardai Bibi. (From Allahabad) I. L. R. XXII Mad. 398.

(খ) Narayanswami v. Kuppaswami, I. L. R. 11. Mad. 43.

(গ) 1. Veerpermall Pillay v. Narain Pillay. Mad. H. C. Rep. vol II. p. 129.
2. Tanjore Raja's case, cited in 1 Strange. p. 126.
3. Arnachellun Pillay v. Joyswami Pillay. Mad. S. D. 1817, p. 154.

১৩

এলাহাবাদ।

১৮৭৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্টে সর্ব্বপ্রথম একছেলের দত্তকত্ব সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা উঠে (ক)। ঐ মোকদ্দমায় ফুলবেঞ্চে চারিজন বিচারপতি মিলিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, একছেলে দত্তক হইতে পারে। (খ)

উহাতে বিচারপতি ষ্টুয়ার্ট বলেন,—"১৮০৬ সালে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে আরও দুইটী একপুত্রের দত্তকবিষয়ক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। একছেলে দত্তক দিলে বা নিলে তাহা আইন অনুসারে সিদ্ধ হয় না ইহাই সেই বিচারে সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মানিবার কোনই হেতু নাই। কেননা ঐ বিচারপ্রণালী বড় অসারতায় পূর্ণ এবং বাহ্যিক কারণের উপর স্থাপিত। পল্লবগ্রাহিতায় পরিপূর্ণ।"

"কলিকাতা, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইএর হাইকোর্ট সমূহে এই একছেলের দত্তকত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, দত্তক একবার নিলে বা দিলে তাহার আর অন্যথা হয় না। কলিকাতার প্রধান বিচারপতি রেহন সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে—যতই দোষাবহ হউক না কেন, দত্তক একবার হইলে, তাহা আইনতঃ সুসিদ্ধ।"

"বোম্বাইএও বিচারপতি ওয়ার্ডেন এবং জীবস্ বলিয়াছিলেন, যদি একবার, একপুত্রের স্থলেও ঐ ছেলে গৃহীত হয়, এবং আবশ্যক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা আর বদলায় না।"

"মান্দ্রাজে চিন্না গাউণ্ডামদের মোকদ্দমার সময়েও প্রধান বিচারপতি স্কট্‌ল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন যে, একপুত্রের স্থলে দত্তকত্ব যে সিদ্ধ হইবে, তাহা, উপরি লিখিত প্রমাণাদি অনুসারে আমিও তাহা স্বীকার করিতেছি।"

বিচারপতি পিয়ারসন বলেন "একপুত্রের দত্তকত্ব হিন্দু শাস্ত্রানুসারে—নিন্দনীয় হইলেও কেহই একথা বলেন নাই যে, ঐ প্রকার দত্তক অসিদ্ধ হইবে। স্যর টমাস ষ্ট্রেন্জ স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন 'জ্যেষ্ঠ পুত্র বা এক

(ক) Mayne's H. L. 163.

(খ) Hanuman Tewari v. Charai, I. L. R. 11 Allahabad, 164

পুত্রের দানের যে নিষেধ, তাহা শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্র। তদ্রূপ ছেলে দত্তকরূপে পরিগৃহীত হইলে তাহাতে দত্তক অসিদ্ধ হয় না। ক্যাকটাম ভ্যালেট অনুসারে বরং তাহা উত্তম বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।' ষ্ট্রেন্জের এই মত সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই প্রায় সমাদৃত হইতেছে, বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং আমিও তাঁহার মতেরই অনুসরণ করিতেছি; অর্থাৎ এক ছেলের দত্তকত্ব আইনতঃ সিদ্ধ।"

বিচারপতিগণের অন্যতম টার্ণার সাহেবের মত অন্যরকম—তিনি বলেন, "ওপ্রকার দত্তক আইনতঃ সিদ্ধ হইতে পারে না।" তাঁহার মত এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নহে।

বিচারপতি ওলড্ ফিল্ড্ বলেন—"একছেলে দিলে বা নিলে দোষ হয় ইত্যাদি যে সকল নিষেধ-শাস্ত্র দেখিতে পাই, উহা একটা নৈতিক বন্ধনমাত্র। দত্তক-মীমাংসা-অনুসারে বংশ-বিচ্ছেদ হয় বলিয়া একপুত্র দান দুষ্য বটে, কিন্তু তা বলিয়া দত্তক অসিদ্ধ কিছুতেই করিতে পারে না। বালম্ভট্টও বলিয়াছেন যে, একছেলে দিলে বা নিলে দাতা গ্রহীতা উভয়েরই দোষ—কিন্তু দান অসিদ্ধ হয় না; এই প্রকার তাৎপর্য্যই হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে"।

১৪

এলাহাবাদ।

১৮৯২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে, এলাহাবাদ ফুলবেঞ্চে, ঐ হাই-কোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত মামুদ এবং ইয়ং মহোদয় দ্বয়, বেণীপ্রসাদ এবং হর দাই বিবির মোকদ্দমা (I. L. R. 14 Allaha. P. 76) উপলক্ষে কএকটী প্রশ্ন করেন। তাহার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন এই যে—"যদি একপুত্রকে দত্তক লওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু আইন অনুসারে ঐ দত্তক বৃথা অর্থাৎ "বাতিল" (অসিদ্ধ) হয় কিনা?"

সমবেত চারিজন জজ একমতে ঐ মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত করেন—"বারাণসীর স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের মতানুসারে, একপুত্র স্থলে ঐ পুত্রকে দত্তক-রূপে দান করা, পাপজনক এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কিন্তু তা হ'লেও, তাদৃশ দত্তক একবার দত্ত এবং গৃহীত হইলে তাহা আর বৃথা বা অসিদ্ধ হইতে পারে না, এবং ঐ স্থলে "ফ্যাক্টাম্ ভ্যালেট্" প্রযুক্ত হইতে পারে—ঐ

প্রকার যাবতীয় স্থলেই ঐ নিয়ম প্রযুক্ত হওয়া উচিত। (ক) এই মোকদ্দমার বিচার করিতে যাইয়া প্রধান বিচারপতি মহাশয়—উমাদেবী এবং গোকুলানন্দ দাসের মোকদ্দমায় (L. R. 5. I. A. 40.) প্রিভি কাউন্সিল, "ফ্যাক্ট্যাম্ ভ্যালেটের" উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া দেখাইয়াছেন—যে, "প্রিভি কাউন্সিল বলেন "ফ্যাক্ট্যাম্ ভ্যালেট্" ভারতের সকল প্রদেশে সমানভাবে চলে না। বঙ্গীয় সম্প্রদায় যদিও ইহাকে মানিয়া চলেন—কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সকলে ততটা মানে না। তা'হলেও মান্দ্রাজ হাইকোর্ট চিন্না গাউণ্ডাম ও কুমার গাউণ্ডামের মোকদ্দমায় এবং বোম্বাই হাইকোর্ট "ব্যঙ্কাত্রব আনন্দ্রব ও নিম্বলকার ও জয়চন্দ্রব রানৃভাইক্ত (4 Bom. H. E. Rep A. C. 191) এর মোকদ্দমায় ঐ "ফ্যাক্ট্যাম্ ভ্যালেট্" অনুসারে বিচার করিয়াছেন। আবার ওদিকে রাজা উপেন্দ্রলাল ও রাণী প্রসন্নময়ীর মোকদ্দমার সময়ে কলিকাতায় ও নিয়মের প্রতি কোনও প্রকার জোর দেওয়া হয় নাই।" এই মোকদ্দমার উপসংহার করিতে যাইয়া প্রধান বিচারপতি বলিতেছেন যে, "এক পুত্রের দত্তকরূপে দান হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ ও পাপজনক হইলেও, আমি অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক বুঝিতেছি যে—এক পুত্রের দত্তকরূপে দান একবার সম্পন্ন হইলে তাহার আর অন্যথা হয় না। ফ্যাক্ট্যাম্ ভ্যালেট্—রূপ আইনের মূলতত্ত্ব—এই প্রদেশে এই প্রকার মোকদ্দমায়—অবশ্য প্রযুক্ত হওয়া উচিত। আমি প্রথমে ওয়েষ্ট্রপ এবং টার্ণার প্রভৃতির সিদ্ধান্তানুসারে, একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী ছিলাম—কিন্তু পরে বোম্বাই হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের "বিশেষ কারণ ব্যতীত ফুলবেঞ্চের সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়া তৎ তৎ হাইকোর্টের উচিত নহে" এই সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইলাম। এটী অতি পরিষ্কার এবং সরল মোকদ্দমা। সেই হনুমান তেওয়ারী এবং

(ক) According to the Benaress school of Hindu Law, the giving in adoption of an only son is sinful, and what extent contrary to the Hindu Law; but the adoption of such a son, having taken place in fact, is not null and void; and the 'maxim' quod fieri non debuit factum valet' is applicable and should be applied o such an adoption.'

Beni Prasad V. Hardai Bibi. I. L. R. 14 Allahabad P. 67.

চিরিয়াই এর মোকদ্দমায়, এই হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ হইতেই ১৮৭৯ সালে সিদ্ধান্ত হইয়াছে—এবং সেই সিদ্ধান্তানুসারে এত দিন যাবৎ এই প্রদেশে এক পুত্রের লওয়া এবং দেওয়া চলিয়া আসিতেছে। ফুলবেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর সকলেরই যথেষ্ট আস্থা আছে। সেই সিদ্ধান্তমতে ঐ প্রকার কত দত্তক হইয়াছে, তাহাদের বিবাহাদি হইয়াছে—তাহারা সম্পত্তি প্রভৃতির অধিকারী হইয়া দীর্ঘকাল ভোগ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং আজ কি করিয়া আমি সেই প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করিব?"

১৫-২০

পাঞ্জাব।

পাঞ্জাব চিফকোর্টে ১৮৬৪ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত ৬টী মোকদ্দমা হয় (ক)। ছয়টীই একপুত্রের স্থল। এই ছয়টীতেই একপুত্র দত্তক সিদ্ধ হয়। মান্দ্রাজে চিন্না গাউণ্ডামের মোকদ্দমায় এবং এলাহাবাদে হনুমান্ তেওয়ারী ও চিরিয়াই এর মোকদ্দমায় যেমন "ফ্যাক্টাম ভ্যালেট্" প্রযুক্ত করিয়া দত্তক সিদ্ধ করা হইয়াছিল, পাঞ্জাবেও ঠিক ঐ প্রকার "ফ্যাক্টাম্ ভ্যালেট্" অনুসারে অর্থাৎ "একবার দত্তক দিলে ও নিলে তাহার আর অন্যথা হয় না" আইনের এই মূলতত্ত্ব অনুসারে, ঐ ছয়টী মোকদ্দমাতেই একপুত্র দত্তক আইনতঃ সুসিদ্ধ হয়। শুধু ১৮৭২ সালে তেজসিং ও সুচেৎ সিং এর মোকদ্দমায় একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ হয় (খ)। "ফ্যাক্টাম্ ভ্যালেট্" অনুসারে যখন

(ক) 1.—Hari Singh vs. Gulaha Singh.
Punjab Records 1874. p. 183.
2.—Sardoo Diwan Singh vs. Musst Subbon.
Do. 1878. p. 233.
3.—Hostinney vs. Jaymal Singh. Do 1881. p. 135.
4. Taba vs Sinchuru Do. 1883. p. 506.
5.—Hukum Singh vs Mungal Singh.
Do. 1886. p. 82.
6.—Gunda Mull vs Musst Rudhi.
Do. 1886. p. 119.

(খ) Teja Singh vs Sochat Singh.
Punjab Records 1872. p. 73.

ছয়টী মোকদ্দমাতেই একপুত্র দত্তক সিদ্ধ হইল, তখন আর তাহার রায় প্রভৃতি তুলিবার দরকার দেখি না।

'একপুত্রের স্থলে, সেই পুত্রকে দত্তকরূপে দান করিলে, তাহাতে দাতার মাত্র দোষ হয়, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ঐ একপুত্রের দান নিন্দনীয় সুতরাং শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও, দান ও প্রতিগ্রহ একবার যথারীতি হইয়া গেলে, তাহা আর অসিদ্ধ হয় না'—এই সিদ্ধান্ত মতে ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্টে এবং প্রিভিকাউন্সিলে যে সকল মোকদ্দমায় একপুত্রের দত্তকত্ব আইনতঃ সিদ্ধ (Valid) হইয়াছে—তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কতগুলিতে, কি কি যুক্তি অনুসারে, একপুত্র সিদ্ধ হইল, তাহা দেখাইয়াছি। আরও অনেক এক পুত্রের দত্তক ঘটিত মোকদ্দমা হইয়াছে; কিন্তু সে গুলিও ঐ একই প্রকারে সিদ্ধান্তিত বলিয়া তাহাদের আর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

নবম অধ্যায়।

এক পুত্রের দত্তকত্বের অশাস্ত্রীয়তা।

যাঁহারা 'এক পুত্রের দত্তকত্ব শাস্ত্র-গর্হিত, কথনও কোনও মতেই তাদৃশ দত্তক সিদ্ধ হইতে পারে না'—এই কথা বলেন,—আমি এখন, তাঁহাদের মতের পরিপোষক যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি আছে, তাহা দেখাইতেছি।

১। বশিষ্ঠ বলেন 'মাতা ও পিতার শোণিত এবং শুক্র হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়। পুরুষের জন্মের প্রধান কারণই—মাতা এবং পিতা।'

'সেই পুরুষের প্রদান বিক্রয় এবং ত্যাগ বিষয়ে মাতা এবং পিতারই একমাত্র কর্তৃত্ব। তাঁহারাই একমাত্র সমর্থ।'

'একপুত্র দান করিবে না, বা একপুত্র গ্রহণও করিবে না। কেন না সেই একমাত্র পুত্রই পূর্ব্বপুরুষগণের বংশ রক্ষার কারণ।'

"স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোক কখনও পুত্রের দান বা গ্রহণ করিবে না।" (ক)

২। বৌধায়ন বলেন—"আমি পুত্র পরিগ্রহ-বিধি ব্যাখ্যা করিতেছি—মাতা ও পিতার শোণিত ও শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয়, সুতরাং তাহার উৎপত্তির কারণ মাতা পিতা। সেই পুত্রের প্রদান পরিত্যাগ ও বিক্রয়ে মাতা পিতার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। একপুত্র কদাচ দান করিবে না বা গ্রহণও করিবে না। কেন না ঐ একমাত্র পুত্রই তাহার পূর্ব্ব পিতৃগণের বংশরক্ষার প্রধান কারণ। স্ত্রীলোকে পতির অনুমতি বিনা পুত্রের দান বা গ্রহণ করিবে না।" (খ)

৩। যাজ্ঞবল্ক্য—স্মৃতির ব্যাখ্যাতা অপরার্ক, যাজ্ঞবল্ক্যের দত্তক লক্ষণের ব্যাখ্যাবসরে "মাতা এবং পিতা আপৎকালে জলের দ্বারা যে পুত্র দান করেন, তাহাকে দত্তক কহে।" এই মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া, "আপৎ" শব্দের দুর্ভিক্ষাদি, অথবা গ্রহীতার পুত্রাভাবরূপ আপদ্—এই প্রকার অর্থ করিয়া পরে—বশিষ্ঠের "একপুত্র দান করিবে না বা গ্রহণও করিবে না" ইত্যাদি সমস্ত সূত্রগুলি তুলিয়া বলিয়াছেন যে,—কি প্রকারে দান করিতে হইবে, মাত্র ইহাই দেখাইবার জন্য বলা হইল 'একছেলে দান করিবে না।' এই যে একপুত্রের নিষেধ, ইহা বিক্রয় পরিত্যাগ প্রভৃতিতেও

(ক) "শোণিতশুক্রসম্ভবঃ পুরুষো মাতা-পিতৃ-নিমিত্তকঃ। ১।
তস্য প্রদানবিক্রয়ত্যাগেষু মাতা-পিতরৌ প্রভবতঃ। ২।
নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা। ৩।
স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্। ৪।
ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বান্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ।" ৫।

বশিষ্ঠধর্ম্মশাস্ত্র পৃঃ ৪৪।
(Fuhrer.)

(খ) পুত্রপরিগ্রহমাহ বৌধায়নঃ—"পুত্রপরিগ্রহবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শোণিতশুক্রসম্ভবঃ পুরুষো মাতাপিতৃনিমিত্তকঃ। তস্য প্রদান-পরিত্যাগ-বিক্রয়েষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ। নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা। স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্। ন স্ত্রী পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বান্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ।"

সংস্কারকৌস্তুভ, পৃঃ ৫৭—খ, Litho, Bombay.

দত্তকমীমাংসা, (ভরতচন্দ্র শিরোমণিঃ ২য় এডি) পৃঃ ১৮।

দত্তকমীমাংসা, (মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন) পৃঃ ১০৪। বিবাদতাণ্ডব পৃঃ ৫৩, ক্ষঃ খঃ পুঁথি।

প্রসক্ত হইবে। কেননা 'একপুত্র গ্রহণ করিবে না' ইহার হেত্বন্তর দেখাইতেছেন, "শ্রুতিতে আছে যে, একের দ্বারা অনেক পূর্ব্বপুরুষগণের ত্রাণ হয়। অতএব যাহার ভ্রাতা প্রভৃতি অভিজন আছে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে, অন্যকে নহে। (ক)

(৪) আপস্তম্বের ব্যাখ্যাকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ হরদত্ত তদীয় গ্রন্থে আপস্তম্বের সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—"অপত্যের দান প্রতিগ্রহ ক্রয় বিক্রয় কিছুই করিতে নাই। মনু দ্বাদশ বিধ পুত্রের মধ্যে দত্তক এবং ক্রীত পুত্রেরও যখন উল্লেখ করিয়াছেন—তখন এই যে আপস্তম্ব সূত্রে 'অপত্যের দান, প্রতিগ্রহ বা ক্রয় নিষেধ করা হইয়াছে'—ইহা সামান্যতঃ নিষেধ নহে—অর্থাৎ অপত্যের দান প্রতিগ্রহ বা ক্রয় কখনও একে বারেই যে করিতে পারিবে না—ইহা ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য নহে।" "তবে ইহা কি?" বলিয়া নিজেই প্রশ্ন করিয়া নিজে উত্তর দিতেছেন যে—এই নিষেধ জ্যেষ্ঠপুত্র বিষয়ক, একপুত্র বিষয়ক এবং স্ত্রীবিষয়ক। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্রের বা একপুত্রের দান প্রতিগ্রহণ বা ক্রয়—কিছুই হইতে পারে না। স্ত্রীলোকে পুত্রের দান, প্রতিগ্রহণ বা ক্রয় করিতে পারে না। এই বলিয়াই তিনি বশিষ্ঠের এক পুত্রের দান-প্রতিগ্রহ-নিষেধক সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। (খ)

(ক) "মনুঃ—মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥"

অদ্ভিরিতি সকলধর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। আপদি দুর্ভিক্ষাদৌ অথবা গ্রহীতুরাপদি সুতাভাবে।

বশিষ্ঠঃ—'শোণিতশুক্রসম্ভবঃ'—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ততঃ "বিজ্ঞায়তে হ্যেকেন বহূংস্ত্রায়তে ইতি।"

"নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ" ইতি দদাতি-প্রদর্শনার্থঃ। তেন বিক্রয়াদাবপ্যয়ং নিষেধো ভবতি। অত্র হেতুত্বেন শ্রুতিমুপন্যস্যতি—'বিজ্ঞায়তে হ্যেকেন বহূংস্ত্রায়ত ইতি, একেন পুত্রেণ বহূন্ পূর্ব্বজান্ ত্রায়ত ইতি। তস্মাজ্জাতাভিজনমেব গৃহ্নীয়াৎ নেতরম্ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।"

অপরার্ক টীকাসহিত যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি (আনন্দাশ্রম) পৃঃ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮।

(খ) "পুত্রপ্রসঙ্গেন আহ—
'দানং ক্রয়ধর্ম্মশ্চাপত্যস্য ন বিদ্যতে'

(অত্র হরদত্তঃ)—"দানগ্রহণেন বিক্রয়ো গৃহ্যতে ত্যাগ-সাম্যাৎ। "ক্রয়ধর্ম্ম" ইতি চ প্রতিগ্রহণস্যাপি গ্রহণম্, ধর্ম্মগ্রহণাৎ, স্বীকার-সাম্যাচ্চ। অপত্যস্য দান-প্রতিগ্রহ-ক্রয়-বিক্রয়া

৫। রঘুনন্দন তদীয় উদ্বাহতত্ত্ব গ্রন্থে, দত্তক গ্রহণের প্রকার বিবৃত করিতে যাইয়া বশিষ্ঠের সূত্র কএকটীর উদ্ধার পূর্ব্বক স্বমত খ্যাপন করিয়াছেন—'একপুত্রের দান বা গ্রহণ উভয়ই নিষিদ্ধ'। (ক)

৬। সংস্কার-কৌস্তুভ বলেন, "স-ভ্রাতৃক অর্থাৎ যাহার ভ্রাতা আছে এমন ধারা ছেলে লইতে হইবে। শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন। অপরাপর স্মৃতিতে ইহাও কথিত আছে যে, জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহণ করা যায় না।" (ইহার পরই কৌস্তুভকার বৌধায়নের পুত্র-পরিগ্রহ-বিধির উল্লেখ করিয়া—একপুত্র যে কোনও মতেই দান করা যায় না, বা গ্রহণ করাও যায় না, তাহা দৃঢ় করিয়াছেন। আমরা বৌধায়নের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করিয়াছি।) (খ)

৭। নির্ণয়সিন্ধুও বশিষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন যে,—সেই পুত্রকে হোমাদি পুরঃসর জলদ্বারা দান করিতে হইবে। ঐ স্থলেই বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে, একপুত্র দান বা গ্রহণ করিতে নাই, কেন না ঐ পুত্রই পূর্ব্বপুরুষগণের বংশরক্ষার কারণ। (এই ভাবে সমস্ত বশিষ্ঠসূত্রগুলি তুলিয়া নিজের বক্তব্য দৃঢ় করিয়াছেন। (গ)

ন কর্ত্তব্যাঃ। দ্বাদশবিধেষু দত্তক্রীতয়োরপি পুত্রয়োঃ মন্বাদিভিঃ পঠিতত্বাৎ নায়ং সামান্যেন প্রতিষেধঃ। কিং তর্হি? জ্যেষ্ঠপুত্রবিষয়ঃ, একপুত্রবিষয়ঃ, স্ত্রীবিষয়ো বা। তথাচ বশিষ্ঠঃ ইতি।"

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, পৃঃ ২৮১, মহীশূর।

(ক) উদ্বাহতত্ত্ব—(বঙ্গবাসী) পৃঃ ৪২।

(খ) স-ভ্রাতৃকস্য এব গ্রাহ্যত্বং সূচিতং শৌনকেন, 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা, স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং' ইতি; জ্যেষ্ঠভিন্নোঽপি গ্রাহ্য ইত্যপি স্মৃত্যন্তরে সূচিতং 'ন জ্যেষ্ঠং পুত্রং দদ্যাৎ ইতি'।

"শৌনকোঽহং প্রবক্ষ্যামি পুত্রসংগ্রহমুত্তমম্।
নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন।
বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ। ইত্যাদি

সংস্কারকৌস্তুভ, পৃঃ ৪৩, ৪৪। (Litho, Bombay)

(গ) 'স চ হোমোত্তরং জলপূর্ব্বকং দেয়ঃ। ন বাঙ্মাত্রেণ, ব্যাহৃতিভির্হুত্বা ইতি বশিষ্ঠোক্তেঃ। তত্রৈব বশিষ্ঠঃ—নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা।'

নির্ণয়সিন্ধু, পৃঃ ১৯৪ (বোম্বাই)

৮। স্মৃতি-চন্দ্রিকাকার দেবানন্দভট্ট (দেবন্নভট্ট) তদীয় গ্রন্থে বলেন, "স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির শাসন বিষয়ে পিতার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে, সত্য, কিন্তু 'পুত্রের দান বা বিক্রয়ে পিতার কোনই প্রভুত্ব নাই' এই যে স্মৃতি-বচন, আর—'স্ত্রী এবং পুত্র ব্যতীত,—যাহাতে কুটুম্বগণের কষ্ট না হয়, এমন ভাবে, তুমি তোমার সব দিতে পার' এই যে যাজ্ঞবল্ক্যবচন—এই দুই বচনে যে 'পুত্র দেওয়া যায় না' এই কথা আছে—ইহা 'সুত-শূন্য বিষয়ক' অর্থাৎ পুত্রান্তর না থাকিলে, মাত্র এক পুত্রকে দান বা বিক্রয় করা যায় না, এই তাৎপর্য্য-মূলক। ঐ স্থলেই বলিয়াছেন, 'পুত্র দান করিলে সন্তান বিচ্ছেদের আপত্তি হয় অর্থাৎ একপুত্রের স্থলে যদি সেই পুত্রটীকেই দান কর, তাহা হইলে বংশক্ষয় হয়।' এই জন্যই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে—এক ছেলে দিতে নাই বা নিতেও নাই। কেননা সে পূর্ব্ব পিতৃগণের বংশ রক্ষার হেতু। আবার অনেক পুত্রের মধ্যেও, যে মাতা এবং পিতার বিয়োগ-সহনক্ষম—তাহাকেই দান করিতে হইবে। নারদ যে বলিয়াছেন, 'নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ গচ্ছিত ধন, স্ত্রীপুত্র, বংশ থাকিতে ধনাদি সর্ব্বস্ব, এই সমুদয়, মানুষ যতই বিপদে পড়ুক না কেন, কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না, আচার্য্যগণ এই কথা বলিয়াছেন'—ইহাতে একপুত্রের স্থল অর্থাৎ 'একপুত্র দিতে পারিবে না' এই নারদোক্ত পুত্রের দান-নিষেধক বচন যদি একপুত্র-বিষয়ক না হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় দত্তকবিধি-বোধক বচনের উহার সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।" (ক)

(ক) যত্তু স্মৃত্যন্তরং 'সুতস্য সুতদারাণাং বশিত্বং চানুশাসনে। বিক্রয়ে চৈব দানে চ বশিত্বং ন সুতে পিতুরিতি,' যচ্চ যাজ্ঞবল্ক্যেন উক্তম্—"স্বকুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারসুতাদৃতে" ইতি তদ্বচনদ্বয়মনেকবিষয়সুতশূন্যবিষয়ং, তত্রাহ পুত্রদানে কৃতে সন্তানবিচ্ছেদাপত্তেঃ। অতএব বশিষ্ঠঃ 'নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ—প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং ইতি,' অনেকপুত্রেষ্বপি যো মাতাপিতৃবিয়োগ-সহনক্ষমঃ স এব দেয়ঃ।

স্মৃতিচন্দ্রিকা—(Sanskrit College Ms.) পৃঃ ১৫৯ (ক)।

যত্তু নারদেন উক্তং "নিক্ষেপঃ পুত্রদারাশ্চ, সর্ব্বস্বং চান্বয়ে সতি। আপৎস্বপি হি কষ্টাসু বর্ত্তমানেন দেহিনা। অদেয়ান্যাহুরাচার্য্যা ইতি তদপ্যেকপুত্র-বিষয়ং—অন্যথা পূর্ব্বোক্ত বচনবিরোধস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ।"

স্মৃতিচন্দ্রিকা পৃঃ ১৫৯। (খ)

চন্দ্রিকাকার আপদ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, পিতার পক্ষে দুর্ভিক্ষাদি বিপদ্ অথবা প্রতিগ্রহীতার পক্ষে পুত্রের অভাবরূপ আপদ্। (ক)

৯। বিবাদতাণ্ডব দত্তকের লক্ষণ বলিতে যাইয়া মনুবচনের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পিতা অথবা তাঁহার অনুজ্ঞা অনুসারে মাতা যে ছেলেকে দান করেন—বা গ্রহণ করেন, সে-ই হইল দত্তক। তার পর বশিষ্ঠ এবং বৌধায়ন সূত্র তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক ছেলে দেওয়া বা লওয়া এ দুইএর কিছুই বৈধ নহে। (খ)

১০। ধর্ম্মসিন্ধুসারে কাশীনাথ উপাধ্যায় বলেন—"কোনও কোনও দেশে বৈদিক বিধি ব্যতীতও মাত্র দাতা এবং গ্রহীতার সম্মতি ও রাজপুরুষাদির অনুমতি থাকিলে, লৌকিক উৎসব ও উপনয়নাদি সংস্কার করিয়া ছেলে লইলেই সেই ছেলের প্রতিগ্রহীতা তাহার পিতৃপদবাচ্য হইলেন—এই প্রকার দেখা যায়। কিন্তু ইহার মূল কোথাও খুজিয়া পাই না।"

'এক পুত্র দেওয়া বা লওয়া বিধি নহে' এইটী, আর 'জ্যেষ্ঠপুত্র দেওয়া বিধি নহে' এইটী—এই দুইটী প্রমাণের দ্বারা 'যে ব্যক্তির অনেক ঔরস-পুত্র আছে, সে-ই পুত্র দান করিতে পারিবে'—ইহাই বিহিত হইতেছে। কোনও অপুত্র ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করার পর তাহার এক ঔরস-পুত্র হইল, তখন সে ব্যক্তি একাধিক পুত্রবান্ হইলেও ঐ দত্তককে বা ঐ ঔরসকে দান করিতে পারিবে না। (গ)

(ক) "আপদি—দুর্ভিক্ষাদৌ। অথবা গ্রহীতুরাপদি পুত্রাভাবে। স্মৃতিচন্দ্রিকা পৃ ৫৫।

(ভরতশিরোমণি)

(খ) "পিত্রা তদনুজ্ঞয়া মাত্রা বা দত্তো গৃহীতো বা দত্তকঃ। মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি। সদৃশং প্রীতি-সংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥ ইতি মনূক্তেঃ। বশিষ্ঠবৌধায়নৌ—শুক্রশোণিত-সম্ভবো মাতা-পিতৃ-নিমিত্তকঃ পুরুষঃ, তস্য প্রদান-পরিত্যাগ-ক্রয়েষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ। নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্বা সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং। ইত্যাদি"। (বিভিন্ন পুস্তকধৃত বশিষ্ঠবৌধায়ন বচনে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যাইতেছে)।

বিবাদতাণ্ডব, পৃঃ ৫৯ (Sanskrit College MS.)

(গ) "ক্বচিদ্দেশে বৈদিক-বিধিং বিনাপি দাতৃ গৃহীতৃ-সম্মতি-রাজপুরুষাদ্যনুমত্যাদি-

১১। ব্যবহার-ময়ূখ-নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে নীলকণ্ঠ বলেন—যে,—"বিজ্ঞানেশ্বর বলেন—'আপৎ শব্দের উল্লেখ থাকায় আপদ না ঘটিলে পুত্র দান করা উচিত নহে, এই যে নিষেধ করা গেল—ইহা দাতারই পুরুষার্থ। (অর্থাৎ—এই নিষেধ অতিক্রম করিলে দাতার প্রত্যবায় হইবে মাত্র, সুতরাং এই নিষেধের পালন দাতারই উপকারক অতএব তাহারই পুরুষার্থ)। ইহা ক্রত্বর্থ নহে।' (অর্থাৎ এই নিষেধ না মানিলে কোনও প্রকার বৈধ কার্য্য অসিদ্ধ হয় না।) বিজ্ঞানেশ্বরের এই মতটী ঠিক নহে। কারণ দত্তকপুত্রের গ্রহণ বা দান বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে—তাহা দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে—দত্তক-পুত্র-করণ অদৃষ্টার্থের জন্য, অর্থাৎ পারলৌকিক ফলের জন্যই করিতে হয়। সুতরাং ইহা ক্রত্বর্থ—অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রের দ্বারাই প্রাপ্ত হইতেছে।" (ইহার তাৎপর্য্য এই—দত্তক-পুত্রের দ্বারা যে পারলৌকিক উপকার হয়, তাহা শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রমাণদ্বারা জানিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, দত্তক-পুত্র-গ্রহণ-বিষয়ে যে নিষেধ আছে—সে নিষেধকে পুরুষার্থ নিষেধ অর্থাৎ প্রত্যবায়মাত্র সাধক বলা যাইতে পারে না—উহা পর্য্যুদাস বলিতেই হইবে। পর্য্যুদাসরূপ নিষেধ না মানিলে নিষিদ্ধ বস্তু অসিদ্ধই হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত) সুতরাং নীলকণ্ঠের মতে ঐ নিষেধ পর্য্যুদাস বলিয়া—এক পুত্র দান করা যায় না। করিলে তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ পর্য্যুদস্ত হয়। (ক)

লৌকিকব্যাপারমাত্রেণ উপনয়নাদি-সংস্কার-করণমাত্রেণ চ সপিণ্ডে পিতৃত্বসিদ্ধি-ব্যবহারো দৃশ্যতে। তত্র পুত্রত্বং নোপলভ্যতে।

"অন্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা" ইতি, "ন জ্যেষ্ঠং পুত্রং দদ্যাৎ" ইতি চ,—অত্র ঔরসানেক-পুত্রেণ পুত্রদানং কার্য্যং ইতি বিধীয়তে। তেন পূর্ব্ববদ্ দত্তকো গৃহীতঃ, ততঃ ঔরসঃ পুত্রো জাতঃ, তাদৃশানেক-পুত্রেণ দত্তক, একল ঔরসো বা ন দেয়ঃ"।

ধর্ম্মসিন্ধুসার, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ—১৩, (Sanskrit College MS.)

(ক) "আপদ্ গ্রহণাদ্ অনাপদি ন দেয়ঃ। অয়ং নিষেধো দাতুরেব পুরুষার্থো ন ক্রত্বর্থঃ ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। তন্ন—অস্য বাক্যাদ্ অদৃষ্টার্থত্বয়া ক্রত্বর্থাবগমাৎ।"

ব্যবহার-ময়ূখ, দত্তকপ্রকরণ, পৃ ৩৯। (Mandlik)

১২। দত্তকমীমাংসা বলেন যে—"এখন কি প্রকার পুত্র করিতে হইবে—এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য শৌনক বলিতেছেন—এক-পুত্রক ব্যক্তি কখনও পুত্রদান করিবে না। যাহার বহুপুত্র আছে, সে যত্নসহকারে (অর্থাৎ নিজের বংশ অব্যাহত থাকিয়া পরের বংশ রক্ষা হউক—এই ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে) পুত্রদান করিবে। একটীমাত্রই পুত্র যাহার সে এক-পুত্রক, এতাদৃশ একপুত্রক ব্যক্তি কদাচ পুত্র দান করিবে না। কেননা বশিষ্ঠও বলিয়াছেন যে, এক পুত্র কখনই দান করিবে না। নিজের স্বত্ব-নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরের স্বত্বের উৎপাদনের নামই যখন দান, আর পরের স্বীকার ব্যতীত যখন স্বত্বের উৎপাদনই হইতে পারে না—তখন এ স্থলে দান এই শব্দের দ্বারা শুধু যে "দেওয়া" এইটুকুই পাওয়া যাইতেছে—তাহা নহে। পরের স্বীকার অর্থাৎ প্রতিগ্রহও ইহার সাথে আপনিই আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং এস্থলে একপুত্র ব্যক্তির পুত্র দানের যে নিষেধ করা হইয়াছে—উহাতে গ্রহণও নিষেধ করা হইয়াছে, এই জন্যই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে 'এক পুত্রের কখনো দানও করিবে না, গ্রহণও করিবে না—কেন না, সে-ই তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের বংশ-রক্ষার কারণ।" (ক)

এই স্থলে দত্তকমীমাংসাকার আরও বলিতেছেন—"সেই পুত্রই বংশরক্ষার কারণ—এই কথা বলায়—এক পুত্রের দানে সন্তানবিচ্ছেদ অর্থাৎ বংশের ধ্বংসরূপ পাপ জন্মে। আর 'প্রতিগ্রহও করিবে না'—এইপ্রকার বলায়—ঐ পাপ দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা—উভয়েরই হইবে।" (খ)

(ক) "ইদানীং কীদৃশঃ পুত্রীকার্য্য ইত্যত আহ শৌনক 'নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ। ইতি' এক এব পুত্রো যস্য ইতি একপুত্রঃ তেন তৎ-পুত্রদানং ন কার্য্যম্ 'নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা ইতি' বশিষ্ঠ-স্মরণাৎ। অত্র স্ব-স্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক-পরস্বত্বাপাদনস্য দানপদার্থত্বাৎ পরস্বত্বাপাদানস্য চ পরপ্রতিগ্রহং বিনা অনুপপত্তেস্তমপি আক্ষিপতি। তেন প্রতিগ্রহ-নিষেধোঽপি অনেনৈব সিধ্যতি। অতএব বশিষ্ঠঃ। নত্বেবৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা' ইতি, তত্র হেতুমাহ 'স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং" ইতি। দত্তক-মীমাংসা, পৃ ৬৯।

(মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন)

(খ) "সন্তানার্থত্বাভিধানেন একস্য দানে সন্তান-বিচ্ছিত্তি-প্রত্যবায়ো বোধিতঃ স চ দাতৃ-প্রতি-গ্রহীত্রোরুভয়োরপি—উভয়শেষিত্বাৎ।" দত্তকমীমাংসা, পৃ ৭০।

এই পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"বশিষ্ঠাদির বচনে 'প্রতিগ্রহণ করিবে না' এই স্পষ্ট নিষেধ শ্রবণে, আর 'সেই ছেলেই বংশরক্ষার কারণ' এই কথায় বংশনাশরূপ পাপ হইবে—এই প্রকার বোধে, অনেকেই এই স্থলের নিষেধকে "উভয়রূপ" অর্থাৎ পর্য্যুদাস ও প্রসজ্য-প্রতিষেধ—এই দুই রকমই বলেন।" (ক)

১৩। দত্তকচন্দ্রিকা বলেন—"একপুত্র দান করিবে না বা গ্রহণও করিবে না—কেননা ঐ একমাত্র পুত্রই পূর্ব্বপুরুষগণের বংশরক্ষার কারণ—এইটী দ্ব্যামুষ্যায়ণ স্থলাতিরিক্ত-স্থলে প্রযোজ্য। অর্থাৎ শুদ্ধ দত্তকাদিস্থলে ঐ বিধি প্রসক্ত হইবে।" (খ)

"কে পুত্রদান করিতে পারে—এ সম্বন্ধে শৌনক বলিয়াছেন—'এক পুত্রক ব্যক্তি কখনও পুত্র দান করিবে না। যাহার বহু পুত্র আছে, সেই দান করিবে। দ্বিপুত্রক ব্যক্তিরও যদি অপর পুত্রের নাশ হয়, তাহা হইলে বংশ ধ্বংস হইতে পারে—সেই জন্য যাহার দুইএরও অধিক—অর্থাৎ বহুপুত্র আছে, সে-ই দানে সমর্থ।" (গ)

(ক) অত্র মহামহোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন কৃতটীকা—

"অত্র তু 'ন প্রতিগৃহ্নীয়াদিতি' বশিষ্ঠাদিবচনে সাক্ষান্ নিষেধ-শ্রুতেঃ, 'স হি সন্তানায়' ইত্যনেন সন্তান-বিচ্ছিত্তি-জন্য-প্রত্যবায়-প্রতীতেশ্চ পর্য্যুদাসতা প্রসজ্যতা চ' ইতি বহবঃ।

দত্তক মীমাংসা, পৃ ৭০।

(খ) "নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং ইতি এতস্য দ্ব্যামুষ্যায়ণেতর-বিষয়ে সাবকাশত্বাৎ" দত্তকচন্দ্রিকা, পৃ ১০।

(মধুসূদন)

(গ) "কেন পুত্রো দেয় ইত্যাহ শৌনকঃ=

'নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন।

বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ॥' ইতি

দ্বিপুত্রস্যাপি পুত্রদানে অপরপুত্রনাশে বংশ-বিচ্ছেদমাশঙ্ক্যাহ 'বহুপুত্রেণ' ইতি।

দত্তকচন্দ্রিকা, পৃ ১০,

(মধুসূদন)

১৪। অনন্তভট্ট তদীয় দত্তক-দীধিতি-গ্রন্থে বলিয়াছেন—"যে জ্যেষ্ঠ নয়, যাহার ভ্রাতা আছে, (অর্থাৎ যে, পিতার একপুত্র নয়) এমন ধারা সবর্ণ-পুত্র গ্রহণ করিতে হইবে।" (ক)

"একপুত্রক ব্যক্তি পুত্রদান করিবেন না, যাঁহার বহুপুত্র আছে, তিনিই দান করিবেন'—এই শৌনক-বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে—যাহার ভ্রাতা বিদ্যমান আছে—এবংবিধ পুত্রই গ্রাহ্য। বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—একপুত্র দান করিবে না—গ্রহণও করিবে না—কেননা—সে-ই পূর্ব্বপুরুষগণের বংশ-রক্ষক।" (খ)

"অন্যান্য স্মৃতিতেও জ্যেষ্ঠপুত্র দান করিবে না' ইহাদ্বারা জ্যেষ্ঠ ভিন্ন পুত্র গ্রহণ করিতে হইবে ইহা সূচিত হইয়াছে।" (গ)

১৫। কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থাপক পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয়, তদীয় দত্তককৌমুদী নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"এই দত্তক ব্যাপারে আরও একটু বিশেষ আছে—একপুত্রক ব্যক্তি পুত্র দান করিলেও সে দান অসিদ্ধ। কেননা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন 'একপুত্র দান করিবে না' এবং শৌনকও বলিয়াছেন—'একপুত্রক ব্যক্তি কখনও পুত্রদান করিবে না' স্মৃতিরত্নাবলী, দায়ভাগ-বিবেক ও বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির উক্তি অনুসারে এস্থলে,—'একপুত্র দান করিবে না' এই নিষেধ 'দীক্ষিত দিতেছে না'—ইহার ন্যায় ঠিক হইয়াছে বলিয়া ইহার পর্য্যুদাসার্থকতাই সুসঙ্গত।" (ঘ)

(ক) "সবর্ণোঽপি সভ্রাতৃকো জ্যেষ্ঠভিন্নঃ"

দত্তকদীধিতি (বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।) পৃঃ ২

(খ) "সভ্রাতৃক এব গ্রাহ্য ইতি সূচিতং শৌনকেন 'নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ ইতি।' বশিষ্ঠোঽপি নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা, স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্—ইতি। ঐ, পৃঃ ৬।

(গ) "জ্যেষ্ঠভিন্নোঽপি গ্রাহ্য ইত্যপি সূচিতং স্মৃত্যন্তরে 'ন জ্যেষ্ঠং পুত্রং দদ্যাৎ' ইতি।

ঐ পৃঃ ৬।

(ঘ) "একপুত্রেণ কৃতমপি পুত্রদানং ন সিধ্যতি 'নত্বেকং পুত্রং দদ্যাদিতি' বশিষ্ঠস্মরণাৎ। 'নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন' ইতি শৌনকীয়াচ্চ। অত্র নঞঃ পর্য্যুদাসার্থতা,

(এস্থলে একটা বক্তব্য আছে—পণ্ডিত রামজয় তদীয় দত্তককৌমুদী গ্রন্থের একস্থলে, 'নিরাপৎকালে পুত্র দিতে নাই' এই নিষেধের প্রসজ্য-প্রতিষেধতা করিয়াছেন,—তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি,—আবার এস্থলে 'একপুত্র দিবে না' এই নিষেধকে তিনি পর্য্যুদাস বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?)

১৬। সাদারল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, "একমাত্র পুত্র শুদ্ধ দত্তকরূপে প্রদত্ত হইতে পারে না, তবে দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইতে পারে, কেননা ইহাতে পিণ্ডলোপের আশঙ্কা নাই।" (ক)

১৭। স্যর ফ্রান্সিস্ মেক্‌নাটন সাহেব বলেন যে "একপুত্রের দান একটী অপরিশোধ্য দোষ। জ্যেষ্ঠপুত্রের দান তত গর্হিত বলিয়া সমাজে বিবেচিত হয় না—একপুত্রের দান যত গর্হিত দোষাবহ ও ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হয়।" তিনি এই কথা বলিয়াই বিরত হয়েন নাই। পরন্তু বীরপারমাল্ ও নারায়ণ পিলের মোকদ্দমায় তিনি, স্যর টমাস ষ্ট্রেন্‌জ সাহেব, একপুত্রকে দত্তকরূপে দেওয়ার অনুকূলে যে মত প্রচার করিয়া ছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন। (খ)

১৮। কোলব্রুক ও 'এক পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না'—এই প্রকার মত দিয়াছিলেন। (গ)

'দীক্ষিতো ন দদাতি,' একং পুত্রং ন দদ্যাদিতি-বৎ পর্য্যুদাসত্বৈব সম্ভবাৎ ইতি স্মৃতিরত্নাবলী দায়ভাগবিবেক-বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যোক্তেরিতি"। দত্তককৌমুদী, পৃ ২৮৩, তথা দত্তকশিরোমণি পৃ ১২৭।

(ক) "Synopsis, Head Second. *Vide* ব্যবস্থাদর্পণ পৃ ৯৬২।

(খ) Considerations on Hindu Law, P. 147.

(গ) 2 Strange's Hindu Law. P. 107.

Vide Mayne's Hindu Law. P. 182.

দশম অধ্যায়।

একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ,—নজির।

'একপুত্র স্থলে ঐ পুত্রকে দত্তক দেওয়া যাইতে পারে না'—এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল স্পষ্ট নিষেধ আছে, আমি তাহার কতকগুলি দেখাইয়াছি। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বহুল। যখন ভারতের যে কোনও প্রদেশেই কোনও নূতন হিন্দু রাজা সিংহাসনে বসিতেন, তখন, বসিয়াই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কাজ ছিল, তৎতদ্দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা পূর্ব্বক, ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনঃ সমন্বয়চ্ছলে, মনের মতন করিয়া নূতন নিবন্ধ প্রণয়ন করান। এই প্রথা প্রাচীন কাল হইতে বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। (ক)

সেই সমুদয় ভূরি ভূরি আচার এবং ব্যবহারশাস্ত্র এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই গ্রন্থ-নিচয়ের যত গুলি পাওয়া যায় বা গিয়াছে,—এই সংস্কৃতকালেজের বিশাল পুস্তকালয়ে যতদূর সংগৃহীত আছে, তাহা হইতে এক এক পংক্তি করিয়া, আমার আলোচ্য-বিষয়ের অনুকূল প্রমাণ তুলিয়া দিতে গেলেও, এপ্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই জন্য, আর কতকটা নিষ্প্রয়োজন বোধেও, আমি সে কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ে, একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়া, যে সকল দত্তক গৃহীত হইয়াও 'একপুত্র' বলিয়া অসিদ্ধ হইয়াছে, আমি এখন সেই সকল মোকদ্দমার মধ্যে কতিপয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া পরে, ঐ একপুত্রের দত্তকত্বসিদ্ধির অনুকূল এবং প্রতিকূল মত-দ্বয়ের সমালোচনা করিব।

১

কলিকাতা, সদরদেওয়ানী।

১৮২৪ সালে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে নন্দরাম ও কাশীপাঁড়ের যে মোকদ্দমা হয় (3 Bengal Sel. Rep, 310 (232), তাহাতে স্থির হয়

(ক) M. M. H. P. Shastri's Report of A. S. B. 1905.

যে, বিহার প্রদেশে হিন্দুর যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তদনুসারে একপুত্র দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে না। (ক)

এই মোকদ্দমায় সদর আদালতের পণ্ডিতগণের নিকট আদালত প্রশ্ন করেন যে, ত্রিহুতপ্রদেশের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে একপুত্র কি দত্তকরূপে গ্রহণ করা যায়? ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন—"বিহার প্রদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, কাহারও একমাত্র পুত্র দত্তকরূপে গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ সুতরাং বে-আইন। কেন-না শাস্ত্রে একপুত্রের দান এবং গ্রহণ উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অথচ ঐ দান এবং গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত না হইলে, দত্তক 'দত্তক' বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না।"

"দত্তকমীমাংসা এবং দত্তকচন্দ্রিকায় ধৃত বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, একপুত্রের দান বা গ্রহণ করিতে নাই—কেন-না একমাত্র সে-ই পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদাতা, তাহার অভাবে পিণ্ডলোপ হয়" ইত্যাদি।

পণ্ডিতগণের এই মত শুনিবার পর, প্রধান বিচারপতি এবং চতুর্থ বিচার-পতি (যাঁহাদের নিকট এই মোকদ্দমা হইতেছিল—তাঁহারা) নিম্ন আদালতের মতানুসারে, ঐ একপুত্র দত্তক অসিদ্ধই স্থির করিলেন। (খ)

(ক) বলা বাহুল্য যে, এই মোকদ্দমায় বিচারপতি এবং পণ্ডিতগণ, বিহারের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া যে দত্তকমীমাংসা এবং দত্তকচন্দ্রিকার নাম করিয়াছেন, তাহা কেবল বিহারের নহে— ভারতের বহুপ্রদেশের দত্তক সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র। তবে দত্তকচন্দ্রিকা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গেই সমধিক আদৃত।

(খ) A special appeal having been admitted from the above decree by the Sudder Dewanny Adawlut, it was deemed requisite to put the following interrogatories to the Hindu Law officers of the Court :—Is it allowable, according to the Law current in Tirhut, to adopt an only son? * * * To these interrogatories the pandits replied that according to the law current in Behar, the adoption in the dattaka form of an only child was illegal, as the gift and acceptance of an only son were both prohibited, without which formalities, a Dattaka adoption cannot be carried into effect. * * * Authorities :—"Let no man give or accept an only son, since he must remain to raise up a progeny for (the obsequies of) ancestors · nor &c. &c." Vashishtha, cited in the Dattaka Chandrika. Sel. S. D. A. Rep. Vol. III p. 232 (New Ed. p. 310.)

২

কলিকাতা—হাইকোর্ট।

১৮৭৮ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্টে, প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ এবং বিচারপতি মার্কবি সাহেবের এজলাসে, মাণিক চন্দ্র দত্ত ও ভগবতী দাসীর দত্তকসংক্রান্ত যে মোকদ্দমা উঠে, (ক) তাহাতে উক্ত বিচারপতিদ্বয় সিদ্ধান্ত করেন যে, বঙ্গের হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এক পুত্রের দত্তকত্ব অসিদ্ধ; এই নিষেধ উচ্চ বর্ণ হইতে নিম্নবর্ণ শূদ্র পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। এই মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারপতি মার্কবি বলেন—"এই মোকদ্দমায় মাণিকচন্দ্র বলিতেছেন যে, তিনি যখন দত্তকরূপে গৃহীত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিগ্রহীতা রাজকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দত্তকত্ব আইনতঃ সিদ্ধ। বিচারপতি কেনেডি, রাজা উপেন্দ্রলাল রায় ও রাণী প্রসন্নময়ীর মোকদ্দমার (1. B. L. R. A. C. 221) নজির দৃষ্টে স্থির করেন যে, এই প্রকার দত্তক অসিদ্ধ, কেন না, গ্রহণকালে ঐ দত্তক তাহার জনক পিতার একমাত্র পুত্র ছিল। আমাদের কাছে এখন এই মোকদ্দমা আপিলের জন্য আসিয়াছে, সুতরাং দেখিতে হইবে, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে এই এক পুত্র দত্তক অসিদ্ধ কি না? এ সম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমি দত্তক সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রমাণ শাস্ত্রের আলোচনা করিযাছি। এ সম্বন্ধে, বোধ হয় (১৮১৩) রাণী ভূধোরান্ ও হেমুক্কুল সিংহের মোকদ্দমাই (2 Sel. Rep. 59) সদর দেওয়ানী আদালতে প্রথম উপস্থিত হয়।"

"এই মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ তাহার বিরোধী ব্যক্তির দত্তকত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল।

"বলিয়াছিল যে,—ও ব্যক্তি যখন একমাত্র পুত্র তখন ও কিছুতেই দত্তক হইতে পারে না।

"কোর্টের পণ্ডিতেরাও এই কথাই বলিয়াছেন যে,—একপুত্র বলিয়া উহার দত্তকত্ব অসিদ্ধ হইয়াছে। (২২১ পৃঃ দেখ), কিন্তু ঐ মোকদ্দমায় এই বিষয়টার উপর ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

(ক) I. L. R. Cal. III. pp. 443—463.

"রাজা সমসের মাল ও রাণী দেলরাজ কোঁয়ারের যে মোকদ্দমা হয়,তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতগণের মতানুসারে, সমসের মালের পিতা তেজ মালের দত্তকত্ব, এক পুত্র বলিয়া অসিদ্ধ হইবে স্থির হয়। তবে যদি দ্ব্যামুষ্যায়ণ দত্তক হয়, তবে তৎ-সম্বন্ধে পৃথক কথা।"

"তার পরের মোকদ্দমা নন্দরাম ও কাশী পাঁড়ের। ১৮২৪ সালের তারিখ থাকিলেও ঐ মোকদ্দমার প্রকৃত পক্ষে ১৮২৩ সালে নিষ্পত্তি হয়।"

"ঐ মোকদ্দমায় পণ্ডিতগণের মতানুসারে, একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ বলিয়া সদর আদালত প্রাদেশিক আদালতের রায়ই বাহাল রাখেন। অর্থাৎ ঐ দত্তক একপুত্র বলিয়াই অসিদ্ধ—এই কথা বলিয়া দেন। * * *"

"চারি জন জজ দুইবার করিয়া এই মোকদ্দমা শুনিয়া,ঐ 'একপুত্রের দত্তকত্ব সম্বন্ধে' বিশেষভাবে বিচার করিয়া শেষে, 'ঐ একপুত্র, দত্তক রূপে গৃহীত হইলেও তাহা অসিদ্ধ' এই কথা বলেন।"

"দেবীদয়াল ও হরহর সিংএর (4 Sel, Rep. 320) মোকদ্দমায় প্রতিবাদিকে তাহার দত্তকত্বের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে হয়।"

"কেন-না তাহার পিতার সে একমাত্র পুত্র ছিল। ক্রমে সদর-আদালতে এই মোকদ্দমা আফিলে আইসে।"

"তথায় পণ্ডিতগণ জিজ্ঞাসিত হইয়া মত দেন যে,—'দ্ব্যামুষ্যায়ণ বিনা শুদ্ধ দত্তক, একপুত্রের স্থলে হইলে, তাহা সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।"

"এই পণ্ডিতগণের কথার প্রামাণ্য স্বীকার পূর্ব্বক বিচারপতি মাননীয় মিঃ সিলি ও মিঃ লীচেষ্টার, ঐ একপুত্রের দত্তকত্ব আইন অনুসারে অসিদ্ধ স্থির করিয়া দেন। 'ঐ প্রকার দত্তক অসিদ্ধ'—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।"

"১৮৩০ সাল হইতে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তত একটা বড় মোকদ্দমা আর দেখি নাই।"

"এর শেষ বৎসরে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন, জজ ট্রেভার, সামুয়েল ও বেলী। ঐ মোকদ্দমায় আদালত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, 'একপুত্র না হ'লেও জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বাদী দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে না। একপুত্র ত পারেই না।"

"আমি যতদূর জানি, তাহাতে সদর আদালতে যে যে মোকদ্দমা হইয়াছে, তাহার নাম করিলাম। তবে সুপ্রিমকোর্টে একটা মোকদ্দমায়

একপুত্রের দত্তক হওয়ার অনুকূলে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। ১৮৩৭ সালে এই মোকদ্দমা হয়। বাদীপ্রতিবাদী জয়মণি দাসী ও শিবসুন্দরী দাসী। ঐ মোকদ্দমায় একপুত্র দত্তক সিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ মোকদ্দমার বিচারটী এতই অস্পষ্ট যে, বিচারকগণ, কি একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করিলেন, না দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিয়া ঐ প্রকার দত্তক সিদ্ধির অনুকূলে মত দিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। যদি দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিয়া ঐ দত্তক সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে আমরা, তাহার কথা না তুলিলেও পারি। কেন-না ওটী আমাদের বিচার্য্যস্থল নহে। তারপর আরও দুইটী মোকদ্দমা আইসে, সে দুইটীও ঐ প্রকার এক পুত্রের স্থল। কিন্তু ঐ দুইটীতে একপুত্রের দত্তকত্ব কৃত বা কৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধ হয়। কেন-না কৃত বা কৃত্রিম দত্তকে জনক পিতার বংশও রক্ষিত হয়। ঐ প্রকার দত্তকে জনকবংশের লোপ হয় না। তাহা হইলেই দাঁড়াইল যে, যে স্থলে, একমাত্র পুত্র, তথায় ঐ পুত্রের দত্তককরণের প্রতি প্রধান বাধা এই যে, ঐ পুত্র দত্তক হইলে জনক বংশের ধারা লোপ হয়। পরন্তু পূর্ব্বপুরুষ গণের শ্রাদ্ধাদি অবশ্য-করণীয় ক্রিয়া আর অনুষ্ঠিত হয় না। ঐ প্রকার দত্তক অসিদ্ধ হওয়ার ইহাই মুখ্য কারণ।"

"তারপর এই হাইকোর্টে আর এক মোকদ্দমা আইসে,—বিচারপতি জ্যাক্সন ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়-দ্বয় এই মোকদ্দমার বিচার করেন। এই মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী ছিলেন, রাজা উপেন্দ্র লাল রায় ও রাণী প্রসন্নময়ী।

"এই মোকদ্দমায়, 'একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে কি না' এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে যাইযা প্রায় অধিকাংশ শাস্ত্রীয় গ্রন্থই আলোচিত হয়। এবং পরিশেষে একপুত্রের দত্তকত্ব অসিদ্ধ হয়।"

"একপুত্রের দত্তকতা সম্বন্ধে—কোলব্রুকের মত এই যে,'দ্ব্যামুষ্যায়ণ-স্থলাতিরিক্ত-স্থলে এক পুত্র দত্তক গৃহীত হইতেই পারে না। কেননা দ্ব্যামুষ্যায়ণেতর স্থলে এপ্রকার দত্তক শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।"

"মেক্‌নাটন্ বলিয়াছেন যে,—একপুত্রের দত্তকত্ব একেবারেই নিষিদ্ধ। একপুত্রের দান বা গ্রহণ এ দুইএর কোনটীই হইতে পারে না। এক পুত্রের দান বা গ্রহণে অপরিশোধ্য দোষ ঘটে।"

"তিনি আরও বলেন—'যদি কোনও ব্যক্তি, তাহার বংশের ধারা

বিচ্ছিন্ন করিয়া, পিতৃপিতামহগণের উদ্দেশে যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার রোধ করিয়া, নিজের ভবিষ্যতের সকল প্রকার আশা ভরসা—অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, নিজে চিরদিনের মত অন্ধকারে থাকিয়া শাস্তিভোগ করিতে রাজী থাকে, তবে সেই ব্যক্তিই তাহার একমাত্র পুত্রকে দত্তক দিলেও দিতে পারে। হিন্দু আইনে—এক পুত্রের দান যেপ্রকার বিশেষ-ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই দেখি না।”

“জ্যেষ্ঠ পুত্রের দানের চেয়েও একপুত্রের দান আরও গর্হিত,আরও হেয়। এখন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকারদের মত দেখিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকারদের গ্রন্থ হইতেই হিন্দু-ল বাহির করিতে হয়, এবং এইজন্যই ইঁহাদের মত নির্দ্ধারণ করা অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাঁহারা যে কি বিধি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা অতি কষ্টকর। জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, উপেন্দ্রলাল রায় এবং রাণী প্রসন্নময়ীর মোকদ্দমায় (1 B. L. R., A. C, 221-224) ঠিক্ করেন যে, ‘দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে ধর্ম্ম-বিধি ও আইন-বিধির কোনই পার্থক্য নাই।’ যদি এই মত গ্রহণ করা যাইত, তবে বিষয়টী সহজ হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু আমার মতে ধর্ম্মবিধি ও আইনবিধি, এতদুভয়ের পার্থক্য এত দৃঢ়রূপে স্থাপিত যে, উহা অগ্রাহ্য করা সমীচীন নহে। হিন্দু-লএর সমস্ত বিষয়ই যখন এক হিসাবে ধর্ম্মের অন্তর্ভূত, তখন কেন যে এই পার্থক্য দত্তকবিষয়ে খাটিবে না, তাহা বুঝা যায় না। সমস্ত দিক্ দেখিয়া শুনিয়া, জষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র ‘ঐ পার্থক্য, জ্যেষ্ঠ পুত্রের দত্তকগ্রহণের বেলায় খাটিবে, এই সিদ্ধান্ত করেন। (জানকী দেবী এবং গোপাল আচার্য্যের মোকদ্দমা, I. L. Rep. 2 Cal, 365), ঐ সিদ্ধান্ত আমিও স্বীকার করি।”

“এ পর্য্যন্ত কেবল (নিম্নস্থ) চারিটী মোকদ্দমায় ‘একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে কি না’—এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং মীমাংসিত হইয়াছে।

১। নন্দরাম ও কাশী পাঁড়ে (সদর দেওয়ানী আদালত)।

২। রাজা উপেন্দ্রলাল ও রাণী প্রসন্নময়ী (কলিকাতা হাইকোর্ট)।

৩। গৌণ্ডাম ও গৌণ্ডাম (মান্দ্রাজ হাইকোর্ট)।

৪। নিম্বলকার ও রামদীন (বম্বে হাইকোর্ট)।”

“ইঁহার মধ্যে প্রথম দুইটী একপুত্রের দত্তকত্বের বিরুদ্ধে। আর মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর মোকদ্দমা দুইটীতে একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ বলিয়া স্থির হয়। ইংরাজ

আইন-লেখকগণের মধ্যে কোল্‌ব্রুক্, মেকনাটন্-দ্বয়, সাদারলাণ্ড্ এবং বিচারপতি ষ্ট্রেন্‌জ্—ইহাঁরা সকলেই বলেন যে, একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ। সুধু ইংরাজী আইনের রচয়িতা স্যর্ টমাস্ ষ্ট্রেন্‌জ্, এবিষয়ে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতাদের বিরুদ্ধবাদী একমাত্র জগন্নাথের মতানুসারে, একপুত্র দত্তক সিদ্ধ বলিয়াছেন।"

"সুতরাং আমি মনে করি যে, দত্তক সম্বন্ধে যে বিস্তৃত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সকলগুলিই—অথবা সকল গুলি না হইলেও, বঙ্গে প্রচলিত শাস্ত্রের অধিকাংশই যখন একমাত্র পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধির প্রতিকূল, তখন আজ আমি যদি এই একপুত্রের স্থলে দত্তকসিদ্ধির অনুকূলে মত দেই, তাহা হইলে আমাকে, জ্যাক্‌সন্, দ্বারকানাথ মিত্র এবং সদর আদালতের চারি জন জজ, অতি সতর্ক ভাবে, বিশেষ বিবেচনার সহিত, যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে হয়। ইহা মাত্র ফুল্ বেঞ্চ্ করিতে পারেন। যেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী নজির বা শাস্ত্রের সহিত আমাদের মতভেদ হয়, অথবা যেখানে শাস্ত্র বা প্রামাণিক নজিরাদির মধ্যেই মতভেদ থাকে, সেই খানেই আমরা, মোকদ্দমা ফুল্ বেঞ্চে পাঠাইতে পারি। আমার বিবেচনায়, বঙ্গদেশের প্রমাণশাস্ত্রে এরূপ কোনও মতভেদ নাই। যদিও আমার মতে একমাত্র পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হওয়া উচিত, তথাপি কেবল ঐ হেতুতে এ মোকদ্দমা ফুল্ বেঞ্চে পাঠান যায় না। বস্তুতঃ, প্রমাণীভূত শাস্ত্রাদির উপরে আমি, যতদূর সম্ভব হয়, মনোযোগ দিয়াছি, এবং তাহাতে আমার ইহাই বোধ হইয়াছে যে, যে সকল স্থলে দত্তক সিদ্ধ হইলে, দত্তকের জনক-পিতার বংশ লোপ হয় এবং তদীয় পিতৃপুরুষের স্বর্গাদি-সাধনের হানি হয়, সেই সমস্ত স্থলেই বঙ্গদেশে দত্তক অসিদ্ধ হইবে।"

"এই নিয়ম শূদ্রের উপর খাটিবে না,' এইরূপ কোনও প্রমাণ যখন পাওয়া যায় না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বঙ্গদেশস্থ সকল শ্রেণীর হিন্দুর পক্ষেই, যে স্থলে একপুত্র দত্তক সিদ্ধ হইলে দত্তকের জনক-পিতার বংশলোপ হয়, এবং তদীয় পূর্ব্বপুরুষের স্বর্গলাভ সাধনের হানি হয়, তথায় তাদৃশ দত্তক অসিদ্ধ হইবে।"

বিচারপতি গার্থ বলেন:—'আমার ভ্রাতা মার্কবি যে উপসংহার করিলেন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম। আমি মনে করি যে, প্রামাণিক

শাস্ত্রাদির অধিকাংশের মতেই বঙ্গদেশে একমাত্র পুত্রের দত্তকত্ব অসিদ্ধ। আমি এ বিষয়ে শূদ্রের জন্য কোন পার্থক্য করিবার উপযুক্ত কারণ দেখি না।”

৩

কলিকাতা—।

১৮৬৮ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে, রাজা উপেন্দ্রলাল রায় ও রাণী প্রসন্নময়ীর যে মোকদ্দমা উঠে, তাহতে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় বলেন যে “ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বাদী তাহার পিতার একমাত্র পুত্র। একপুত্রের দত্তকত্ব হিন্দু আইনের বিরুদ্ধ, সুতরাং বাদীর দত্তকত্বও অবশ্য অসিদ্ধ।”

“এক পুত্রের দত্তকত্ব যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ইহাতে কাহারও কিছু বক্তব্য নাই। এ সম্বন্ধে, যে দুই খানি পুস্তক বিশেষ প্রমাণ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, সেই দুই খানিই অর্থাৎ দত্তকমীমাংসা এবং দত্তকচন্দ্রিকা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, ‘এপ্রকার দত্তক কখনও লওয়া যাইতে পারে না। ইহা নিষিদ্ধ’ (Dattaka Mimamsa, sec. IV. 1. Krsna kisora Ghosa). দত্তক চন্দ্রিকা ও (Secion 1. 2.) বলিয়াছেন যে, একপুত্র কদাচ দত্তক হইতে পারে না। তঁহাদের ধৃত বশিষ্ঠ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পুরুষগণের বংশ লোপ হয় বলিয়া তাদৃশ দত্তক কদাচ দিবে না বা লইবেও না। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ নিষেধ দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই তুল্য।”

“উপরে আমি যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিলাম, ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, একপুত্রের দত্তকত্ব হিন্দুশাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।”

“ইহাও কেহ কেহ বলেন যে, ঐ যে নিষেধ—উহা মাত্র একটা ধর্ম্মের বন্ধন। ঐ ধর্ম্মবন্ধনের অন্যথা করিলেও, যে দত্তক একবার লওয়া হইয়াছে, তাহার আর অন্যথা হয় না।”

“আমাদের নিকট ঐ মত তত সমীচীন বোধ হয় না। ইহাও স্মরণ করা উচিত যে, হিন্দুদের মধ্যে যে দত্তক প্রথা প্রচলিত আছে, উহা সম্পূর্ণরূপে একটী ধর্ম্মকার্য্য। যদিও ষোল আনা নয়, কিন্তু পনের আনা রকমে, ঐ দত্তকবিধির উদ্দেশ্যই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই উহার ভিত্তি। দত্তককরণ সর্ব্বতোভাবে

একটী ধর্ম্ম্যকার্য্য। কিন্তু ইহার বিশিষ্টতা এইটুকু যে, ইহাতে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও পার্থিব উদ্দেশ্য প্রায় একই রকমের। লৌকিক ও পারলৌকিক কারণ এক্ষেত্রে অবিভাজ্য। মনু বলেন যে, অপুত্র ব্যক্তি তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া, তর্পণ, পিণ্ড এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য সতত অতি আগ্রহ সহকারে পুত্রের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে। এই সমুদায়ের দ্বারা বেশ বুঝা যইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্ম হইতে কোন রকমেই দত্তককরণ পৃথক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ধর্ম্মবিধি ও আইন বিধিতে এখানে কোনও প্রকার পার্থক্য করা যায় না। অর্থাৎ যাহা ধর্ম্মের কার্য্য, তাহা আইনের বিধি দ্বারা অন্যথা করা যায় না"।

ইহার পর বিচারপতি দ্বারকানাথ অনেক যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা একপুত্রের দত্তকত্ব যে অসিদ্ধ, তাহা প্রমাণ করিয়া বলিতেছেন "—ইহা মনে স্থির করিতে হইবে যে, একপুত্রের দত্তক সম্বন্ধে যে নিষেধ আছে—উহা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের উপরেই সমভাবে প্রযোজ্য। কেন-না বংশনাশের হেতু দুই জনেই হইলেন।"

"এখন ইহা স্থির হইল যে, পূর্ব্বপুরুষগণের বংশের রক্ষা করাই হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে দত্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। আর যদি দত্তকগ্রহীতা, পিতার একমাত্র পুত্রকে দত্তক লইয়া ঐ বংশলোপ করেন, তাহা হইলে দত্তকগ্রহণের উদ্দেশ্য ও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল। (কেন-না—তুমি নিজের বংশ রক্ষা করিতে যাইয়া পরের বংশ লোপ করিলে।) ইহা সত্য যে factum Valet এর সিদ্ধান্ত কতকগুলি বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবহারাজীবগণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যদি ঐ নিয়মের অধিকার বাড়াইয়া উহা দত্তক-করণ-বিধিতেও প্রয়োগ করি, তাহা হইলে সকল প্রকার দত্তকই—তাহা হিন্দুশাস্ত্রে যতই নিষিদ্ধ হউক না কেন—পক্ষ প্রতিপক্ষগণ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের যতই বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ঐ শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করুন না কেন—তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।"

"চিন্না গয়গুাম ও কুমার গয়গুামের মোকদ্দমা নজির রূপে ধরিলে অবশ্য এ মোকদ্দমায় ফল বাদীর অনুকূলে যায়। কিন্তু আমরা উপরে যে সকল কারণ দেখাইলাম, তদনুসারে, বুঝিতে পারিতেছি না, যে; কি করিয়া বিজ্ঞ বিচারপতিগণ ঐ মোকদ্দমায় ঐপ্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন। অন্য দিকে আবার

আমাদের এই প্রদেশে দুইটী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, যে দুইটী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের এই মতের (অর্থাৎ একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ) অনুকূল। আর এস্থলে ইহা সবিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্যর উইলিয়ম ম্যাক্‌নাটন্ স্বয়ং অতি প্রশংসার সহিত ঐ দুই মোকদ্দমারই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম মোকদ্দমাটী তাহার Hindu Law এর ২য় ভাগে ১৭৮ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয়টী ১৭৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছেন। আমাদের অবশ্য ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, দত্তক-চন্দ্রিকা এবং দত্তক-মীমাংসার বিজ্ঞ অনুবাদকও, একপুত্র দত্তক সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করিতেছি, তাহাতে একমত হইয়াছেন।" (ক)

(ক) Rájá Upendra Lall Roy *V.* Srimati Rani Prasannamayi.
1 B. L. R., A. C. 221.

Mitter, J. :—"It appears that the plaintiff was the only son of his natural father, and as the adoption of an only son is contrary to the Hindu Law, the title set up by the plaintiff must necessarily fail. That the adoption of an only son is prohibited by the Hindu Shastras, is beyond all controversy. The two leading authorities on the subject, namely, the Dattaka-Mimamsa and the Dattaka-Chandrika, are unanimous in declaring that such an adoption should never be made :—

'By no man having an only son (ekaputra), is the gift of a son to be ever made.'

Dattaka-Mímámsá, Section IV. Verse I.

"He who has an only son, or one having an only son, the gift of that son *must never be made*. For as Vasistha declares, 'an only son let no man give.' Therefore a prohibition against acceptance is established by the text in question. Accordingly Vasistha says 'let no man give or accept.' Do. Verse 2.

"To this he subjoins a reason. 'For he is destined to continue the line of his ancestors.' His being intended for lineage being thus ordained : in the giit of an only son, the offence of extinction of lineage is implied. Now, this is incurred by the giver, and the receiver also.' (Ditto. Verse 3).

"By no man having an only son is the gift of a son ever to be made.' (Dattaka-Chandrika Sec. I.)

"The passages cited above are sufficient to show that the adoption of an only son is forbidden by the Hindu Law. It has been said, that the prohibition contained in these passages amounts to nothing more than a religious injunction, and that the violation of such an injunction cannot invalidate the adoption, after it has once taken place. We are of opinion that this contention is not sound. It is to be remembered that the institution of adoption, as it exists among the Hindus, is essentially a relegious institution. It originated chiefly, if not wholly from motives of religion; and an act of

(১৮৭৮ সালে দ্বারকানাথের এই সিদ্ধান্তানুসারে আর একটী মোকদ্দমায় একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ হয়, ইহা আমরা এই মোকদ্দমার পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি)।

---

adoption is to all intents and purposes a religious act, but one of such a nature that its religious and temporal aspects are wholly inseparable. 'By a man destitute of male issue only', says Manu, 'must the substitute for a son of some one description always be anxiously adopted, for the sake of the funeral cake, water, and solemn rites.'

"It is clear, therefore, that the subject of adoption is inseparable from the Hindu religion itself, and all distinction between religious and legal injunctions must be necessarily inapplicable to it. Suppose, for instance, that a son has been adopted by a childless widow without the permission of her husband, the prohibition against such an adoption is contained in the following passage :—

"Let not a woman either give or receive a son in adoption, unless with the assent of her husband.' Can it be said that such an adoption would be valid in law? It will be observed that the language employed in the preceding text is precisely similar to that employed in the text prohibiting the adoption of an only son ; and it would be difficult to suggest a reason why an adoption invalidated in one case for temporal purposes, upon considerations arising out of the religious view of the matter, should not be equally invalidated in the other case upon similar grounds. One of the essential requisites of a valid adoption is, that the gift should be made by a competent person, and the Hindu law distinctly says that the father of an only son has no such absolute dominion over that son as to make him the subject of a sale or gift. Such a gift, therefore, would be as much invalid as a gift made by the mother of the child, without the consent of the father. It is to be borne in mind that the prohibition in question is applicable to the giver as well as to the receiver, and both parties are threatened with the offence of 'extinction of lineage' in case of violation. Now the perpetuation of lineage is the chief object of adoption under the Hindu Law ; and if the adoptive father incurs the offence of 'extinction of lineage' by adopting a child who is the only son of his father, the object of the adoption necessarily fails. It is true that the doctrine of *factum valet* is to a certain extent recognized by the lawyers of the Bengal School ; but if we were to extend the application of this doctrine to the law of adoption, every adoption, when it has once taken place, will be, as a matter of course, good and valid, however grossly the injunctions of the Hindu Shastras might have been violated by the parties concerned in it. The case of China Gaundam V. Kumara Gaundam, is no doubt in favour of the appellant, but for the reasons stated above, we are unable to concur with the learned judges who decided that case. On the other hand we find two cases in our presidency which are directly in favour of

৪

কলিকাতা।

১৮২৮ সালে দেবীদয়াল ও হরিহর সিংএর মধ্যে (4 Bengal. Sel, Rep, 407 [320]) একপুত্র দত্তক লইয়া এক মোকদ্দমা হয়। বঙ্গের সদর আদালতে একপুত্র বলিয়া ঐ দত্তক অসিদ্ধ হয়। বিচারপতি দ্বারকানাথ একপুত্রের দত্তকত্বের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি এবং শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন, ঐ মোকদ্দমায় ও প্রধানতঃ ঐ ঐ যুক্তি এবং ঐ সকল শাস্ত্র অনুসারে মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত স্থির হয়।

৫

কলিকাতা।

১৮৭৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মার্কবি এবং রমেশচন্দ্র মিত্রের এজলাসে জানকীদেবী ও গোপাল আচার্য্যের যে মোকদ্দমা আইসে, (I. L. R. 2. Cal. 365.) তাহাতে স্থির হয় যে, বহুপুত্র স্থলে জ্যেষ্ঠপুত্রকে দত্তকরূপে দান বা গ্রহণ করা যাইতে পারে। একপুত্রের দান বা গ্রহণ অসিদ্ধ। এই মোকদ্দমার বিচারকালে, প্রসঙ্গ-ক্রমে বিচারপতিগণ বলিয়াছিলেন যে, উপরের ব্যাখ্যাত শাস্ত্রানুসারে ইহা বেশ পরিষ্কার হইতেছে যে, একপুত্রের স্থলে, দান বা গ্রহণ এই দুইই বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। (ক)

---

the view we have taken, and what is of still greater importance, both these cases have been cited with approbation by Sir William Macnaghten himself. The first case is reported in page 178, Volume 2 of his work on the Hindu Law, and the second is to be found in page 179 of the same volume. We may also observe that the learned translator of the Dattaka Chandrika and the Dattaka Mimámsá is of the same opinion"

"In 1878 this ruling was followed in another case, in which it was held that the adoption of an only son is invalid according to the Bengal school of Hindu Law, and the prohibition applies as well to Sudras as to the higher castes."

Tegore Law Lecture, 1888. P, 304.

(ক) 'From these passages it is clear that the gift and acceptance of an only son are strictly prohibited.'

ব্যবস্থাদর্পণ, প্রেসিডেন্ট, পৃঃ ৫২৯।

৬

কলিকাতা ও প্রিঃ কাউন্সিল।

নীলমাধব দাস ও বিশ্বম্ভর দাস প্রভৃতির একপুত্রের দত্তক বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা হয়, প্রিভিকাউন্সিলে তাহার আপীল হইলে—১৮১২ সালের ১২ই জুলাই তারিখে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারপতিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, একপুত্রের স্থলে দত্তক গৃহীত হইলেও, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা অসিদ্ধ। (ক)

(13 Moore I. A. 85 and B. L. R. Vol III. P. C.
p. 27,—Suth. W. R. Vol. XII. P, C. p 29)
Vide ব্যবস্থাদর্পণ, প্রেসিডেন্ট, ৪৪১।

৭—১১

বোম্বাই হাইকোর্ট।

১৮৬৯ সাল হইতে বোম্বে হাইকোর্ট, ভাস্কর ত্র্যম্বক আচার্য্য ও মহাদেব রামজী (6 Bom. H. C R. O. C. J. 1, (4) ; লক্ষ্মাপ্পা ও রামাভা (12 Bom. H. C. R. 364) ; রঙ্গবাই ও ভাগীরথী বাই (I. L. R. 2 Bom. 377) ; সোমশেখর ও সুধা বর্ম্মজী (I. L. R. 6 Bom. 524) কাশীবাই ও টাণ্টাই (I. L. R. 7 Bom. 221) এই পাঁচটী মোকদ্দমায়, কলিকাতা হাইকোর্টের রাজা উপেন্দ্রলালের মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিয়া আসিতেছিলেন। বোম্বে হাইকোর্টের ঐ সকল বিচার দৃষ্টে মেইন্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "বঙ্গদেশে একপুত্রের দত্তক বিষয়ে যে মত প্রচলিত আছে, বোম্বে হাইকোর্টও সেই দিকেই অগ্রসর হইবেন।" বস্তুতঃ বিজ্ঞ মেইনের অনুমান ঠিক, কেন-না বোম্বে হাইকোর্টে, বামন রঘুপতি

(ক) Held also that the presumption which arose from the religious duty of a childless Hindu adopt, was in this case, opposed to a strong presumption that a Hindu would not break the law by giving in adoption an eldest or an only son.—"

বোভা এবং কৃষ্ণজী কাশীরাজ বোভার (I. L. R. 14 Bom. 249) মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, একমাত্র পুত্রের দত্তকরূপে গ্রহণ হিন্দু আইন অনুসারে অসিদ্ধ। (ক)

১২

বোম্বাই।

১৮৮২ সালের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে, পূর্ব্বোদ্ধৃত সোমশেখর ও সুধাবর্ম্মজীর মোকদ্দমায় (I. L. R. 6 Bom. 524) রায় দিবার সময়, প্রধান বিচারপতি ওয়েষ্ট্রপ্ সাহেব সহকারী জজ নানাভাই হরিদাসের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, বাদীর মাতা দেবা তাহার মৃতস্বামীর একমাত্র পুত্র বাদীকে দত্তকরূপে দান করিয়াছে,—তাহার অনুকূলে কোনরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই, সুতরাং জেলা জজ ঐ দত্তক অসিদ্ধ স্থির করিয়াছেন, আমরা উভয়ে একমতে জেলাজজের ঐ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়রূপে অনুমোদন করিতেছি। (খ)

১৩

পাঞ্জাব।

১৮৭২ সালের পাঞ্জাব রেকর্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে, তেজসিং ও সুচেৎসিংএর দত্তক ঘটিত যে মোকদ্দমা হয়—তাহাতে পাঞ্জাব চীফ্‌কোর্টে সিদ্ধান্ত হয় "হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে একপুত্র দত্তক সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।"

প্রিভিকাউন্সিলে ও ভারতের প্রধান প্রধান বিচারালয়ে যে সকল মোকদ্দমায় "একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ" বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, সে গুলির মধ্যে প্রধান কএকটীর রায় তুলিয়া দেখাইলাছি। আরও যে সকল মোক-

---

(ক) Tegore Law Lecture, 1888, P. 304.

(খ) Westroph C. J.—
"Upon the following two grounds *viz.* first that Dewa had not any authority to give her son, the plaintiff, in adoption, he being at the time of the alleged adoption, the only existing son of her husband (then Deceased) his natural father etc. etc. We affirm the decree of the District Judge which holds the adoption to be invalid. + + + The decree of the District Judge is affirmed with costs."

দ্দমাতে একপুত্র বলিয়া দত্তক অসিদ্ধ হয়, সেগুলি প্রায় ঐ উদ্ধৃত মোকদ্দমার তুল্য-যুক্তিক বলিয়া সে সমুদায়ের রায় বা বিচারপতিগণের মন্তব্য প্রদর্শন করিলাম না।

একাদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বমীমাংসার আধিপত্য, বিধিভেদ ও বিধিবিচার।

একপুত্র স্থলে দত্তক সিদ্ধ কি অসিদ্ধ, এ বিষয়ে উভয় পক্ষেরই শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি, নিবন্ধকার গণের মত ও পরিশেষে এদেশের ও বিলাতের সর্ব্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত সকল, যথাস্থানে যথাক্রমে দেখাইলাম। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। উভয় পক্ষেই আইন ও শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ সুপণ্ডিত-গণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া বহুকাল হইতে পরস্পর-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ঐ সকল প্রমাণ তর্ক এবং যুক্তির গহন জাল ভেদ করিয়া—ঐ দুইটী মতের মধ্যে কোনটী প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, তাহা নির্ণয় করা, আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে যে কতদূর কঠিন অথবা অসাধ্য, তাহা ব্যবহারাজীব পণ্ডিতগণের অতি সহজেই অনুমেয়।

এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমি যে গুরুতর সাহসের কার্য্য করিয়া বসিয়াছি, সে বিষয়ে আমার মনে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে এই মাত্র আমি বলিতে সাহসী হইতেছি যে,—আমি যাহা কিছু বলিব, তাহার মধ্যে একটী কথাও আমার নিজের নহে। এদেশে চিরকাল প্রসিদ্ধি আছে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোনও বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বমীমাংসা-প্রদর্শিত-নিয়মানুসারে ঐ সকল বচনের ব্যাখ্যা করিয়া সন্দেহ নিরাস করিতে হইবে এবং তদনুসারেই ক্রমে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইবে। (ক) সুতরাং মীমাংসা-শাস্ত্রানুসারে একবার প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

(ক) আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।

মনুঃ।

একপুত্র স্থলে দত্তক গ্রহণ করা শাস্ত্রসিদ্ধ কি না—এই বিষয়ে উভয় পক্ষেই, আমি যত কিছু প্রমাণ যুক্তি ও তর্কের উপন্যাস করিয়াছি, সে সকল গুলির উপর প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে "নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্ বা" এই বশিষ্ঠ এবং বৌধায়ন সূত্রে যে "নঞ্" প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই নঞ্ কোন্ অর্থে ঋষিগণ ব্যবহার করিয়াছিলেন—তাহার একটা সুমীমাংসা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। ব্যবহারাজীব মাত্রেই বিদিত আছেন যে, নঞের দুইটী অর্থ আছে, একটী প্রসজ্য-প্রতিষেধ, আর একটী পর্য্যুদাস। বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন সূত্রে যে নঞ্ আছে, তাহার যদি প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ হয়, তাহা হইলে এক পুত্রকে দত্তকরূপে প্রতিগ্রহণ করা শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে। আর যদি ঐ নঞের অর্থ পর্য্যুদাস হয়, তাহা হইলে একপুত্র স্থলে দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং মীমাংসাশাস্ত্রে দর্শিত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত অনুসারে এই নঞের অর্থের বিচার করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম দরকার। এখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে,—ঐ উভয়বিধ নঞর্থের মধ্যে পর্য্যুদাসরূপ নঞের অর্থ জানিতে হইলে,—বিধি কাহাকে বলে, তাহাও জানা আবশ্যক,—কারণ বিধির সঙ্গেই পর্য্যুদাসরূপ নঞের সম্বন্ধ। প্রসজ্য-প্রতিষেধের সঙ্গে বিধির বড় একটা সম্বন্ধ নাই বলিলেও ক্ষতি নাই। এইজন্য নঞর্থ-নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, আমি বিধি-বিষয়ে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, বিষয়টী একটু নীরস হইলেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিজ্ঞ সমালোচকগণ, এই বিধি-বিচার অংশের প্রতি, আমার প্রার্থনামতে, অবধানদানে কৃপণ হইবেন না।

বিধি—অপ্যয়দীক্ষিত তদীয় সিদ্ধান্তলেশ নামক গ্রন্থে বিধির স্বরূপ ও বিভাগ প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, বিধি প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা। সামান্যতঃ 'বিধি' কাহাকে বলে?—প্রবর্ত্তক বাক্যের নাম বিধি। অর্থাৎ যে বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে বিধি কহে। (ক) ইহা সকলেরই জানা আছে

(ক) "তিস্রঃ খলু বিধের্বিধাঃ, অপূর্ব্ববিধিঃ, নিয়মবিধিঃ, পরিসংখ্যাবিধিশ্চেতি। তত্র-কালত্রয়েঽপি কথমপ্যপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তিফলকো বিধিরাদ্যঃ যথা ব্রীহীন্ প্রোক্ষতীতি। নাত্র-ব্রীহীণাং প্রোক্ষণস্য সংস্কারকর্ম্মণো বিনা নিয়োগং মানান্তরেণ কথমপি প্রাপ্তিরস্তি। পক্ষে

যে, লোকে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, ‘এই কার্য্যটী করিলে তাহার কোনরূপ ইষ্ট-সিদ্ধি হইবে’—এই প্রকার জ্ঞান যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই সে স্বইচ্ছায় সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ‘এই কার্য্য করিলে আমার এই অভিলষিত ফল সিদ্ধ হইবে’—ইহা নিশ্চয়ই ঐ বিধিবাক্য-দ্বারা সে বুঝিতে পারিয়াছে। না বুঝিলে ঐ কার্য্যে সে প্রবৃত্ত হইবে কেন?

‘প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে’॥

অপূর্ব্ব-বিধি—।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বিধিবাক্য আমাদিগকে যে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, সেই কার্য্য যে আমাদের ইষ্টসাধন, তাহা আমরা ঐ বিধিবাক্য দ্বারাই বুঝিয়া থাকি। ঐ ইষ্টসাধন—(যাহা আমরা বিধি-বাক্যের দ্বারা বুঝিতেছি,—) যে স্থলে ঐ বিধি-বাক্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি অন্য কোন প্রকার লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে কোন রকমেই বুঝা যায় না, সেই স্থলেই ঐ বিধির নাম অপূর্ব্ব-বিধি। যেমন বেদে আছে ‘স্বর্গকামো যজেত’ অর্থাৎ ‘যে স্বর্গ কামনা করে সে যাগ করিবে’। এই বিধিটিকে অপূর্ব্ব বিধি বলা যায়। কারণ ইহা দ্বারা আমরা বুঝিয়া থাকি যে, যাগ করিলে স্বর্গরূপ ইষ্ট লাভ হয়। ঐ স্বর্গরূপ ইষ্ট যে যাগের দ্বারা লাভ হয়,

---

প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তাংশ-পরিপূরণো বিধির্দ্বিতীয়ঃ,—যথা ব্রীহীন্ অবহন্তীত্যত্র বিধ্যভাবেঽপি পুরোডাশপ্রকৃতিদ্রব্যাণাং তণ্ডুল-নিষ্পত্ত্যাক্ষেপাদেবাবহননপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি ন তৎপ্রাপ্ত্যর্থো বিধিঃ, কিন্তু আক্ষেপাদবহননপ্রাপ্তৌ তদ্বদেব লোকাবগত-কারণত্বাবিশেষান্নখবিদলনাদিরপি পক্ষে প্রাপ্নুয়াৎ, ইত্যবহননাপ্রাপ্তাংশ-সম্ভবাৎ তদংশপরিপূরণফলঃ।

যয়োঃ শেষিণোরেকস্য শেষস্য বা, একস্মিন্ শেষিণি যয়োঃ শেষয়োর্ব্বা, নিত্যপ্রাপ্তৌ শেষ্যন্তরস্য বা—নিবৃত্তিফলকো বিধিস্তৃতীয়ঃ। যথা অগ্নিচয়নে ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য ইত্যশ্বাভিধানীমাদত্ত ইতি, যথা বা চাতুর্মাস্যান্তর্গতেষ্টিবিশেষে গৃহমেধীয়ে আজ্যভাগৌ যজতীতি।

সিদ্ধান্তলেশ। প্রথমপরিচ্ছেদ।
(মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।)

ইহা আমরা ঐ বিধিবাক্য বিনা অন্য কোনও উপায়েই বুঝিতে পারি না, তাই উহার নাম 'অপূর্ব্ব-বিধি'। (ক)

নিয়ম-বিধি—। (খ)

এমনও কোন স্থল দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানে আমরা, বিধি দ্বারা যে কার্য্যটিকে কোন প্রকার ইষ্ট-সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ঐ বিধি ছাড়া অন্য কোনও লৌকিক প্রমাণের সাহায্যেও ইষ্ট-সাধন বলিয়া বুঝিয়া থাকি। যেমন, ধান্যের ভিতর হইতে তণ্ডুল বাহির করিতে হইলে ধান্য গুলিকে অবঘাত করিয়া অর্থাৎ কাঁড়াইয়া লইতে হয়। ধান্য কাঁড়াইলে যে তাহা হইতে তণ্ডুল বাহির হয়, ইহা বিধি আমাদিগকে বুঝাইয়া না দিলেও আমরা বুঝিতে পারি। অথচ শাস্ত্রে বলিতেছে 'ব্রীহির অবঘাত করিবে'। 'ব্রীহীন্ অবহন্তি'। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্র এপ্রকার বিধান করেন কেন।

(ক)—"অথ বিধিঃ কঃ? যঃ শব্দঃ কর্ত্তব্যতা-বোধকঃ, 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম' ইতি। নহি অগ্নিহোত্রস্য এতদ্বচনমন্তরেণ অন্যতঃ কুতশ্চিৎ কর্ত্তব্যতাবগমঃ॥ মেধাতিথিঃ—

মানবধর্ম্মশাস্ত্র, ১ম ভাগ, মাণ্ডলিক, পৃঃ ৩০৭।

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।

তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে॥ ইতি।

অস্যার্থঃ—প্রমাণান্তরেণাপ্রাপ্তস্য প্রাপকো বিধিরপূর্ব্ববিধিঃ, যথা যজতে স্বর্গকাম ইত্যাদিঃ। স্বর্গার্থকযাগস্য প্রমাণান্তরেণ অপ্রাপ্তস্য অনেন বিধানং,"—

অর্থসংগ্রহ—পৃঃ ৯১। (প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

(খ) "নিয়মঃ পুনর্যথাদৃষ্টসিদ্ধ্যর্থস্য বচনমন্তরেণ পাক্ষিকী প্রাপ্তিঃ—, ইদং চাত্র স্মার্ত্ত-মুদাহরণম্ 'প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত' ভুঞ্জানস্য যদৃচ্ছয়া যাং কাংচিদ্দিশমাশ্রিত্য ভোজনং প্রাপ্তং, তত্র কদাচিৎ প্রাচী, কদাচিৎ ইতরা যা কাচিৎ প্রাপ্তা, তত্র যদা প্রাচী ন তদা ইতরা, যদা ইতরা ন তদা প্রাচী ইতি, তত্রাপ্রাপ্তি-পক্ষে বিধ্যর্থং বচনং 'প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত' ইতি তত্রাতিক্রমাচ্ছাস্ত্রার্থং জহাতি।" মেধাতিথি—৩০৭, মাণ্ডলিক।

"পক্ষে অপ্রাপ্তস্য প্রাপকোবিধির্নিয়ম-বিধিঃ,—যথা ব্রীহীন্ অবহন্তীত্যাদিঃ, কথমস্য পক্ষে অপ্রাপ্তত্বং? ইতি চেৎ ইত্থং—অনেন হি অবঘাতস্য বৈতুষ্যার্থত্বং ন প্রতিপাদ্যতে ব্যতিরেক-সিদ্ধত্বাৎ, কিন্তু নিয়মঃ, সচ অপ্রাপ্তাংশ-পূরণঃ। বৈতুষ্যস্যহি নানোপায়-সাধ্যত্বাৎ যদ্যবঘাতং পরিত্যজ্য উপায়ান্তরং গ্রহীতুমারভতে, তদা অবঘাতস্য অপ্রাপ্তত্বেন তদ্বিধান-নামকমপ্রাপ্তাংশ-পূরণমেব অনেন বিধিনা ক্রিয়তে। অতশ্চ নিয়ম-বিধৌ অপ্রাপ্তাংশ-পূরণাত্মকো নিয়মইতি বাক্যার্থঃ। পক্ষে অপ্রাপ্তাবঘাতস্য বিধানমিতি যাবৎ।" অর্থসংগ্রহ। পৃঃ ৯২।

ইহার উত্তর দিতে যাইয়া শাস্ত্রকার-গণ বলিয়াছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি ধান্যের ভিতর হইতে তণ্ডুল বাহির করিতে যাইয়া ধান গুলিকে অবঘাত না করে, প্রত্যুত নখের দ্বারা এক একটি করিয়া তুষ ছাড়াইয়া তণ্ডুল বাহির করে অথবা জাঁতায় বা পাথরে পেষণ করিয়া কোন প্রকারে ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করে, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে ধান্যের অবঘাত একেবারেই হইল না। এইরূপ স্থলে ধান্যের অবঘাতের অপ্রাপ্তি-সম্ভাবনাকে দূর করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ বিধান করিয়া থাকেন যে, যজ্ঞীয় চরু নিষ্পাদন করিবার জন্য তণ্ডুল আবশ্যক হইলে ধান্যের অবঘাত করিবে অর্থাৎ ধান গুলি কাঁড়াইয়া লইবে। তাৎপর্য্য এই যে, ধান গুলি কাঁড়াইয়া তণ্ডুল বাহির করিলে ঐ তণ্ডুলের দ্বারা যে চরু হইবে, সেই চরু দ্বারা যাগ না করিলে যাগ সুসিদ্ধই হইবে না। সুতরাং 'অবঘাত করিলে ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির হয়' এই কথা শাস্ত্র ব্যতীত অন্য লৌকিক উপায়ে বুঝিলেও, অবঘাত বিষয়ে, শাস্ত্র বিহিত কোন কোন কার্য্যে এই প্রকার বিধির আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। এই জাতীয় বিধিকেই নিয়ম-বিধি বলা যায়।

পরিসংখ্যা। এইবার পরিসংখ্যা-বিধির কথা বলিব।

কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে—কোন একটি কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে একটি উপায়-দ্বারা ঐ কার্য্য যেমন সাধিত হয়, আবার দুই বা ততোধিক উপায় দ্বারাও ঐ একই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। 'অবঘাত' স্থলে যেমন অবঘাত করিলে, আর নখের দ্বারা ছাড়াইবার আবশ্যকতা থাকেনা, এই পরি-সংখ্যা-বিধি স্থলে কিন্তু সেরূপ নহে। এই স্থলে যদি শাস্ত্র,ঐ দুই বা ততোধিক উপায়ের মধ্যে কোনও একটিকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ রূপ স্থলেই পরিসংখ্যা-বিধি হইবে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যে উপায়টিকে শাস্ত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিল,ঐ উপায়ের দ্বারাই যে ঐ প্রকৃত কার্য্যটি সিদ্ধ হয়, তাহাত আমরা, নিয়ম-বিধির ন্যায়, অন্য উপায়ের দ্বারাও জানিতে পারি, তবে পরিসংখ্যা-বিধির দরকার কি? ইহার উত্তরে শাস্ত্রকার-গণ বলেন যে, (ক)———

(ক) উভয়োশ্চ যুগপৎপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ।

অর্থসংগ্রহ। পৃঃ ৯২, (প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

পরিসংখ্যা-বিধির ফল এই যে, পরিসংখ্যা-বিধির দ্বারা যে উপায়টি বিহিত হইল, সে উপায় দ্বারা প্রকৃত কার্য্য তুমি কর বা না কর, তাহাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না; কিন্তু পরিসংখ্যা-দ্বারা যে উপায় বিহিত হইল না, প্রকৃত কার্য্য করিতে যাইয়া তুমি কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। প্রত্যুত, যদি কর, তাহা হইলে তোমার প্রত্যবায় হইবে। উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। শাস্ত্রে আছে 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' অর্থাৎ যে সকল পশুর প্রতিপদে পাঁচটী করিয়া নখ থাকে তাহাদিগকে পঞ্চনখ বলে, শশক শল্লক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ, মাংসাশী ব্যক্তির পক্ষে ভক্ষণীয়। (ক) এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যে মাংস ভক্ষণ করে সে, নিজের মাংস খাইবার সাধ মিটাইবার জন্য

(ক) * * "অথ পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা" ইতি ক্ষুৎপ্রতিঘাতেনার্থেন শশকাদিষপি পঞ্চনখেষু ভক্ষ্যতা প্রসক্তা, তদ্ব্যতিরিক্তেষপি বানরাদিষু। নচ তত্র পর্য্যায়েণৈব প্রবৃত্তিঃ। যুগপত্তত্র চান্যত্রচ প্রসক্তৌ 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা' ইতি বচনমিতর-পরিসংখ্যানার্থং পরিসংপদ্যতে। নন্বেচ পরিসংখ্যাং দোষত্রয়বতীমাচক্ষতে। ত্রয়োহি তত্র দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ—স্বার্থত্যাগঃ পরার্থকল্পনা প্রাপ্তবাধশ্চ। 'পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যা' ইতি যদা অন্বয়তঃ পঞ্চনখ-বিষয়ং ভক্ষণং প্রতীয়তে, তদা তস্ত্যক্তং ভবতি, তদ্ব্যতিরিক্ত নিষেধ পরত্বাদ্বাক্যস্য। অশ্রুতশ্চ নিষেধোঽতঃ পরার্থকল্পনা। অর্থিত্বাচ্চ সর্ব্ববিষয়ভক্ষণং যৎপ্রাপ্তং তস্ত বাধঃ। এবমেতেন পরিসংখ্যায়াং ত্রয়ো দোষাঃ। নৈতৎ সারম্, সতি অর্থিত্বে শ্রুত্যর্থাসম্ভবে বাক্যস্ত আনর্থক্যং মাভূদিত্যেৎ-পরতা ন বিরুদ্ধা।

'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা নথিষিব॥

মেধাতিথি—মাণ্ডলিক পৃঃ। ৩০৮।

"উভয়োশ্চ যুগপৎপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যা বিধিঃ যথা পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইতি। ইদং হি বাক্যং ন পঞ্চনখভক্ষণপরং, তস্ত রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ, নাপি নিয়মপরং, পঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণস্ত যুগপৎ প্রাপ্তেঃ। পক্ষে অপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। অতঃ ইদমপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তি পরমিতি ভাবঃ, পরিসংখ্যা সাচ দ্বিবিধা শ্রৌতী লাক্ষণিকীচেতি। তত্রাত্রৈবেবাবযজতীতি শ্রৌতী পরিসংখ্যা এবকারেণ পবমানাতিরিক্তস্তোত্র-ব্যাবৃত্তেরভিধানাৎ। পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইতি লাক্ষণিকী ইতর-নিবৃত্তি-বাচক-পদাভাবাৎ, অতএবৈষা ত্রিদোষগ্রস্তা। দোষত্রয়ঞ্চ শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা প্রাপ্তবাধশ্চেতি—তদুক্তং 'শ্রুতার্থস্ত পরিত্যাগাৎ অশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ। প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদূষণা॥' শ্রুতস্য পঞ্চনখভক্ষণস্য হানাৎ অশ্রুতাপঞ্চনখ-ভক্ষণনিবৃত্তেঃকল্পনাৎ প্রাপ্তাপঞ্চভক্ষণস্য বাধনাৎ ইতি।"

অর্থ-সংগ্রহ, পৃঃ ৯২, ৯৩। (প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

যেমন শশক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ পশু খাইতে পারে, সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার পঞ্চনখ পশুও ত ভক্ষণ করিতে পারে। তাহার পক্ষে শশক প্রভৃতি পঞ্চনখ ভক্ষণের বিধান না থাকিলেও সে লোভবশতঃ স্বতই শশক প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়াই থাকে। তবে তাহার জন্য শশক প্রভৃতি পঞ্চনখ ভক্ষণের বিধান-শাস্ত্র কেন করেন ?

কোন ব্যক্তি লোভ বশতঃ যখন মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সে যেন শশক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ ব্যতীত অন্য কোনও রকম পঞ্চনখ ভক্ষণ না করে, ইহাই বোধ করাইবার জন্য পরিসংখ্যা-বিধি তাহাকে বলিয়া দিতেছে যে, তুমি শশক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখই ভক্ষণ করিও। অন্য প্রকার পঞ্চনখ খাইও না। ফলে দাঁড়াইতেছে যে, তুমি শশক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ ভক্ষণ কর বা না কর, তাহাতে বড় একটা বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু দেখিও, যেন মাংস ভক্ষণ করিতে যাইয়া বানর বিড়াল প্রভৃতি পঞ্চনখের মাংস খাইয়া বসিও না। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন যে "ইতর-নিবৃত্তিই হইল, পরিসংখ্যার ফল"। (ক)

সহজে বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা লৌকিক পরিসংখ্যার উদাহরণ দিলাম। শাস্ত্রীয় বা বৈদিক উদাহরণ দিলে—এই নীরস বিষয় আরও নীরসতর হইত—এই জন্য তাহা হইতে বিরত হইলাম।

এইত গেল মোটামুটি বিধি এবং বিধির—বিভাগ।

(ক) উভয়োশ্চ যুগপৎপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরোবিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ"।

অর্থ সংগ্রহ। পৃঃ ৯২। (প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস নঞের বিচার।

এইবার দুইপ্রকার নঞের অর্থ বুঝাইবার অবসর আসিয়াছে। যদিও শাস্ত্রে নঞের বহুপ্রকার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় (ক), কিন্তু এ স্থলে প্রসজ্য-প্রতিষেধ এবং পর্য্যুদাসই আমাদের প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী। এই জন্য আমরা নঞ্-এর অন্যান্য অর্থ-বিষয়ে কিছু না বলিয়া এই বিষয়েরই আলোচনা করিব।

প্রসজ্য-প্রতিষেধ।

সকলেই জানেন যে, যাহার প্রাপ্তি নাই তাহার প্রতিষেধও নাই—অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা কোনও একটা বস্তু নিষেধ করিতে হইলে সে বস্তুটী যে হইতে পারে—এ জ্ঞানটা পূর্ব্বে থাকাই চাই। তাহা না হইলে নিষেধ সম্ভবপরই হয় না। (খ) শাস্ত্রে আছে 'মদ্যপান করিও না।' লোকে যদি প্রবৃত্তিবশতঃ মদ্যপান না করিত,—মদ্যপান বলিয়া একটা ক্রিয়া যদি জন-সমাজে প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে 'মদ্যপান করিও না' এ প্রকার

(ক) তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্‌প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(খ) 'সতি সম্ভবে—নিষেধঃ'—
কলঞ্জাধিকরণ।

"পুরুষস্য নিবর্ত্তকং বাক্যং নিষেধঃ। নিষেধ-বাক্যানাং অনর্থ-হেতু-ক্রিয়া-নিবৃত্তি-জনকত্বেন এব অর্থবত্ত্বাৎ। তথাহি যথা বিধিঃ প্রবর্ত্তনাং প্রতিপাদয়ন্ স্বপ্রবর্ত্তকত্ব-নির্ব্বাহার্থং যাগাদেরিষ্ট-সাধনতামাক্ষিপন্ পুরুষং তত্র প্রবর্ত্তয়তি তথা 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েদি'ত্যাদি-নিষেধোঽপি নিবর্ত্তনাং প্রতিপাদয়ন নিষেধ্যস্য কলঞ্জভক্ষণস্য পরানিষ্ট-সাধনত্বমাক্ষিপন্ পুরুষং ততো নিবর্ত্তয়তি।"

অর্থ-সংগ্রহ। পৃঃ ৯৯,১০০।

নিষেধ উন্মত্তের প্রলাপ হইত। যেমন কেহ যদি বলে যে, 'বন্ধ্যার পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইও না'—আমরা এ প্রকার বাক্যকে উন্মত্তপ্রলাপ বই আর কি বলিতে পারি? বন্ধ্যার পুত্র অসম্ভব। অতএব তাহাকে লেখাপড়া শিখানের কোনও প্রসক্তিই নাই,—সুতরাং তাহার নিষেধ করিতে যাওয়া কেন? অতএব বুঝা উচিত যে, যে স্থলে প্রবৃত্তি-বশতঃ প্রাপ্ত কোনও কার্য্যকে শাস্ত্রে নিষেধ করিতেছে, তথায় সেই নিষেধই প্রসজ্য-প্রতিষেধ, অর্থাৎ লোকের প্রবৃত্তির বশে প্রসক্ত কার্য্যের নিষেধ বা নিবর্ত্তনই প্রসজ্য-প্রতিষেধ শব্দের অর্থ। (ক)

প্রসজ্য-প্রতিষেধ নঞের প্রয়োগ স্থলে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, যদি কোনও ব্যক্তি ঐ নিষেধ না মানে অর্থাৎ লোভ বা মোহের বশে ঐ প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া বসে, তাহা হইলে, তাহার ঐ নিষেধ না মানা হেতু ভবিষ্যতে দুঃখভোগ করিতে হইবে—এইমাত্র। নতুবা যে মদ খাইয়াছে—মদের ফল মাতাল হওয়াটা যে তাহার হইবে না—তাহা নহে। অর্থাৎ তাহার মদ খাওয়াটা সিদ্ধ হইবে। শাস্ত্রের নিষেধ মানিল না বলিয়া শাস্ত্র তাহার মাৎলামী রাখিতে পারিবে না। এই হইল প্রসজ্য-প্রতিষেধ। (খ)

পর্য্যুদাস। এইবার পর্য্যুদাসের কথা বলিব। পর্য্যুদাস নিষেধের নিজের কোনই স্বাধীন ক্ষমতা নাই। ইহা—বিধিবাক্যের সহিত মিশিয়া, তাহাকে বিশেষ করে মাত্র।

পর্য্যুদাস নিষেধের উদাহরণ লৌকিক জগতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যে কার্য্য শাস্ত্রের দ্বারাই প্রাপ্ত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি ছাড়া যে কার্য্যটীকে "কর্ত্তব্য" বলিয়া বুঝিবার আর

(ক) 'অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্য-প্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥'
'প্রসজ্যপ্রতিষেধ-স্থলে বিহিতে কর্ম্মণি নিষেধেন
প্রবৃত্তিবারণাদ্ বিধেরপ্রাধান্যং নিষেধস্য প্রাধান্যং॥'
মলমাসতত্ত্ব, গোস্বামি-টীকা (চণ্ডীচরণ) পৃঃ ২৬৬, ২৬৭।

(খ) "নিষেধদর্শনাচ্চ বৈগুণ্যেঽপি ফলসিদ্ধিরবগম্যতে। যথা—জৈমিনিঃ—অর্থপ্রাপ্তবদিতি চেন্ন তুল্যহেতুত্বাৎ উভয়ং শব্দ-লক্ষণম্। মলমাসতত্ত্ব পৃঃ ২৫৫।

অন্য কোনও উপায় নাই, সেই কার্য্যই যদি আবার কোনও স্থলে শাস্ত্রই নিষেধ করেন, তবে সেই নিষেধেরই নাম পর্য্যুদাস। (ক) একটা উদাহরণ ধরিয়া বুঝা যাউক। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, অমাবাস্যা তিথিতে পিতৃ পিতামহ প্রভৃতির পার্ব্বণশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। (খ) পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিলে যে পিতৃগণের পরলোকে তৃপ্তিলাভ হয়, তাহা শাস্ত্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। শাস্ত্র ছাড়া এমন কোনও উপায়ই নাই, যাহা দ্বারা আমরা, "অমাবাস্যা-শ্রাদ্ধ যে পিতৃপুরুষের তৃপ্তিজনক"—ইহা বুঝিতে পারি।

'অমাবাস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে' এই বিধি-বাক্যে সামান্যতঃ 'অমাবাস্যা' এই শব্দ থাকায় অমাবাস্যার সকল ক্ষণেই অর্থাৎ কি দিন কি রাত্রি যে সময়েই অমাবাস্যা আছে, সেই সময়েই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃতৃপ্তি হইবে, ইহা ঐ বিধিবাক্য হইতেই বুঝা যায়। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, অমাবাস্যা-যুক্ত রাত্রি দিন উভয়ই শ্রাদ্ধের বিহিত কাল। ইহার পরেই আবার শাস্ত্র বলিতেছেন যে, "রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না।" (গ) এই নঞ্‌কে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহা মদ্যপান নিষেধের ন্যায় প্রবৃত্তি-বশতঃ প্রাপ্ত কোনও বস্তুর প্রতিষেধ করিতেছে না। কারণ রাত্রিতে

(ক) "প্রাধান্যং তু বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদে ন নঞ্‌॥

মলমাসতত্ত্ব, পৃঃ ২৬৬।

"নিষেধো বিধাতুং ন শক্যতে, সামান্য-শাস্ত্রপ্রাপ্ত্যুপজীবী স হি নিষেধ-বিধির্বক্তব্যঃ।

শূলপাণি। শ্রাদ্ধবিবেক। পৃঃ ১৭২।

অত্র শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারঃ "রাত্রৌ শ্রাদ্ধ-প্রাপ্তিং বিনা শ্রাদ্ধ-নিষেধো ন তত্র বিধাতুং শক্যতে। প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ।"

(খ) "অমাবাস্যাষ্টকাবৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোঽয়নদ্বয়ম্‌।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি র্বিষুবৎ সূর্য্যসংক্রমঃ॥"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য, *Vide* শ্রাদ্ধবিবেক, পৃঃ ৮৬।

(গ) "রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ।
সূর্য্যোদয়-মুহূর্ত্তে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তথা॥"

মদন পারিজাত-মাধবাচার্য্য-ধৃত শাতাতপ-বচন। শ্রাদ্ধ-বিবেক।

শ্রাদ্ধ করা আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে বুঝিতে পারি না। শাস্ত্রই রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিতে বলিতেছে। আবার ঐ শাস্ত্রই রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে। ইহাই বা কিপ্রকারে সম্ভব? সুতরাং এই নিষেধের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, (ক) এই নঞ্-এর 'রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না,' এপ্রকার অর্থ নহে; ইহার অর্থ কেবল 'রাত্রিভিন্ন'—ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এবং 'রাত্রিভিন্ন' এই শব্দটী, 'অমাবাস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে' বলিয়া যে বিধি বাক্য আছে, তাহারই সঙ্গে অন্বিত, অর্থাৎ "রাত্রি-ভিন্ন অমাবাস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে" এই একই বাক্যার্থ,—'অমাবাস্যাতে-শ্রাদ্ধ করিবে' আর 'রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না'—এই দুইটী বাক্যের মিলনে প্রতিপন্ন হইতেছে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, শ্রাদ্ধ করিবার কাল রাত্রিব্যতিরিক্ত অমাবাস্যাযুক্ত সময়। ইহাই 'অমাবাস্যায় শ্রাদ্ধ করিবে'—এই একটী বিধি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। 'রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না' এই বাক্যে নঞ্-এর 'শ্রাদ্ধ করা' রূপক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও, ঐ বাক্য বাস্তবিক ও প্রকার অর্থবোধ করাইতেছে না। উহা কেবল "রাত্রি ব্যতিরিক্ত" এই টুকুই বুঝাইতেছে। এবং ঐ 'রাত্রি ব্যতিরিক্ত' বিশেষণটী 'অমাবাস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে',—এই বিধি-প্রাপ্ত অমাবাস্যা-রূপ শ্রাদ্ধ-কালের সহিত অন্বিত হইয়া বিধের অর্থকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। এই জন্যই ঐ নঞর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত কোন একটী পদার্থের বিশেষণ। (খ)

ফলে হইল এই যে, প্রসজ্যপ্রতিষেধ স্থলে যেমন প্রতিষেধ না মানিলে

(ক) "একমত্র তত্তদ্‌বিধিপ্রাপ্ত-শ্রাদ্ধ-করণমনূদ্য রাত্রীতরত্বমাত্রং বিধীয়তে ইতি"।

মলমাসতত্ত্ব। পৃঃ ২৪৬।

"তথাহি অমাবাস্যাশাস্ত্রস্য রাত্রিমাত্রপরত্বং দিবারাত্রিপরত্বং বোপজীব্য নিষেধবিধৌ রাত্রিজ্ঞানস্য বাধএব।"

শ্রাদ্ধবিবেক। পৃঃ ১৭৪।

(খ) "নিষেধো বিধাতুং ন শক্যতে, সামান্যশাস্ত্র-প্রাপ্ত্যুপজীবী স হি নির্বিশেষ-বিধির্বিশেষ্যঃ"।

শ্রাদ্ধবিবেক। পৃঃ ১৭২।

প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয় মাত্র—কিন্তু প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়ার সিদ্ধি পক্ষে কোনই ব্যাঘাত ঘটে না, (ক) পর্য্যুদাস স্থলে ঠিক উহার বিপরীত।

পর্য্যুদাসরূপ নিষেধ না মানিলে কোনও প্রকার প্রত্যবায় হয় না—সত্য, তবে ঐ নিষিদ্ধ কার্য্যটীও সিদ্ধ হয় না। যেমন, যদি কেহ না জানিয়া বা জিদ্ করিয়া রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিয়া বসে তবে, তাহাতে ঐ শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার কোনপ্রকার প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পিতৃ-পুরুষগণের তৃপ্তিকর কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শাস্ত্রবিহিত কার্য্য বিহিত কালেই করিতে হয়। কারণ ঐ কার্য্য কখন করিলে সিদ্ধ হয়, ইহা বুঝিবার শাস্ত্র ছাড়া অন্য উপায় নাই। সেই শাস্ত্রই যখন, রাত্রিকে পর্য্যুদস্ত করিতেছে, অর্থাৎ রাত্রিকে শ্রাদ্ধের কাল বলিয়া বিধান করিতেছে না, তখন কোন্ প্রমাণের দ্বারা আমরা বলিতে পারি যে, রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিলেও উহা সিদ্ধ হইবে? অথচ যেমন 'মদ্যপান করিও না' বলিয়া স্পষ্ট নিষেধ আছে, তেমনি রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবার কোনও নিষেধ বাক্য নাই। "রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না" এই প্রকার যে বাক্যটীও বা আছে, তাহার অর্থ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাহা আপাততঃ নিষেধরূপে প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃত পক্ষে যে নিষেধ নহে, উহা, 'অমাবাস্যায় শ্রাদ্ধ করিবে' এই বিধি বাক্যেরই যে বিশেষণ মাত্র, এ কথা যুক্তির সহিত পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। তবেই সিদ্ধ হইতেছে যে, যদি কেহ রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করে, তবে তাহার তাহাতে শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইল না, এই মাত্র, সে "মদ্যপানের" স্থলের ন্যায় এই নিষেধ লঙ্ঘনে কোনও প্রকার প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে না। কারণ এ নিষেধত নিষেধই নয়। ইহা পর্য্যুদাস মাত্র।

এইত গেল নিষেধের স্থল। এখন আমাকে দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠ ও বৌধায়নবচনে "নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা"—এই যে নঞ্ আছে—ইহার প্রকৃত অর্থটী কি? প্রসজ্য-প্রতিষেধ না পর্য্যুদাস?

(ক) "প্রতিষেধেন তু কালান্তরীয়ানিষ্ট-হেতুত্বং জ্ঞাপ্যতে।"
"নিষেধবর্জ্জাদ্যং চ বৈগুণ্যেঽপি কর্ম্মসিদ্ধিরবগম্যতে।"

মলমাসতত্ত্ব। পৃঃ ২৫২, ২৫৩।

ঐ নঞ যদি প্রসজ্যপ্রতিষেধ হয়—তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, শাস্ত্রে দত্তকপুত্র-গ্রহণ করিবার কোনও বিধিই নাই। কেন না—শাস্ত্র-প্রাপ্ত কোনও বস্তুর নিষেধকে প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলা যায় না। 'মদ্যপান করিবে না'—'ব্রহ্মহত্যা করিবে না' 'ব্যভিচার করিবে না' ইত্যাদি নিষেধকেই প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলে। এই স্থলে 'মদ্যপান' 'ব্রহ্মহত্যা' বা 'ব্যভিচার' ইহার কোনটাই শাস্ত্র-প্রাপ্ত নহে। স্বভাবতঃ রাগ, দ্বেষ বা লোভের বশে লোকে ঐ সকল কার্য্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকে। শাস্ত্র উহাদিগকে—ঐ সকল রাগ-প্রাপ্ত অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, 'ঐ সকল কার্য্য করিও না' বলিয়া নিষেধ করিতেছে। সে নিষেধ না মানিলে, শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিলে বলিয়া পরলোকে তোমার প্রত্যবায় হইবে, কিন্তু যে ফললাভের জন্য তুমি ঐ সকল কার্য্য করিয়াছ, তাহা যে সিদ্ধ হইবে না—ইহা বলিবার যো নাই। একণে প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, অপুত্রক ব্যক্তি যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে, ইহা করিবার উদ্দেশ্য কি?—বুঝিতে হইবে।

পুত্রের দ্বারা যে সকল ঐহিক উপকার হইয়া থাকে, কেবল তাহারই লাভের জন্য যদি দত্তকপুত্র গ্রহণ করা ব্যবস্থা-সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে "একপুত্র গ্রহণ করিও না" এপ্রকার নিষেধকে প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলিলেও কোনই হানি হয় না। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? কেবল ঐহিক উপকার লাভের জন্যই কি হিন্দু সমাজে, সেই প্রাচীন বৈদিক-সময় হইতে এ পর্য্যন্ত দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার বিধি প্রচলিত রহিয়াছে?

দত্তকপুত্র-গ্রহণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কিন্তু অন্য রকম বুঝা যায়। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান স্মৃতি-নিবন্ধ পর্য্যন্ত, দত্তকপুত্র সম্বন্ধে যত প্রমাণ পাইয়াছি সে সকল প্রমাণই একবাক্যে, 'দত্তক পুত্রের দ্বারা যে পারলৌকিক উপকার সিদ্ধ হয়' ইহা প্রতিপাদন করিতেছে। শুধু আমাদের দেশেই যে এই প্রকার, তাহা নহে। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমের ইতিহাস হইতেও কতিপয় স্থান উদ্ধার করিয়া আমি যথাস্থানে দেখাইয়াছি যে, সে দেশেও পারলৌকিক উপকার লাভের প্রত্যাশাতেই অপুত্রক ব্যক্তি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিত। আমাদের উদ্ধৃত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বচন সকলই স্পষ্ট

একটা স্পষ্ট বিধি দেখিতে পাওয়া যায় যে—"অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র-প্রতিনিধিঃ সদা। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নাম-সঙ্কীর্ত্তনায় চ"। এই অত্রিবচনে স্পষ্টই বিধান করিতেছে যে, অপুত্র ব্যক্তি পারলৌকিক উপকার (শ্রাদ্ধতর্পণপ্রভৃতির দ্বারা যাহা হয়) লাভ করিবার জন্য পুত্রের প্রতিনিধি করিবে অর্থাৎ দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে। ঔরসপুত্রের প্রতিনিধি দত্তকপুত্র শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা যে পারলৌকিক উপকার করিতে পারে, তাহা আমরা এই বা এই জাতীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারাই জানিতে পারি না। সুতরাং অপুত্রক ব্যক্তির দত্তক-পরিগ্রহ সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রবিহিত কার্য্য। শাস্ত্র বিহিত কার্য্য যে স্থলে নিষিদ্ধ হয়, সেই নিষেধকে যে প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলা যায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রসজ্য-প্রতিষেধ নঞের অর্থবিচার করিবার সময়ে বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি। সেই প্রদর্শিত নিয়মানুসারে সকলেই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য যে, পুত্র-প্রতিগ্রহবিধি যখন একমাত্র শাস্ত্র-প্রাপ্ত, তখন উহার সঙ্গে অন্বিত কোন নঞই প্রসজ্য-প্রতিষেধ হইতে পারে না।

আমরা বলিতে চাহি—'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা'—এই নঞ্ পর্য্যুদাস। কেন ইহাকে পর্য্যুদাস বলিতে হইবে, পর্য্যুদাস বলিলে কোন্ কোন্ দোষ হইতে পারে এবং ঐ ঐ দোষের খণ্ডনই বা কি প্রকারে হইবে, এক্ষণে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার অবসর আসিয়াছে।

প্রথমে আমাকে দেখিতে হইবে যে, এই যে দত্তকপুত্র-পরিগ্রহের বিধি, ইহা কোন্ বিধির অন্তর্গত। সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নীলকণ্ঠ তদীয় 'ব্যবহার ময়ূখে' দেখাইয়াছেন যে, 'মাতাপিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি' এই মনুবচনে, অপুত্রকব্যক্তিকে পুত্রদান করিবার যে বিধি আছে, ঐ দান এই জাতীয় শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারাই বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহা অপূর্ব্বসাধক—সুতরাং এই পুত্র-দান-বিধি ফলে যে অপূর্ব্ববিধিরূপেই পর্য্যবসিত হইতেছে, তাহা পণ্ডিত নীলকণ্ঠও অঙ্গীকার করিয়াছেন। (ক)

(ক) "অয়ং নিষেধো দাতুরেব পুত্রদানে ন তু গ্রহীতুঃ" ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। তন্ন, অত্র বাক্যস্যানুষ্ঠানপর্য্যবসানাৎ কর্ত্তব্যতাবগমাৎ"।

ব্যবহার-ময়ূখ। পৃঃ ৩০। (মোক্তিক)

"অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র-প্রতিনিধিঃ সদা" এই পুত্র-গ্রহণ-বিধিও যে এই নিয়মানুসারে অপূর্ব্ববিধি তাহা নিঃসন্দেহ। কেননা, পারলৌকিক উপকার-হেতু পুত্রগ্রহণের কথা ঐ অত্রি শৌনক প্রভৃতির শাস্ত্র ব্যতীত আমরা অন্য কোনও দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে জানিতে পারি না।

আরও একটী কথা এই যে, দত্তকপুত্র ঔরসপুত্রের প্রতিনিধি—ইহা শাস্ত্রকার-গণ সকলেই স্বীকার করেন। এই ঔরসপুত্রের দ্বারা পারলৌকিক উপকার সিদ্ধ হয় বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ, ঔরসপুত্রের উৎপাদন বিধিকেও অপূর্ব্ব বিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঔরসপুত্রের দ্বারা দৃষ্ট উপকারও যে অনেক প্রকার হয়—ইহা সকলেই জানেন। আর সেই দৃষ্ট বা লৌকিক উপকার সিদ্ধ করিবার জন্য ঔরসপুত্রের উৎপাদন বিষয়ে যে কোনও প্রকার শাস্ত্রীয় বিধির আবশ্যকতা নাই, ইহাও সকলে জানেন,—কিন্তু তথাপিও ঔরস পুত্রের দ্বারা, দৃষ্ট উপকারের ন্যায় অদৃষ্ট বা পারলৌকিক উপকারও কতগুলি সিদ্ধ হয়, এবং সেই উপকার যে ঐ ঔরসপুত্রের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা জানিবার শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনই উপায় নাই। ইহা শাস্ত্রই আমাদিগকে জানাইয়া দিয়া থাকে। এবং সেই জানাইয়া দেয় বলিয়াই ঔরসপুত্রের উৎপাদক বিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলিয়া শাস্ত্রকার-গণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঔরসপুত্রের সময়ে যে বিধি খাটে, ঔরসপুত্রের প্রতিনিধি দত্তক পুত্রের সময়ে যে সেই বিধি খাটিবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। মনুভাষ্যকার মেধাতিথি স্পষ্টবাক্যে, প্রথম ঔরস-পুত্রের উৎপাদন বিষয়ে বিধি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (ক) ঔরস-পুত্রের প্রতিনিধি দত্তক-পুত্রের গ্রহণ-বিষয়ে অত্রি ও শৌনক যে বিধান করিয়াছেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ঐ অত্রি-শৌনকোক্ত বিধি যে অপূর্ব্ব বিধি ছাড়া অন্য কোনও বিধিই হইতে পারে না, তাহা তাঁহাদের বচনেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কারণ অত্রি বলিতেছেন যে, পিণ্ড (শ্রাদ্ধ) ও উদক (তর্পণ) রূপ পারলৌকিক

(ক) "কিঞ্চ অপত্যোৎপত্তিবিধেঃ কৃতবিবাহস্য অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ঋতৌ চ তদঙ্গত্বাৎ আত্তমেব গমনম্। উৎপন্নপুত্রস্য চ ন দ্বিতীয়-পুত্রোৎপাদনং বৈধম্। "অপত্যমুৎপাদয়েৎ" ইত্যেকত্ব-বিবক্ষায়াং বিধ্যর্থ-নিবৃত্তেঃ"॥

মনু ৩য় অধ্যায় ৪৫ শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্য।

উপকার লাভের জন্য দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে হইবে। (খ) স্বর্গলাভ করিবার জন্য জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের বিধান যদি অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে, তাহা হইলে, সেই স্বর্গে বসিয়া দত্তকপুত্র প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভের জন্য দত্তক-পুত্র-গ্রহণ করিবার যে বিধি দেখিতে পাই, তাহা কেন অপূর্ব্ব বিধি হইবে না? তবে এক্ষণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, বেদেত ঔরসপুত্রের উৎপাদন বা দত্তকপুত্রের গ্রহণ বিষয়ে কোনও বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং শুধু ঋষি-বচনে শ্রুত বিধি গুলিকে অনুবাদের চক্ষে,—অর্থাৎ জগতে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, ঐ সকল বিধি, তাহারই পুনরুক্তি মাত্র—এই ভাবিয়া অনায়াসে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। যাঁহারা মীমাংসা শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই আপত্তিটি অতি অকিঞ্চিৎকর। কেন যে অকিঞ্চিৎকর তাহা এইবার আমি বুঝাইয়া দিব।

মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনী বলিয়াছেন যে 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যং অতদর্থানাম্। (ক) ১অ, ২য় পা, ১সূ।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাষ্যকার শবরস্বামী, বার্ত্তিককার কুমরিল ভট্ট ও শাস্ত্রদীপিকা-কার পার্থসারথি মিশ্র কি বলিতেছেন শুনুন। "বেদের অর্থ কার্য্য, কার্য্য কাহাকে বলে? যাহা করিলে অধিকারী পুরুষের কোনও না কোনও ইষ্ট লাভ হয়, তাহার নাম কার্য্য। যে বেদ এই প্রকার কোন কার্য্য বা এ রকম কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ বস্তুকে বোধ করায় না, সে বেদ নিরর্থক অর্থাৎ তাহার স্বার্থে কোনও প্রামাণ্য নাই।"

(ক) "অত্রিঃ—অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃসদা।
পিণ্ডোদক-ক্রিয়াহেতোর্যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ॥"

দত্তকমীমাংসা, পৃঃ ২ (মধুসূদন)

(খ) অত্রসূত্রে শবরস্বামী 'সোঽরোদীৎ, যদরোদীৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং"। প্রজাপতিঃ আত্মনো বপামুদখিদৎ'—ইত্যেবমাদীনি সমাম্নাতারঃ সমামনন্তি বাক্যানি। তানি কিঞ্চিৎ কঞ্চিৎ ধর্ম্মং প্রমিমতে উত ন? ইতি ভবতি বিচারণা। তদভিধীয়তে, ক্রিয়া কথমনুষ্ঠেয়া ইতি তাং বদিতুং সমাম্নাতারো বাক্যানি সমামনন্তি'। তৎ, যানি বাক্যানি ক্রিয়াং নাব-গময়ন্তি, ক্রিয়াসম্বন্ধং না কিঞ্চিৎ—এবমেব ভূতমর্থং ব্যাচক্ষতে"—

মীমাংসা-দর্শন, পৃঃ ৩৯ (সোসাইটী)

এই সকল মীমাংসকাচার্য্য-গণের সিদ্ধান্ত শুনিলে মনে স্বতই বেদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হয়। ইঁহারা বলিতেছেন যে বেদ, কার্য্য বা কার্য্য-সম্বন্ধী অর্থ ব্যতীত আর কিছুই প্রতিপাদন করে না,—বাস্তবিকই কি তাই? এই যে বেদে কত মন্ত্র, কত অর্থবাদ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—কৈ তাহার দ্বারা ত কোনও প্রকার কার্য্য বা কার্য্যসম্বন্ধী অর্থ বুঝা যায় না; তবে কি ঐ সকল বেদবাক্য অপ্রমাণ? একটা উদাহরণ দিয়া বুঝা যাউক না কেন? (ক) বেদে আছে—"কোনও সময়ে দেবতাগণ অগ্নিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। বাঁধুনির চোটে অগ্নিকেও রোদন করিতে হইয়াছিল। তিনি রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে রুদ্র।" আবার আর একস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে 'প্রজাপতি নিজের বক্ষস্থলের (বপা) কোনও অংশ বিশেষ উৎপাটন করিয়াছিলেন"—

এই সকল বেদ-বাক্যের দ্বারা আমরা আমাদের কোন্ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারি?

যে দুইটী বেদ-বাক্য উপরে দেখাইলাম—তাহার প্রথমটীর দেখিতেছি রোদন রূপ কার্য্য, আর দ্বিতীয়টীর দেখিতেছি বপাছেদ বা হৃৎপিণ্ড উৎপাটন কার্য্য। ব্যাপার মন্দ নয়! মীমাংসক আচার্য্য-গণ কি আমাদিগকে বেদের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে, কাঁদিতে বা হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিতে বিধান দিতেছেন? তাহাত সম্ভব নহে। অথচ ঐ জাতীয় বেদবাক্যের অর্থ কি? তাহা কিরূপেই বা বুঝা যায়? (খ) এই প্রকার সন্দেহ সকল দূর করিবার জন্য জৈমিনি তার পরই বলিতেছেন "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (২য় পাদ সূত্র ৭) (গ)

(ক) সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ, তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং'। "প্রজাপতিঃ আত্মনো বপামুদখিদৎ', ইত্যেবংজাতীয়কানি তানি কংধর্ম্মং প্রমিমীরন্? অথোচ্যতে। মীমাংসাদর্শন, পৃঃ ৩৯।

(খ) পরপৃষ্ঠোল্লিখিত "(ক)" চিহ্নিত নোট দেখুন।

(গ) 'কথমেকবাক্যভাবঃ? পদানাং সাকাঙ্ক্ষত্বাদ্বিধেঃ স্তুতেশ্চৈকবাক্যত্বং ভবতি, 'ভূতিকাম আলভেত'। কিমর্থা স্তুতিরিতিচেৎ, কথং রোচেত?—এবং যদা নু স্তুতিপদানি, বিধিপদেনৈব তদা প্ররোচনা, যদা স্তুতিবচনং, তদা স্তবনেন। অস্তু এবং সতি কিং স্তুতি-

এই জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার শবরস্বামী নিম্নলিখিত ভাবে করিয়াছেন "বেদে যে সকল মন্ত্র বা অর্থবাদ বাক্য আছে, সেগুলি প্রত্যক্ষরূপে কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বরূপ উপদেশ না করিলেও ঐ সকল বাক্য পরোক্ষভাবে কোন না কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অথবা তৎসম্বন্ধীয় অর্থের উপদেশ করিয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্ত-দ্বয়ের মধ্যে অগ্নির রোদন বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিতও একটী কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে "বর্হিঃ" এই নামে একটী যজ্ঞের বিধান আছে। সেই যজ্ঞের প্রকরণে এই অগ্নির রোদন বিষয়ক অর্থবাদ বাক্যটী পঠিত হইয়াছে। ঐ অর্থবাদ বাক্যের শেষ টুকু এই যে, অগ্নির রোদন-কালে তাঁহার বামনেত্র হইতে অশ্রু নির্গত হইয়াছিল, সেই অশ্রুই কালে রজতরূপে পরিণত হয়। 'বর্হিঃ'যাগ প্রকরণের মধ্যে লিখিত আছে যে, ঐ যাগ সমাপ্ত হইলে রজত দক্ষিণা দিবে। এই রজত দক্ষিণা নিষেধ করিয়া "বর্হিঃ"যাগে অন্য কোনও বস্তুকে যখন দক্ষিণারূপে বিধান করা হইয়াছে— সে সময়ে 'রজত দক্ষিণা দিবে না কেন' এপ্রকার আশঙ্কা স্বতই লোকের মনে উদিত হইতে পারে। বেদ প্রকারান্তরে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, রজত যখন রোদনের পরিণাম, তখন রজতকে দক্ষিণারূপে দান করিলে যজমানের গৃহেও রোদনের সম্ভাবনা। সুতরাং রজতরূপ দক্ষিণা না দিয়া অন্য কোনও বস্তু দক্ষিণা দিয়া 'বর্হিঃ'যাগের উপসংহার করিবে। (ক)

বচনেন? যস্মিন্ সতি অবিধারকং, মাভূৎ তৎ, তদভাবেঽপি পূর্ব্ববিধিনৈব প্ররোচয়িষ্যত্তে ইতি। সত্যং, বিনাপি তেন সিদ্ধ্যেৎ প্ররোচনম্। অস্তিতু তৎ, তস্মিন্ বিদ্যমানে যোঽর্থো বাক্যস্ত, সোঽগম্যতে স্তুতিপ্রয়োজনম্, তয়োস্তস্মিন্ অবিদ্যমানে বিধিনা প্ররোচনমিতি। স্তুতিশব্দাঃ স্তুবন্তঃ ক্রিয়াঃ প্ররোচয়মানাঃ অনুষ্ঠাতৄণামুপকরিষ্যন্তি ক্রিয়ায়াঃ। এবমিমানি সর্ব্বাণ্যেব পদানি কঞ্চিদর্থং স্তুবন্তি বিদধতি, অতঃপ্রমাণম্.'—

মীমাংসা-দর্শন; শবরভাষ্য, ২য় পাদ, সূত্র ৭।

(ক) শবর—"অথোচ্যতে—অধ্যাহারেণ বা বিপরিণামেন বা ব্যবহিত-কল্পনয়া বা ব্যবধারণ-কল্পনয়া বা গুণকল্পনয়া বা কশ্চিদর্থঃ কল্পয়িষ্যতে ইতি। স কল্প্যমানঃ কঃ কল্প্যেত? রুদ্রঃ কিল রুরোদ, অতোঽন্যেনাপি রোদিতব্যম্ 'উচ্চিখেদ আত্মবপাং প্রজাপতিঃ,' অতোঽন্যোঽপ্যুৎখিদেদাত্মনো বপাং, ইতি তচ্চাশক্যং—ইষ্টবিয়োগেনাভিঘাতেন বা যদ্

তবেই ফলে দাঁড়াইল যে, এই অর্থবাদ বাক্যটী একেবারে যে কোনই কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত অর্থ বোধ করাইতেছে না—তাহা নহে। ইহা নিষিদ্ধ রজতের রোদন-পরিণামরূপ নিন্দা প্রকাশ করিয়া "বর্হিঃ"যাগে বিহিত-রজত-ব্যতিরিক্ত অন্যদক্ষিণা দানে যজমানকে প্রবৃত্ত করাইতেছে। সুতরাং ঐ অর্থবাদও কার্য্যতঃ বিধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে।" এইত গেল মীমাংসক আচার্য্যপ্রবরগণের কথা। ইহা দ্বারা আমি, আলোচ্য বিষয়ে কি বুঝিলাম ?—

আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল যে, বেদে ঔরসপুত্রের উৎপাদন বা দত্তক-পুত্রের গ্রহণ বিষয়ে বুঝি কোনও সাক্ষাৎ বিধি নাই, সুতরাং স্মৃতিতে কোনও স্থলে ঐ প্রকার বিধি দৃষ্ট হইলেও উহা "অনুবাদ" মাত্র। এপ্রকার আশঙ্কা টিকিতে পারে না। কারণ, বেদে সাক্ষাৎ ঐ প্রকার বিধি না থাকিলেও আমাদের উদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রসমূহে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ঔরস এবং দত্তক পুত্র বিষয়ে প্রশংসাদি সূচক অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রশংসা-বাক্য বা ইতিহাস সাক্ষাৎ কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশক না হইলেও, জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসকাচার্য্য-গণের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে, উহারা যে কোনও কর্ত্তব্য কার্য্যেরই প্রশংসা বা তৎসম্বন্ধী কোনও অর্থকে প্রকাশ করিতেছে, তাহা মানিতেই হইবে।

বাষ্প-নির্ম্মোচনং, তদ্ রোদন মিত্যুচ্যতে, নচ তৎ ইচ্ছাতো ভবতি। নচ কশ্চিদাত্মনো বপা মুৎখিদ্য তামগ্নৌপ্রহৃত্য তত উত্থিতেন তূপরেণ পশুনা যষ্টুং শক্নুয়াৎ'—অতঃ এষাং আনর্থক্যং।

মীমাংসদর্শন পৃঃ ৩৯, ৪০।

অত্র পার্থসারথিমিশ্রঃ :—

"এবমাদীনি যানি বিধিভাবনাতদংশত্রয়াতিরিক্তার্থানি তানি কিং ধর্ম্মে প্রমাণং উত নেতি সংশয়ঃ, তদর্থমিদং বিচারয়িতব্যং, কিং বিধ্যুদ্দেশৈরেষামেকবাক্যত্বমুত ভিন্নবাক্যত্বেতি তৎ-সিদ্ধ্যর্থমপ্যেতৎ চিন্তনীয়ং, কিং বিধ্যুদ্দেশার্থবাদয়োঃ পরস্পরাকাঙ্খাঽস্তি ? নবেতি ?" "নচ শ্রৌতস্যার্থস্য সম্ভবে সা যুক্তা একবাক্যতা চ লক্ষণা স্যাৎ।"

"নচ তস্যাং প্রমাণমস্তি তস্মাদানর্থক্যম্। এবং মন্ত্রনামধেয়য়োরপি দর্শয়িতব্যং তাভ্যামপি ধর্ম্মপ্রমিত্যনুদয়াৎ, তস্মাদেষামপ্রামাণ্যং, তেন সমস্তো বেদঃ প্রমাণমিত্যবধারণা ন সিধ্যতি,—সিদ্ধান্তস্তু "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ"।

শাস্ত্রদীপিকা—পৃঃ ১৩৪,—পংক্তি ৭—১০। ১৩৫, ঐ ১—৬।

জৈমিনি আর এক স্থলেও দেখাইয়াছেন যে, স্পষ্ট বিধি-বাক্য বেদে না থাকিলেও (ক) অর্থবাদ বা মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত অর্থ অবলম্বন করিয়াই বিধি কল্পনা করিতে হইবে, তাহা না করিলে, অনেক অর্থবাদ এবং মন্ত্রের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই জৈমিনিপ্রদর্শিত নিয়মানুসারে, আমাদের উদ্ধৃত ঐ সকল ঔরসপুত্র এবং দত্তকপুত্র সম্বন্ধীয় মন্ত্র ও অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা ঔরসপুত্রোৎপাদন-বিধি এবং দত্তক-পুত্রগ্রহণ-বিধি যে বেদ-সম্মত—ইহা অতি সুদৃঢ়রূপে সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

এই প্রকার মন্ত্র ও অর্থবাদের দ্বারা অনুমিত বিধির উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু সমাজ, আবহমান কাল হইতে যে কতশত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে করিয়া আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। (একাদশী-তত্ত্বে রাত্রিসত্র স্থায় দেখ)।

তবেই সিদ্ধ হইল যে, দত্তকপুত্র-গ্রহণ-বিধি সাক্ষাদ্ভাবে বেদে না থাকিলেও উহা বেদ-সম্মত। অথবা 'না থাকিলেও' বলি কেন?—ঋগ্বেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় দত্তকপুত্র-বিষয়ক প্রস্তাবত দেখিতেই পাইতেছি। এই সমুদয় বৈদিক-বাক্য-দ্বারাই আমরা ঐ সকল বিধির অনুমান করিতে পারি। তাহা ছাড়া স্মৃতিশাস্ত্রে ও উহার সাক্ষাদ্বিধান

(ক) 'ফলমাত্রেয়ো নির্দ্দেশাৎ অশ্রুতৌহ্যনুমানং স্যাৎ'

অত্র শবরঃ

"আত্রেয়ঃ পুনরাচার্য্য এবং জাতীয়কেভ্যঃ, ফলং অস্তি ইতি মেনে, ন ফলার্থবাদঃ ইতি, কুতঃ? অশ্রুতফলত্বে অপি অমীষাং ফল-চোদনয়া বাক্য-শেষভূতয়া ভবিতব্যম্'।

মীমাংসা-দর্শন, অ ৪, পাদ ৩, সূত্র ১৮।

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মুদ্রিত। (সোসাইটী)

অত্র মাধবাচার্য্যঃ—

"সত্রকাণ্ডে প্রত্যেকং শ্রূয়তে 'প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে য এতা রাত্রিরুপযন্তি' ইতি। 'ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনো অন্নাদা ভবন্তি, য এতা উপযন্তি' ইতি চ।

"অস্ত রাত্রি-সত্রবিধেঃ স্তাবকে অর্থবাদে প্রতিষ্ঠা শ্রুতা। সা চাস্মিন্ বাক্যে অত্যন্তমশ্রুতাৎ (জবতা কল্পনীয়াৎ) স্বর্গাৎ প্রত্যাসন্না। তস্মাৎ প্রতিষ্ঠা-কামো রাত্রিসত্রং কুর্য্যাৎ ইত্যেবং প্রতিষ্ঠৈব ফলত্বেন কল্পনীয়া'।

জৈমিনীয়-ন্যায়-মালা-বিস্তরঃ (গোল্ডষ্টুকার) পৃ ২০৫,২০৬।

দেখিতেছি। স্মৃতির দ্বারা যে বেদের অনুমান করিতে হইবে—ইহা জৈমিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (ক)।

পুত্রপ্রতিগ্রহবিষয়ে যে বিধি আছে—তাহা বৌধায়নের লেখাতেও স্পষ্ট বোধ হয়। বৌধায়ন যে প্রকরণে, 'একপুত্র দত্তকরূপে গৃহীত বা দত্ত হইতে পারে না' এই কথা বলিয়াছেন, সেই প্রকরণ আরম্ভই করিয়াছেন 'অথ পুত্র-প্রতিগ্রহ-বিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ' এই কথা বলিয়া। বৌধায়নের এই কথা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে,—দত্তক-পুত্রের প্রতিগ্রহাংশেই প্রধান বিধি ছিল, তাহার দান ঐ প্রতিগ্রহ-বিধির অঙ্গ-বিধি বলিয়া পরিগণিত হইঁয়াছে। কেননা প্রতিগ্রহ ত আর দান-ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না।

মীমাংসকগণ দেখাইয়াছেন যে, 'স্বাধ্যায়ো অধ্যেতব্যঃ' বেদাধ্যয়ন বিষয়ে এই বিধি আছে বলিয়াই, বেদের অধ্যাপনও ঐ বিধিদ্বারা আক্ষিপ্ত হওয়ায়, উহা ঐ প্রধান বিধির অঙ্গ। অধ্যাপন-বিষয়ে স্বতন্ত্র-বিধি স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সেইরূপ দত্তকপুত্রের পরিগ্রহ-বিধিই প্রধান বিধি। এবং ঐ পরিগ্রহ যখন দান-ব্যতিরেকে কোনও রকমে সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন দানকেও ঐ প্রতিগ্রহ-বিধির অঙ্গ-বিধিরূপে মানিয়া লইতে হইবে। সুতরাং ঔরস্ পুত্রকে দত্তকপুত্ররূপে দান করাও বিধি-সংসৃষ্ট বলিয়া শাস্ত্র-প্রাপ্তই হইয়া উঠিতেছে। এইজন্যই পুত্রপ্রতিগ্রহবিধির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বৌধায়ন, কোন্ প্রকার পুত্রের দান করিতে হইবে, তাহাই 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ' এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে দানাংশে প্রতিগ্রহরূপ প্রধান বিধির সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, প্রতিগ্রহীতার পক্ষে ঐ দানটী একেবারে শাস্ত্র-প্রাপ্ত হইলেও, দাতা উহা নিজের ইচ্ছানুসারে করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহার পক্ষে ঐ দান রাগ-প্রাপ্ত ও বটে। দাতার পক্ষে ঐ প্রকার দান রাগ-প্রাপ্ত বলিয়াই মিতাক্ষরা-কার বলিয়াছেন যে, 'দাতুরয়ং প্রতিষেধঃ'—অর্থাৎ ঐ নিষেধ অতিক্রম করিলে দাতার প্রত্যবায়

(ক) "বিরোধেত্বনপেক্ষ্যং স্যাৎ, অসতি হ্যনুমানম্" মীমাংসা-দর্শন। অ ১, পা ৩, সূ ৩।

অত্র পার্থসারথিমিশ্রঃ—"অসতি তু বিরোধে (শ্রুতিস্মৃত্যোরিত্যর্থঃ) কর্তৃসামান্যাৎ বৈদিক পরিগ্রহ-দার্ঢ্যাচ্চ শ্রুত্যনুমানম্"।

শাস্ত্রদীপিকা। (কাশী) পৃঃ ৬৪৬, পংক্তি ১৬, ১৭।

হয়। মিতাক্ষরার এই টুকু লেখা দেখিয়া যাঁহারা ঐ প্রকার একপুত্র-দান-নিষেধকে কেবল প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা, পুত্র-প্রতিগ্রহ-বিষয়ে যে অপূর্ব্ব-বিধি আছে, এবং ঐ বিধির সঙ্গে দানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় ঐ দানও যে বিধি-প্রাপ্ত হইয়াছে, এই অবশ্য দ্রষ্টব্য বিষয়টীর উপর দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহাদের জানা উচিত ছিল যে, প্রতিগ্রহ সিদ্ধ না হইলে দানও সিদ্ধ হয় না। যাঁহাকে দেওয়া যায়, তিনি যদি বাস্তবিকই ঐ দান স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বিধি-প্রাপ্ত দানও অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই হইল ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গত ব্যবস্থা। (ক) পুত্রদান, প্রতিগ্রহ-বিধির সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া ফলতঃ ঐ যে দান বৈধ হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি-পাত করা উচিত ছিল। এই দানের বৈধত্ব খণ্ডন করিতে গিয়া একজন পণ্ডিত যে একটী আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা অতীব হাস্যজনক। তিনি বলিয়াছেন যে, 'পুত্রদান যদি বৈধই হয়, তাহা হইলে কেহ যদি পুত্র না দেয়, তবে সে প্রত্যবায়-ভাগী হয় না কেন? বৈধ কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়, ইহা ত শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত।'

আমি বলি—এ আপত্তি আপত্তিই নহে। কারণ পুত্রদান-ক্রিয়া বৈধ হইলেও উহা কোন্ বিধি? নিত্য বিধি না কাম্য বিধি? বাস্তবিক পক্ষে উহা কাম্যবিধি। জগতে এমন অনেক কাম্যবিধি আছে—যাহার অনুষ্ঠান, আমাদের কামনা হয় না বলিয়া আমরা করি না। তবে একটা কথা এই হইতে পারে যে, পুত্র-প্রতিগ্রহ-বিধি যদি নিত্য বিধি হইল, তবে তাহার অঙ্গ-স্বরূপ

(ক) ১। "ততশ্চ উদ্দেশ্যপাত্র বিশেষো যদি ন স্বীকরেতি, তদা সোপাধিত্যাগ-বিশেষস্য অনির্ব্বাহাৎ ন দাতুঃ স্বত্বং নিবর্ত্ততে' ইতি রত্নাকর-প্রভৃতয়ঃ"। বাচস্পত্য। পৃঃ ৩৫১৫।

২। "অত্র দ্রব্যত্যাগেন স্বত্ব-জননে সম্প্রদান-স্বীকার-প্রাগ্‌ভাবোঽপি সহকারী কল্প্যতে।"

শ্রাদ্ধবিবেক। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার। পৃঃ ১৬।

৩। 'অতএবামৃতভ্রান্ত্যা মৃতমুদ্দিশ্য ত্যক্তে, ত্যাগবিস্মরণাৎ, স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে বা, ন দাতুঃ স্বত্বহানিঃ, অতো ন তত্র দানং—সহকারি-বিরহাৎ ইতি, অতএব উদ্দেশ্যপাত্র-বিশেষো যদি পশ্চান্ন স্বীকরোতি তদা সোপাধিত্যাগ-বিশেষস্যানির্ব্বাহাৎ ন দাতুঃ স্বত্বং নিবর্ত্ততে ইতি রত্নাকর-প্রভৃতয়োঽপি বদন্তীতি"।

শ্রাদ্ধবিবেক। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার। পৃঃ ১৬।

পুত্র দান-বিধি—কাম্য হইবে কি প্রকারে? এ আপত্তিও নিতান্ত অসার। কারণ মীমাংসা-শাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পক্ষে বেদাধ্যয়ন-বিধি নিত্য। কিন্তু ঐ বেদাধ্যয়নের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া বেদের অধ্যাপন বিহিত হইলেও, অধ্যাপয়িতার পক্ষে উহা নিত্য বিধি নহে। পরন্তু কাম্য বিধি। কোনও অধ্যাপক যদি ইচ্ছা করিয়া অধ্যাপনা না করেন, তাহা হইলে, "স্বাধ্যায়ো অধ্যেতব্যঃ" এই যে নিত্য বিধি আছে, ইহার উল্লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায় যেমন ঐ অধ্যাপককে ভোগ করিতে হয় না, এখানেও ঠিক সেইরূপ। (ক)

আর একটী কথা এই যে, মিতাক্ষরা "দাতুরয়ং প্রতিষেধঃ" এই প্রকার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার বচনের এ তাৎপর্য্য কিছুতেই বুঝা যায় না যে—একপুত্র-স্থলে ঐ নিষেধ প্রতিগ্রহীতার পক্ষে বিধি-রূপে পর্য্যবসিত হইবে। আমার বিবেচনায়, মিতাক্ষরা-কার ত স্পষ্টই নিষেধ করিয়াছেন যে, "এই যে একপুত্রের নিষেধ, ইহা দাতার পক্ষে প্রসজ্য-প্রতিষেধ কিন্তু প্রতিগ্রহীতার পক্ষে উহা পর্য্যুদাস।" যদি ইহা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে "নৈকং পুত্রং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ" এই বশিষ্ঠ-বচনে প্রতিগ্রহ-পক্ষে যে নঞ্ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি করিবে?—প্রসজ্য প্রতিষেধ? তাহা ত পার না, কেন না মিতাক্ষরাকার, তোমার মতে, "দাতুরয়ং প্রতিষেধঃ" এই বলিয়া এই নিষেধটীকে দাতার পক্ষেই "প্রসজ্য-প্রতিষেধ-রূপে" বাঁধিয়া দিতেছেন, প্রতিগ্রহীতার পক্ষে ইহা প্রসজ্যপ্রতিষেধ হইতে পারে না। সুতরাং অগত্যা প্রতিগ্রহীতার পক্ষে এই নঞের পর্য্যুদাসরূপ অর্থ তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য। স্বীকার না করিলে—ঐ নঞ্ প্রসজ্য-প্রতিষেধও নয়, পর্য্যুদাসও নয়, তবে কি তোমার মতে উহা বিধি? যত অপুত্র ব্যক্তি

---

* (ক) "নাধ্যাপনমিদং বাক্যং বিধাতুং ক্ষমতে যতঃ।
দ্রব্যার্জ্জনার্থং প্রাপ্তত্বাদ্ যচ্ছন্দেন চ সংগতেঃ" ॥ ২৮ ॥

'যথৈবৈতয়াহন্নাদ্যকামং যাজয়েদিতি যাজয়তেঃ পরঃ শ্রূয়মাণোহপিবিধিঃ যাগ-বিধিপর এব প্রযোজক-ব্যাপারপরঃ শব্দো দ্রব্যার্জ্জনার্থ-প্রাপ্ত-ঋত্বিগ্-ব্যাপারানুবাদ ইতি স্থাস্যতি, তথা অধ্যাপয়েদিত্যধ্যয়নবিধিপর এব,'নাধ্যাপনবিধিপরঃ, দ্রব্যার্জ্জনোপায়তয়ৈব প্রাপ্তত্বাৎ"
ন্যায়রত্নমালা। পৃ ১৫। (কাশী)

বাছিয়া বাছিয়া এক পুত্রকেই কি দত্তক-রূপে গ্রহণ করিবে? ইহাই কি তোমার সিদ্ধান্ত? মীমাংসা-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মিতাক্ষরার ন্যায় কঠিন গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে গেলে এই প্রকারেই মিতাক্ষরার শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে!!

যাহা হউক, প্রকৃত কথা বলি.—পুত্র-প্রতিগ্রহবিধি যে শাস্ত্রীয় অপূর্ব্ববিধি তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এই বিধি শুনিলেই আমাদের মনে আকাঙ্খা হয় যে, কিরূপ পুত্র প্রতিগৃহীত হইবে? এই আকাঙ্খা-নিবৃত্তি করিতে যাইয়াই বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন পুত্র-প্রতিগ্রহ-বিধি-প্রস্তাবে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, পিতা এবং মাতা—পুত্রদানে অধিকারী। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঔরস পুত্রকে দান করিলে সে-ই দত্তপুত্রই, "দত্তকপুত্র" রূপে সিদ্ধ হইতে পারে। ঔরস ব্যতীত, অন্য কোনও প্রকার পুত্রকে দান করা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। এই বশিষ্ঠ-বৌধায়নের বচনানুসারে পিতার একমাত্র ঔরস পুত্রও ঔরস-পুত্র বলিয়া দত্তকপুত্ররূপে প্রদত্ত হইতে পারে। শাস্ত্রানুসারেই ত ইহার প্রসক্তি হয়। সেই প্রসক্তিকেই নিরাকরণ করিবার জন্য বৌধায়ন বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, এক পুত্রের দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না।

এক পুত্রের দান যখন শাস্ত্রানুসারেই প্রথমতঃ প্রসক্ত হইতেছে, আবার সেই শাস্ত্রে-ই যখন ঐ এক পুত্রের দান বা প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত পর্য্যুদাস-বিচারের নিয়মানুসারে এই দান বা গ্রহণের নিষেধও যে শাস্ত্রপ্রাপ্তের নিষেধ বলিয়া পর্য্যুদাস হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। পূর্ব্বে পর্য্যুদাস-বিচারে দেখান গিয়াছে যে, 'রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত' এই স্থলের নঞ্‌ যেমন, "রাত্রি ভিন্ন" শুধু এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং ঐ 'রাত্রিভিন্নরূপ' অর্থটী 'অমাবাস্যায় শ্রাদ্ধ করিবে', এই শ্রাদ্ধবিধির দ্বারা বিহিত, "অমাবাস্যা" রূপ কালের বিশেষণ ছাড়া আর কিছুই নহে,—সেইরূপ এখানেও 'অপুত্রক ব্যক্তি পরলোকে পিণ্ডোদকাদি লাভ করিবার জন্য পুত্র প্রতিগ্রহ করিবে' এই বিধিতে প্রতিগ্রাহ্যরূপে যে 'পুত্র' বিহিত হইয়াছে, তাহারই বিশেষণ 'নৈকং পুত্রং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ' এই বাক্যটী। অর্থাৎ এই বাক্যটী কেবল, পূর্ব্বলিখিত "রাত্রি-ভিন্ন" এই অংশের ন্যায় 'এক পুত্র ভিন্ন" এই টুকুমাত্রই

প্রকাশ করিতেছে। আর ঐ অংশটী 'পুত্র প্রতিগ্রহ করিবে' এই বিধি-প্রাপ্ত পুত্রের বিশেষণ মাত্র। তাহা হইলেই যেমন 'রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্য্যাৎ" আর 'অমাবাস্যায়াং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ' এই দুইটী বাক্য মিলিয়া 'রাত্রি ভিন্ন অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে' এই এক বিধিতে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ এখানেও 'অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র-প্রতিনিধিঃ সদা' আর "নৈকং পুত্রং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ" এই দুইটী বাক্য মিলিত হইয়া 'এক-পুত্রেতর পুত্রকে' অর্থাৎ 'পিতার একমাত্র পুত্র-ভিন্ন পুত্রকে গ্রহণ করিবে' এই প্রকার একটী মাত্র বিধিতে পর্য্যবসিত হইতেছে।

এই প্রকার একবাক্যতা করিলে শাস্ত্রীয় বচনগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইবার আশঙ্কাও নিবৃত্ত হয় এবং বাক্যভেদরূপ গৌরবের হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

নঞ্-এর এই প্রকার পর্য্যুদাসরূপ অর্থ করিতে যাইয়া যাঁহারা একটু ইতস্ততঃ করেন, আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মলমাস তত্ত্বের, মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেকের, ও তদীয় টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার মহাশয়ের সুবিস্তৃত ও সুমীমাংসিত পর্য্যুদাস বিচারের প্রতি একটু প্রণিধান-সহকারে দৃষ্টিপাত করেন। প্রবন্ধের কলেবর ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া আমি আর স্বতন্ত্রভাবে ঐ সকল বিচারের অবতারণা করিতে চাহি না। এখানে প্রতিবাদিগণ একটী আপত্তি তুলিতে পারেন যে, 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ' বা এই নিষেধক বচন হইল বশিষ্ঠ এবং বৌধায়নের, আর 'অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা' এই পুত্র-প্রতিনিধিবিষয়ক বচন হইল অত্রির ; ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত বচনের এইরূপ একবাক্যতা কি প্রকারে সম্ভব ? ইহার উপর আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঋষি-বচনের এইরূপে একবাক্যতা করা নূতন নহে। কারণ, মলমাসতত্ত্ব, শ্রাদ্ধবিবেক, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে পর্য্যুদাসবিচারপ্রকরণের উপর দৃষ্টিপাত করিলে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সকল গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ প্রণেতৃগণ এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঋষিবাক্য সকল মিলাইয়া একবাক্যতা করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেন নাই। অথবা শুধু ধর্ম্মশাস্ত্রে কেন ? ভিন্ন ভিন্ন বেদবাক্যেরও ঐ প্রকার একবাক্যতা যে হইতে পারে, তাহারও মীমাংসাশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ আছে। একটা

উদাহরণ দেই। 'উরু প্রথস্ব' ইত্যাদি মন্ত্র সংহিতাভাগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর 'উরু প্রথস্ব ইতি পুরোডাশং প্রথয়তি' এই বাক্যটী ব্রাহ্মণভাগেও দেখিতে পাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে সংহিতা-ভাগ প্রণীত হওয়ার প্রায় সহস্র বৎসর পরে, ব্রাহ্মণভাগ নির্ম্মিত হয়। সেই ব্রাহ্মণভাগের বাক্যের সঙ্গে সংহিতা-ভাগের বাক্য-সমূহের একবাক্যতা মীমাংসা-শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রদর্শিত হইয়াছে। (ক)

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—এ দুইত বেদ, সুতরাং ঐ দুইএর মধ্যে যে একবাক্যতা হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? আমি কিন্তু মীমাংসা শাস্ত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, স্মৃতি-বাক্যের সঙ্গেও সংহিতা-বাক্যের ঐ প্রকার একবাক্যতা করিতে পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। (খ)

(ক) "উরু প্রথস্ব ইত্যয়ং কশ্চিন্মন্ত্রঃ। তস্যায়মর্থঃ—ভোঃ পুরোডাশ। ত্বং উরু বিপুলতা যথা ভবতি, তথা প্রথস্ব ইতি। এবমাদয়ো মন্ত্রা যাগপ্রয়োগেষু উচ্চার্য্যমাণা অদৃষ্টমেব জনয়ন্তি, নতু অর্থ-প্রকাশনায় তদুচ্চারণম্। পুরোডাশপ্রথনলক্ষণস্য অর্থস্য ব্রাহ্মণ বাক্যে-নাপি ভাসনাৎ। 'উরু প্রথস্বেতি' 'পুরোডাশং প্রথয়তি' ইতি ব্রাহ্মণবাক্যম্।"

'নায়ং বিরোধঃ—প্রবলেন হি লিঙ্গেন বিনিয়োগসিদ্ধৌ বাক্যস্যানুবাদকত্বাৎ ইতি রাদ্ধান্তঃ'। জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ। পৃঃ ২৬, ২৭, (আনন্দাশ্রম)।

(খ) "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দং অনপেক্ষ্যং স্যাৎ। ১।
অপি বা কর্ত্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ॥ ২॥

'অষ্টকা কর্ত্তব্যা' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যং ন ধর্ম্মে প্রমাণম্। পৌরুষেয়-বাক্যত্বে সতি মূলপ্রমাণ রহিতত্বাৎ বিপ্রলম্ভক-বাক্যবৎ। অথ মূলপ্রমাণবত্ত্বায় বেদার্থ এব স্মৃতিভিরুচ্যতে ইতি মন্যেথাঃ। তর্হি বেদেনৈব তদর্থস্য অবগতত্বাৎ ইয়ং স্মৃতিরনর্থা স্যাৎ। তদানীং অনুবাদকত্বাৎ অপ্রামাণ্যমিতি প্রাপ্তে—ক্রমঃ—

'বিমতা স্মৃতির্বেদমূলা, বৈদিকমন্বাদি-প্রণীত-স্মৃতিত্বাৎ উপনয়নাধ্যয়নাদি স্মৃতিবৎ। ন চ বৈয়র্থ্যং শঙ্কনীয়ম্। অস্মদাদীনাং প্রত্যক্ষেষু পরোক্ষেষু চ নানাবেদেষু বিপ্রকীর্ণস্য অনুষ্ঠেয়ার্থ-কস্য একত্র সংক্ষিপ্যমানত্বাৎ। তস্মাদিয়ং স্মৃতিঃ ধর্ম্মে প্রমাণম্। 'যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি' ইত্যয়ং মন্ত্রঃ অষ্টকাশ্রাদ্ধস্য অঙ্গম্। তচ্চ শ্রাদ্ধং স্মার্ত্তম্। ন হি তস্য প্রতিপাদকং বেদবাক্য মুপলভামহে, তস্মাদিদং মন্ত্রবাক্যং ন ধর্ম্মে প্রমাণ মিতিচেৎ, ন, তন্মূলস্য বেদস্য অনুমেয়ত্বাৎ। অনুমানং চ দর্শিতম্। তস্মাদসৌ মন্ত্রো ধর্ম্মে প্রমাণম্॥)

জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তর, পৃ ২৭, ২৮।

পূর্ব্বোক্ত এই সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ গুলির অনুশীলন করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, "নৈকং পুত্রং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ" এই বশিষ্ঠ-বৌধায়ন-সূত্রে যে নঞ্ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা পর্য্যুদাস, কোনও প্রকারেই উহা প্রসজ্য-প্রতিষেধ হইতে পারে না।

ঐ নঞ্ যদি পর্য্যুদাস হইল, তাহা হইলে, এক পুত্রের স্থলে, দত্তক গ্রহণ করিলে, সেই দত্তক হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে—যে অসিদ্ধ, এ বিষয়ে আর সংশয়ের কোনই কারণ নাই।

বশিষ্ঠ এবং বৌধায়ন-বচনে আর একটী কথা আছে যে, 'স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং' ইহার অর্থ, 'সে-ই একমাত্র পুত্রই পূর্ব্বপুরুষগণের বংশরক্ষার কারণ।' এস্থলে একটি বিষয় দেখিতে হইবে। এই বাক্যটীর মধ্যে 'হি' শব্দটী থাকা নিবন্ধন ইহাকে 'হেতুবন্নিগদ' এই আখ্যা মীমাংসকগণ দিয়াছেন। বিধি না থাকিলে, 'হেতুবন্নিগদের' প্রয়োজন থাকে না; অর্থাৎ কোনও বিধি বা নিষেধের সহিত সম্বন্ধ,—বিধ্যর্থের স্তুতি বা নিষিদ্ধার্থের নিন্দা প্রকাশ করাই 'হেতুবন্নিগদের' তাৎপর্য্য। 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ' ইহা যদি নিষেধবিধি অর্থাৎ প্রসজ্য-প্রতিষেধ না হয়, তাহা হইলে, 'সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং' এই হেতুবন্নিগদের সহিত, ইহার অন্বয় কি করিয়া হইতে পারে? এই আপত্তি উত্থাপন-পূর্ব্বক কেহ কেহ, বৌধায়ন ও বশিষ্ঠ-বচনের 'নঞএর' প্রসজ্য-প্রতিষেধ-রূপ অর্থ করিতে চাহেন। আমি বলি যে, এপ্রকার আপত্তিতে আমাদের ভীত হইবার কারণ নাই। যেহেতু 'স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং' এই হেতুবন্নিগদ যদি 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ' এই নিষেধ টুকুর সহিতই মাত্র অন্বিত হয়, এবং অন্বিত হইয়া ঐ নিষেধকে প্রসজ্য-প্রতিষেধও করিয়া তুলে, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? 'নৈকং পুত্রং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ' এই ভাগের সঙ্গে যে ঐ হেতুবন্নিগদের কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করিবার কোনও কারণইত দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ 'হেতুবন্নিগদ'—একপুত্রের প্রতিগ্রহ-নিষেধক নঞ্‌কেও যে প্রসজ্য-প্রতিষেধ-রূপে পরিণত করিতে পারে, এমন কোনও যুক্তিই নাই। অতএব প্রতিবাদিগণের ন্যায়, আমিও মুক্ত কণ্ঠে—"স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং" ইহাকে 'হেতুবন্নিগদ' বলিতে পারি। আরও একটা কথা—'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ' ইহাকে পর্য্যুদাস বলিয়া মানিলেও—'স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং' ইহা 'হেতুবন্নিগদ' হইবে না কেন? ইহাকেও কি 'এক-

পুত্রেতর-পুত্র-প্রতিগ্রহ করিবে'—এই বিধির সঙ্গে অন্বয় করিয়া, এই বিধি বাক্যেরই অন্তর্গত কোনও একটী বিধেয়ের স্তাবক বলিয়া, ইহার 'হেতু-বন্নিগদত্ব' রক্ষা করা যায় না?

'একপুত্রেতর' বলিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে এক পুত্রের কথা মনে পড়ে, সেই এক পুত্রের স্তুতি করিলে কি—'একপুত্রেতর পুত্রের প্রতিগ্রহ করিবে' এই বিধির একটী অংশের স্তুতি করা হইল না? সুতরাং—'হেতুবন্নিগদের' অনুরোধে 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ' ইহাকে যে প্রসজ্য-প্রতিষেধ বলিতেই হইবে, ইহা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না।

এক্ষণে আমি, একপুত্রের দত্তক সম্বন্ধে যে সকল মোকদ্দমার বিচার এবং সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছি, সেই সমুদয়ের একটু আলোচনা করিয়া, আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমি দেখাইয়াছি—যে, 'একপুত্রের দান বা গ্রহণ করিবে না—' এই যে নিষেধ, ইহা শাস্ত্রপ্রাপ্ত বিধির নিষেধ, সুতরাং পর্য্যুদাস। অতএব এই শাস্ত্রীয় নিষেধ সত্ত্বেও যদি একপুত্রের দান বা গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা পর্য্যুদস্ত অর্থাৎ অসিদ্ধ হইবে। এই স্পষ্ট শাস্ত্রীয় নিষেধ সত্ত্বেও যাঁহারা একপুত্রের দান বা গ্রহণ বিষয়ক মোকদ্দমায় ঐপ্রকার দত্তক সিদ্ধ করিয়াছেন, আমি এখন, আমার লিখিত তালিকা অনুসারে, যথাক্রমে, সেই সেই মোকদ্দমার (তাঁহাদের স্বমতপোষক) যুক্তি ও তর্কের আলোচনা করিতেছি।—

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

একপুত্রের দত্তকত্ব-সিদ্ধির খণ্ডন।

১ (পৃ—৫৮)

ইংরাজী ১৮৭৮ সালে প্রিভি কাউন্সিলে উমাদেবী ও গোকুলানন্দের মোকদ্দমায়, বিচারপতি-গণের সিদ্ধান্ত, যাহা আমি তুলিয়া দেখাইয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহারা ঐ মোকদ্দমায়—শুদ্ধ দত্তকের কথা

বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ স্থলে ভ্রাতার একমাত্র পুত্রও লওয়া যাইতে পারে।' এই কথা দ্বারা এক পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইল না। বরঞ্চ তাঁহাদের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য ধরিতে গেলে বুঝি, তাঁহারা একপ্রকার স্বীকারই করিয়াছেন যে, দ্ব্যামুষ্যায়ণ স্থল ব্যতীত একপুত্রের দত্তকরূপে গ্রহণ অনুচিত। ঐ মোকদ্দমার উপসংহার কালেও তাঁহারা যে 'দীন-বন্ধুকে দত্তক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে' বলিয়াছিলেন,—তাহাও ঐ দ্বামুষ্যায়ণ-ভাবে লইবারই কথা। কেন-না, পূর্ব্বেই তাঁহারা দ্ব্যামুষ্যায়ণের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ঐ মোকদ্দমা একপুত্রের দত্তক হওয়ার অনুকূলে নহে। অথচ পরিবর্ত্তী মোকদ্দমা-সমূহে, অনেক স্থলে, একপুত্রের দত্তকত্ব-সিদ্ধির অনুকূলে, ঐ প্রিভিকাউনসিলের নজির দেখান হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে!

২ (পৃ—৫৯)

আমার তালিকার দ্বিতীয় মোকদ্দমায়ও,পণ্ডিতগণ এক পুত্রকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভাবে লইতেই মত দেন, শুদ্ধ-দত্তকরূপে নহে। 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ-ভাবে লইতে পারা যায়' সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তে বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একপুত্র যে—শুদ্ধ দত্তক হইতে পারে না ইহা তাহাদেরও মত। বিচার পতিও পণ্ডিতগণের সহিত একমত হইয়াছিলেন। সুতরাং ওস্থলের সিদ্ধান্তও শাস্ত্র-সম্মত, একপুত্রের—শুদ্ধদত্তকত্বের প্রতিকূল।

৩ (পৃ—৫৯)

তৃতীয় মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, 'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে একপুত্রের দত্তকত্ব যে প্রত্যবায়-জনক হয়, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই'। এই স্থলেই আমার আপত্তি। প্রধান বিরারপতি মহাশয়ের কথার ভাবে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি 'এক পুত্রের দান বা গ্রহণ করিতে নাই' এই নঞের অর্থ প্রসজ্য-প্রতিষেধ করিয়াছিলেন। নইলে 'প্রত্যবায় জনক' বলিবেন কেন? আমরা দেখাইয়াছি যে, ও নঞ্ প্রসজ্য-প্রতিষেধ নহে, পর্য্যুদাস। সুতরাং ঐ একপুত্রের গ্রহণ পর্য্যুদস্ত। তার পর তিনি আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, 'যখন একবার হইয়া গিয়াছে, তখন উহা সুসিদ্ধ'। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। যদি কোনও একটা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় কার্য্য একবার হইয়া যায়, তবে কি তাহা সিদ্ধ বলিতে

হইবে? যদি কোনও হিন্দু তাহার পিতার মরণাশৌচের মধ্যেই বিবাহ করে, তবে কি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঐ বিবাহকে, 'এক বার যখন হইয়া গিয়াছে তখন উহা সুসিদ্ধ' বলিতেই হইবে? আর যে ব্যক্তি ঐ অশৌচী পাত্রে জানিয়া শুনিয়াও কন্যা সম্প্রদান করিয়াছে,—'সে করিয়া ফেলিয়াছে' বলিয়া কি তাহার ঐ দান 'সুসিদ্ধ' বলিতে হইবে? কখনই নহে। যাহা অশাস্ত্রীয়, তাহা চিরকালই অশাস্ত্রীয়। তুমি কর বা না কর, তাহার সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তুমি করিয়া বসিয়াছ বলিয়া, অশাস্ত্রীয় কার্য্য কখনও শাস্ত্রীয় হইতে পারে না।

আর তার পর, এই মোকদ্দমায় বিচারপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'যদি দ্ব্যামুষ্যায়ণের সর্ত্ত থাকে, তবে আর কোনই দোষ রহিল না'—আমিও তাহাই বলি,—দ্ব্যামুষ্যায়ণ হইলে আর কথা কি? তবে—শুদ্ধ দত্তক হইতেই পারে না। ফল কথা, বিচারপতি মহাশয় এই মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া—যে একটু সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন—এবং সেই জন্যই, তাঁহার সিদ্ধান্তে, তিনি কি বলিয়া, কি শুদ্ধ দত্তক বলিয়া, না দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিয়া, একপুত্রের দত্তকরূপে গ্রহণ সুসিদ্ধ করিলেন, তাহা যে বুঝিতে বিলম্ব হয়, একথা ১৮৭৮ সালে, বিচারপতি মার্‌কবি সাহেবও মাণিকচন্দ্রদাস ও ভগবতীর মোকদ্দমায় স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং এ মোকদ্দমার সিদ্ধান্তও আমি শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

৪ (পৃ—৬১)

এই মোকদ্দমায় বোম্বাইএর প্রধান বিচারপতি ওয়েষ্ট্রপ মহোদয়,—ষ্ট্রেন্‌জ সাহেবের অনুবাদিত মিতাক্ষরার—"দাতুরয়ং প্রতিষেধঃ" এই বাক্যের নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ ধরিয়া একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন—। আমি দেখাইয়াছি—যে, ঐ নঞের অর্থ প্রসজ্য-প্রতিষেধ নহে, পর্য্যুদাস। আমি আরও দেখাইয়াছি যে,—দাতার পক্ষে উহা প্রসজ্য-প্রতিষেধ হইলেও গ্রহীতার পক্ষে উহা পর্য্যুদাস। সুতরাং—১মতঃ—

মিতাক্ষরার নঞের সার্‌টমাসষ্ট্রেনজ্ যে প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। উহা প্রসজ্য-প্রতিষেধ নহে—উহা পর্য্যুদাস, এই কারণে,—২য়তঃ—'দাতার পক্ষে প্রতিষেধ'—ইহা বলায় গ্রহীতার পক্ষে এক পুত্রেরই গ্রহণ যে বিধি নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; যদি গ্রহীতার

পক্ষে প্রসজ্য-প্রতিষেধও না হইল পর্য্যুদাসও না হইল, তবে গ্রহীতার পক্ষে ঐ নঞের অর্থ কি? বিধি? তাহাত হইতে পারে না; সুতরাং গ্রহীতার পক্ষেও ঐ নঞ্ যে পর্য্যুদাস, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই,—এই কারণে,—বিচারপতি মহাশয়ের—'একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইল' এই সিদ্ধান্তে আমি রাজী হইতে পারিলাম না।

৫ (পৃ—৬২)

পঞ্চম মোকদ্দমায়—বোম্বাইএর পণ্ডিতগণ 'এক ব্যক্তির সবে দুইটী পুত্র আছে, সেই দুই পুত্রেরই দান ও গ্রহণ সিদ্ধ' এই যে মত দেন, ইহার উপর আমি আর কি বলিব? শাস্ত্রে 'একপুত্রের দান বা প্রতি-গ্রহণ পর্য্যুদস্ত হইবে', ইহাই আছে, দুই পুত্রের দানের কথা ত আর নাই, সুতরাং তাহা দেওয়ায় দোষ কি? ইহাই বোধ হয় পণ্ডিতগণের ধারণা হইয়াছিল। এখানে আমার এই টুকু জিজ্ঞাস্য যে, এক পুত্রের দান বা প্রতিগ্রহের নিষেধ করিবার উদ্দেশ্য কি? বংশনাশ-রূপ ঘোর বিপদ হইতে দাতাকে রক্ষা করিবার জন্যই ত ঐ নিষেধ? এক্ষেত্রে তাহা রহিল কি?

৬ (পৃ—৬২)

ষষ্ঠ মোকদ্দমায় ত বিচারপতি, "Factum Valet" অর্থাৎ আমাদের—দায়ভাগের "ন বচনশতেনাপি অন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে" এই কথা অনুসারে, একপুত্র দত্তক সিদ্ধ করিয়াছিলেন। আমি ৩ নম্বরের মোকদ্দমায় ঐ যুক্তির খণ্ডন করিয়াছি। পুনশ্চ আমার বক্তব্য এই যে, ঐ যে "Factum Valet" রূপ সিদ্ধান্ত, উহা বিহিত কার্য্য বিনা অন্যত্র প্রযোজ্য নহে। যাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেই বিধানানুসারে যদি কোনও কার্য্য একবার সম্পন্ন হয়, তবে আর তাহা উল্টায় না। এই হইল ঐ সিদ্ধান্তের চরম তাৎপর্য্য। কিন্তু ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইল কি না—তাহা বুঝিব কি প্রকারে? শাস্ত্রইত তাহা বুঝাইয়া দিবে। যে প্রকারে ঐ কার্য্য করিতে হইবে, এবং যে প্রকারে করিলে উহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে, শাস্ত্রই তাহার উপদেশ দিয়াছে। সে-ই শাস্ত্রীয় উপদেশ না মানিয়া আমি যদি কোনও একটা অশাস্ত্রীয় কার্য্য করি, তবে তাহা সম্পন্ন অর্থাৎ শাস্ত্র-সিদ্ধ হইল, একথা বলিব কি প্রকারে? মনু বলিয়াছেন যে, দায়বিভাগ একবারই হয়, কন্যার দান একবারই হয়। "দিলাম" এই বাক্য একবারই বলা যায়, এই তিনটী

ব্যাপার একবারবই দুইবার হয় না। (ক) এই যে তিনটী কার্য্যের নাম করা হইল, ইহা যদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ না হয়, তবেই একবার হইলে আর করিতে হয় না, বা করা যায় না। যেমন শাস্ত্রে আছে যে, আগে পিতা, তার পর পিতামহ তারপর ভ্রাতা প্রভৃতি কন্যা দানে অধিকারী। (খ) এস্থলে, পিতা জীবিত থাকিতেও যদি পিতামহ বা ভ্রাতা কন্যা দান করেন, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ক্রমভঙ্গ হইল বলিয়া আর পুনরায় দত্তকন্যার দান হইবে না। কেননা, ঐ যে পিতামহ বা ভ্রাতা দান করিলেন—উঁহারাও ত শাস্ত্রবিহিত দানাধিকারিগণের অন্যতর বা অন্যতম। সুতরাং উহা অশাস্ত্রীয় দান হইল না। ঐরূপ স্থলেই Factum Valet প্রযোজ্য। নইলে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যাকে কোথাকার এক অপরিচিত নীচ ব্যক্তি যদি অন্য কোনও নীচ ব্যক্তিকে দান করিয়া বসে, তবে তাহা কি ঐ Fatcum Valet অনুসারে সিদ্ধ হইবে ?

'যদি কোনও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কোনও প্রকার দানাদি করে, তবে তাহা দান বলিয়াই ধরিবে না।' এই হইল হিন্দু ধর্ম্ম এবং ব্যবহারশাস্ত্রের উপদেশ। (গ)

কেন? ঐ সকল স্থলে Factum Valet প্রযুক্ত হউক। অপরিচিত অসবর্ণ নীচ জাতীয় কোনও পাত্রে অন্য কোনো নিঃসম্পর্ক নীচশ্রেণির লোকে আসিয়া কাহারও কন্যাদান করিলে,' তাহা তোমার ঐ Factum valet অনুসারে সিদ্ধ করিতে কি তুমি রাজী আছ?' যদি না থাক, তবে এই দত্তকস্থলেও যাহা বৈধ নয়, এ প্রকার কার্য্য 'একবার যখন হইয়া গিয়াছে—অতএব সিদ্ধ' এ কথা বল কি প্রকারে ?

(ক) "সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রিণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
উদ্বাহতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব : (শ্রীরামপুর) ২য় ভাগ পৃ ৮০, (১৮৩৫)

(খ) "বিষ্ণুঃ—পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতাচেতি কন্যাপ্রদঃ"—
ঐ ঐ পৃঃ ৭০।

(গ) 'নারদঃ—স্বতন্ত্রোঽপি হি যৎকার্য্যং কুর্য্যাদপ্রকৃতিং গতঃ।
তদপ্যকৃতমেবৈ স্যাৎ অস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুতঃ॥' "
ঐ ঐ পৃঃ ৭০

তোমার গাড়ী খানা, আমি তৃতীয় ব্যক্তি, পথের একজনকে দিলাম; ইহা কি তোমার ঐ সিদ্ধান্তানুসারে সিদ্ধ হইবে? শাস্ত্রানুসারে, 'যাহাতে আমার স্বত্ব নাই, তাহা আমি দান করিতে পারি না' বলিয়া ঐ দান অসিদ্ধ। তুমি কি উহাকে সিদ্ধ বলিবে? ইচ্ছা হয় বল, আমি কিন্তু তাহা পারিব না। আমার ঐ সকল অশাস্ত্রীয় কার্য্যস্থলে ওসিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নহে। সুতরাং বিচারপতি মহাশয়ের, ঐ যুক্তি-অনুসারে একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করা, আমি অনুমোদন করিতে পারি না।

৭ (পৃ—৬২)

৭ নম্বরের মোকদ্দমায় যে প্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় "এক পুত্রের দান বা গ্রহণ করিতে নাই" এই নঞএর প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ করা হইয়াছে। আমি দেখাইয়াছি যে, ও স্থলে নঞের অর্থ প্রসজ্য-প্রতিষেধ নহে—পর্য্যুদাস, সুতরাং ও প্রকার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

৮ (পৃ—৬৩)

অষ্টম মোকদ্দমায়ও Factum Valet অনুসারে একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। আমি ৩ এবং ৬ নম্বরের মোকদ্দমায়, যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বাক্যদ্বারা উহার খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐরূপ স্থলে দত্তক অসিদ্ধ।

৯ (পৃ—৬৩)

নবম মোকদ্দমায়ও, বিচারক মান্দ্রাজের রেকর্ডার, Factum valet এর প্রয়োগ-পূর্ব্বক একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করেন। আমি ৩, ৬ এবং ৮ নম্বরের মোকদ্দমায় উহা খণ্ডন করিয়াছি।

১০ (পৃ—৬৩)

দশম মোকদ্দমায়, প্রধান বিচার-পতি স্কটল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, একপুত্রের দেওয়ায় শুধু দাতারই দোষ, গ্রহীতার গ্রহণ অসিদ্ধ হয় না। সুতরাং দেখিতেছি, প্রধান বিচারপতি মহাশয় ঐ নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ করিয়াছেন।—আমি উহা যুক্তি-পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া স্থাপন করিয়াছি যে, ঐ নঞ্ পর্য্যুদাস। সুতরাং ও প্রকার দান বা গ্রহণ—উভয়েই অসিদ্ধ। মতান্তরে আমি ইহাও দেখাইয়াছি যে, দাতার পক্ষে ঐ নঞ প্রসজ্য-প্রতিষেধ হইলেও গ্রহীতার পক্ষে উহা পর্য্যুদাস। অতএব গ্রহণ পর্য্যুদস্ত বা অসিদ্ধ। তারপর, বিচারপতি মহোদয় Factum valet এর অঙ্কুশ মারিয়া দত্তক

সিদ্ধ করিয়াছেন। আমার ৩ ও ৬ নম্বরের মোকদ্দমায় উহা খণ্ডন করিয়াছি।

১১ (পৃ—৬৪)

একাদশ মোকদ্দমাটীর যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে 'একপুত্রের দান দোষাবহ হইলেও অসিদ্ধ হইতে পারে না', প্রিভিকাউন্‌সিল এই রায় দেন। যখন 'দোষাবহ হইলেও অসিদ্ধ হয় না' এই কথা বলিয়াছেন, তখন বুঝিতেছি যে, প্রিভিকাউন্‌সিল ঐ নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধার্থই স্বীকার-পূর্ব্বক ঐ প্রকার একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করিতেছেন। ও নঞ্ যে প্রসজ্য-প্রতিষেধ নয়, এবং দাতার পক্ষে প্রসজ্য-প্রতিষেধ হইলেও গ্রহীতার পক্ষে পর্য্যুদাস, এ কথা আমি বহুবার শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বিচার-পূর্ব্বক স্থির করিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা অনাবশ্যক। তবে এখানে একটী কথা উল্লেখ্য। প্রিভিকাউন্‌সিল বলিয়াছেন যে, কিছু দিন ধরিয়া যে সিদ্ধান্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিপরীত কিছু করিলে দোষের হয়। আমি একথাটা ভাল করিয়া বুঝিলাম না।—আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কয়জন লোকে এক পুত্র দত্তকরূপে দান করে? তবে যাহারা নিতান্ত স্বার্থান্ধ হইয়া, শাস্ত্র-বাক্যে অনাস্থা-প্রদর্শন করিয়া ঐ প্রকার নিষিদ্ধ কার্য্য করে, তাহারও দুই একটী মাত্র বিচারালয়ে আইসে। ফলে, ওপ্রকার দত্তক অতি কমই গৃহীত হয়। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের ন্যায়, এ সিদ্ধান্তকে কেহ বিধিরূপে মানিবে না, বা তদনুসারে কাজও করিবে না। আর তার পর, 'আদালতের বহুদিনের সিদ্ধান্ত' কি এই নূতন উল্টাইতেছে?

১৮১২ সালে প্রিভিকাউন্‌সিলে নীলমাধব দাস ও বিশ্বম্ভর দাসের যে মোকদ্দমা হয়; (যাহা আমি ৯৩ পৃষ্ঠে, এক-পুত্রদত্তকের প্রতিকূল মোকদ্দমা সমূহের ৬ নম্বরে উল্লেখ করিয়াছি) তাহাতে প্রিভিকাউন্‌সিল, 'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে একপুত্র দত্তক গৃহীত হইলেও তাহা অসিদ্ধ' বলিয়া দেন। আর আজ প্রিভিকাউন্‌সিল ঐ একপুত্র দত্তক সিদ্ধ করিতে উদ্যত, ইহাতে কি, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন হইতেছে না? প্রিভিকাউন্সিলেরই সিদ্ধান্ত যদি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তবে, ভারতের হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইলে এমন কি মারাত্মক দোষ হয়, বুঝিতেছি না। অবশ্য হাই-

কোর্টের উপর লোকের অপরিমিত শ্রদ্ধা ও অটল বিশ্বাস। সুতরাং তাদৃশ সমুচ্চ আদর্শ ধর্ম্মাধিকরণের সিদ্ধান্ত যত না বদলায়, ততই সুখের এবং মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু তাহা বলিয়া, ব্যবস্থা-বৈষম্য করাও কি ভাল? যাহা শাস্ত্র-সিদ্ধ, তাহার আদর চিরদিন যেমন হাইকোর্টে হইয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই হওয়া উচিত। অন্যথা সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকিবে কেন?

১২ (পৃ—৬৫)

দ্বাদশ মোকদ্দমায়ও—প্রধান বিচারপতি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে 'একপুত্রের দত্তক গ্রহণ পাপজনক হইলেও যখন একবার হইয়া গিয়াছে, তখন আর বদলায় না।' তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ চিন্না গয়ওয়ামও কুমার গয়ওয়ামের মোকদ্দমা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, এই মোকদ্দমায় 'Factum valet' অনুসারে দত্তক সিদ্ধ করিয়াছেন। যখন তিনি 'পাপজনক' এই প্রকার কথা বলিয়াছেন, তখন তাঁহার যে, ঐ নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ করিবার দিকেই প্রবল ইচ্ছা ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আমার প্রদর্শিত যুক্তি এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা Factum valet ও প্রসজ্য-প্রতিষেধ—এই দুইই যখন বাধিত হইতেছে, তখন এই স্থলে, আমার মতে ঐ একপুত্র দত্তকরূপে গৃহীত হইলেও তাহা পর্য্যুদস্ত অর্থাৎ অসিদ্ধ। মান্দ্রাজে আরও দুই একটী মোকদ্দমায় Factum valet অনুসারে, এক পুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল। আমি ৩, ৬, এবং ৮ নম্বরে দেখাইয়াছি যে, ঐ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

১৩ (পৃ—৬৬)

ত্রয়োদশ মোকদ্দমায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে, চারিজন বিচারপতি একত্রে 'এক পুত্র দত্তক দিলে বা নিলে অসিদ্ধ হয় না'—এই রায় দেন। এই বিচারে বিচারপতি ষ্টুয়ার্ট, কলিকাতা বোম্বাই এবং মান্দ্রাজে, তাদৃশ মোকদ্দমা সমূহে Factum valet অনুসারে যে দত্তক সিদ্ধ হইয়াছিল, সেই দৃষ্টান্তানুসারে, এবং ষ্ট্রেন্‌জ সাহেবের 'যতই দোষাবহ হউক না কেন, একবার হইয়া গেলে আর উল্টায় না' এই উক্তি অনুসারে, একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধির অনুকূলে মত দেন। ষ্ট্রেন্‌জ সাহেব 'একপুত্র দেওয়া যায় না' এই নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ করেন। নতুবা 'দোষাবহ' বলিবেন কেন? আমি

বহুবার দেখাইয়াছি যে, ঐ নঞের অর্থ প্রসজ্য-প্রতিষেধ নহে, পর্য্যুদাস। সুতরাং ষ্ট্রেনজের মতও আমার মনোমত হইল না। আর Factum valet যে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই মোকদ্দমায় বিচারপতি পিয়ারসন্ও Factum valet অনুসারে এবং নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ করিয়া একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করেন। ঐ দুই মতই পূর্ব্বে খণ্ডন করিয়াছি।

এই মোকদ্দমায় অন্যতম বিচারপতি টার্ণার মহোদয়, 'নঞের অর্থ পর্য্যুদাস বলিয়া একপুত্রের দত্তকত্ব পর্য্যুদস্ত, সুতরাং অসিদ্ধ' বলেন। কিন্তু বিচারপতি ওলড্‌ফিল্‌ড্ ঐ নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধ অর্থ করিয়া দত্তক সিদ্ধ করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই তাহা খণ্ডন করিয়াছি।

১৪ (পৃ—৬৭)

১৮৯২ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে একপুত্রের দত্তক সম্বন্ধে একটী খুব বড় মোকদ্দমা হয়।

ঐ মোকদ্দমায় সমবেত চার জন বিচারপতিই সিদ্ধান্ত করেন যে, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে একপুত্রের দত্তকত্ব পাপজনক ও নিষিদ্ধ হইলেও, উহার যখন একবার আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে, তখন আর অসিদ্ধ হইতে পারে না। আমি ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যে, Factum valet ঐ প্রকার স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর এই মোকদ্দমায়, বিচারপতিগণ, প্রিভি-কাউন্‌সিলের, গোকুলানন্দ ও উমাদেবীর মোকদ্দমায় তত্রত্য বিচারপতিগণের কথা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন—যে, factum valet বাঙ্গালার কোনও কোনও স্থলে স্বীকৃত হইলেও, ভারতের অন্যান্য অনেক স্থলে ঐ সিদ্ধান্ত এখনও স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং প্রযুক্তও হইতে পারে না। আমিও তাহাই বলি।

তার পরে,—বিচারপতিগণ বলিয়াছেন যে,—'পাপজনক এবং নিষিদ্ধ হইলেও যখন হইয়া গিয়াছে, তখন সিদ্ধ।' ইহাদের কথার তাৎপর্য্যে বোধ হয়, ইহারা ঐ নঞের প্রসজ্য-প্রতিষেধ-রূপ অর্থ করিয়াছেন। তাই 'পাপ-জনক' এই প্রকার কথা বলিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই যুক্তি দ্বারা, ঐ নঞ যে প্রসজ্য-প্রতিষেধ নয়, পর্য্যুদাস, তাহা দেখাইয়াছি। সুতরাং এই মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের সহিতও আমি একমত হইতে পারিলাম না। বিচারপতিগণ এই

মোকদ্দমায়, বলেন যে, 'এই হাইকোর্টে পূর্ব্বে এই একই প্রকার মোকদ্দমায়, যখন একবার 'একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ' বলা হইয়াছে, তখন তৎ প্রতিকূলে আর চলা উচিত নহে।' আমি এপ্রকার যুক্তির খণ্ডন পূর্ব্বেই করিয়াছি।

১৫—২০ (পৃ—৬৯)

পাঞ্জাব চীফ্ কোর্টে ১৫ হইতে ২০ নম্বর পর্য্যন্ত মোকদ্দমায়, ঐ "ফ্যাক্-টাম্ ভ্যালেট" অনুসারে একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করা হয়। আমি, ঐ যুক্তি যে তাদৃশ দত্তকস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা দেখাইয়াছি। সুতরাং ঐ সকল মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

একপুত্রের দত্তকত্ব অশাস্ত্রীয় সুতরাং আইনেও বাধিত।

যে সকল মোকদ্দমায় একপুত্রের দত্তকত্ব শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ হয়, আমি এখন খুব সংক্ষেপে সেই গুলির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

১ (পৃ—৮১)

এই মোকদ্দমার বিচার প্রণালী দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, বিচারপতিগণ ঐ নঞের পর্য্যুদাস অর্থ গ্রহণ করেন। সুতরাং দত্তক পর্য্যুদস্ত হয়। শাস্ত্রের যে ইহাই তাৎপর্য্য, একথা বিচারপতিগণও বলিতে ভুলেন নাই।

২ (পৃ—৮৩)

এই মোকদ্দমায় প্রসিদ্ধ বিচারপতি গার্থ এবং মার্কবি মহোদয়, পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় মোকদ্দমার—(যে গুলিতে একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল) সিদ্ধান্ত যুক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সে গুলির খণ্ডন করিয়া, ঐ নঞের পর্য্যুদাস অর্থ স্বীকার করেন। এবং তদনুসারে একপুত্র দত্তক অসিদ্ধ করেন। এই মোকদ্দমায় বিচারপতিদ্বয়, এসম্বন্ধে সমগ্র গ্রন্থাদির আলোচনা-পূর্ব্বক যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম। আমি যথাস্থানে তাঁহাদের বিচার উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। এই মোকদ্দমায় তাঁহারা

বলিয়াছিলেন যে, 'হিন্দু আইন হিন্দু ধর্ম্মের উপরেই স্থাপিত। সুতরাং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য হিন্দু আইনের অননুমত। যাহা হিন্দু ধর্ম্মে বাধিত, তাহা হিন্দু আইনেও বাধিত। সুতরাং একপুত্রের দত্তকত্ব যখন হিন্দুধর্ম্মানুসারে বাধিত, কাজে কাজেই হিন্দু আইনেও উহা বাধিত।'

৩ (পৃ—৮৮)

এই মোকদ্দমায় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, যখন দত্তক গ্রহণ শাস্ত্র-প্রাপ্ত, তখন তৎস্থলে যে যে নিষেধ আছে, তাহা বিধির সহিত অন্বিত, সুতরাং পর্য্যুদাস।

তিনিও এই মোকদ্দমায় যে রায় দেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণ হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতিসিদ্ধান্তের সহিত গ্রথিত। যদিও পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় বিচার-পতি মিত্রের ঐ সকল সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু আমি যতদূর পড়িয়াছি—তাহাতে মনে হয়, তাঁহার কোনও কথাই প্রকৃত পক্ষে খণ্ডিত হয় নাই। আমি যথাস্থানে তাহা দেখাইয়াছি।

৪—পৃ—৯২।

৫—পৃ—৯২।

৬—পৃ—৯৩।

৭—১১—পৃ—৯৩।

১২—পৃ—৯৪।

১৩—পৃ—৯৪।

এই সব মোকদ্দমাতেও হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে একপুত্রের দত্তকত্ব "পর্য্যুদস্ত" বলিয়া অসিদ্ধ হয়। আমি এসকলের আর বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহি না। কেন না—আমার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে, ঐ ঐ মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত, যে যে যুক্তি অনুসারে হইয়াছিল,—তাহাই প্রধান ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

প্রিভিকাউন্সিলের প্রতি বক্তব্য।

১৮৯৮ সালে মান্দ্রাজ এবং এলাহাবাদ হইতে 'একপুত্র দত্তক সিদ্ধ কি না' এই বিষয়ের দুইটী মোকদ্দমা প্রিভিকাউন্সিলে উপস্থিত হয় (ক)। এবং এইরূপ দত্তক 'সিদ্ধ' বলিয়া প্রিভিকাউন্সিল হইতে স্থির হয়। তথাকার বিচারপতিগণ "একপুত্র দত্তক হইতে পারে না" এই নিষেধকে প্রসজ্য-প্রতিষেধ (recommendatory) বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা আরও দেখান যে, এরূপ দত্তক ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুদিগের কর্ত্তৃক অনেক স্থলে গৃহীত হইতেছে, এবং সেই গ্রহীতা বা দাতা কোন প্রকার সামাজিক নিগ্রহে নিগৃহীত হইতেছেন না। অবশেষে, "এরূপ দত্তক সিদ্ধ করিলে অন্যান্য পূর্ব্ব বিচারের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়" এই আপত্তির উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, এই আপত্তি উভয় পক্ষেই সমান, কেননা এক হাইকোর্ট যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অন্য স্থানে তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়াই উচিত (খ)।

এ সম্বন্ধে আমার মাত্র তিনটী বক্তব্য আছে। (১) ঐ নিষেধ যে প্রসজ্য-প্রতিষেধ নহে, শাস্ত্র-প্রাপ্ত দত্তক-গ্রহণ-বিধির নিষেধ বলিয়া ঐ নিষেধের অর্থ যে পর্য্যুদাস (must not) ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না, তাহা আমি যুক্তি-প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। (২) হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, সামাজিক পীড়ন অপেক্ষা পারলৌকিক জগতের মহাপীড়নকেই হিন্দুসন্তান বেশী ভয় করে বলিয়া, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে

(ক) Balasu Gurulingswami *V.* B. Laksmappa; Radhamohan *V.* Hurdai Bibi, 26 I. A. 113; S. C., 22 Mad., 398.

(খ) Mayne's Hindu Law. Sixth Edition, Section 147.

তাহারা অগ্রসর হয় না। শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে পাতিত্য জন্মে। পতিত ব্যক্তি (এখন কালবশে ততদুর না হইলেও) পূর্ব্বে পূর্ব্বে পৈতৃকধনে লব্ধ অধিকার হইতেও যে বঞ্চিত হইত, এই সামাজিক শাস্তির কথা আমি পূর্ব্বেই যথা স্থানে দেখাইয়াছি। (৩) যাহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুমত, কোন্ বিচারালয়ে কি সিদ্ধান্ত হইল না হইল, সে বিষয়ে একটু উদাসীন থাকিয়া, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমত বিষয়ের অনুকূলে সিদ্ধান্ত করাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। হিন্দুসন্তান ইহাই তাঁহার নিকট চায়। সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যেই, হিন্দুসন্তান তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধীন। যাহা শাস্ত্র-সিদ্ধ, তাহাই হিন্দুর পক্ষে অনুষ্ঠেয়। যাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ তাহা পাতিত্য-জনক। হিন্দু তাহা করিতে চায় না। দত্তক-গ্রহণ অপুত্র ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, একথা হিন্দুশাস্ত্রই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ঐ দত্তক-গ্রহণ হিন্দুর শাস্ত্র-সিদ্ধ বা শাস্ত্রপ্রাপ্ত। ঐ শাস্ত্র-প্রাপ্ত বিধির মধ্যে 'এক পুত্রের দান বা গ্রহণ হইতে পারে না' ইহাও শাস্ত্রই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। উহা একটী সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিষয়। ঐ বিহিত বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিতে হিন্দু সন্তান বাধ্য। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বিষয়ের স্বেচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিবার স্বাধীনতা হিন্দু সন্তানের নাই বা প্রার্থনীয়ও নহে।

ষোড়শ অধ্যায়।

উপসংহার।

ঋগ্বেদ-সংহিতার সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, হিন্দুসমাজে দত্তক-পুত্রের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা চলিয়া আসিতেছে, তাহা দেখাইবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

ঔরসপুত্রের সহিত দত্তকপুত্রের তুলনা করিলে, প্রাচীন কাল হইতে একাল যাবৎ—ঐ উভয়ের মধ্যে বড় একটা বেশী তারতম্য দেখা যায় না।

এক কথায় বলিতে গেলে, ঔরস-পুত্রের অভাবে, দত্তকপুত্রের গ্রহণ করিয়া হিন্দু গৃহস্থ, কখনও আপনাকে অপুত্র ভাবিয়া বিষণ্ণ হয়েন না।

প্রাচীন রোমে 'পুত্রের জীবন মরণ পিতার অধীন ছিল। পিতা অবিচারিত-ভাবে পুত্রের উপর স্বীয় অধিকার' বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন।

হিন্দু সমাজেও প্রাচীন কাল হইতে,—যত দিন মানুষের সৃষ্টি—ততদিন হইতে, পুত্রের উপর অসাধারণ প্রভুত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া, পিতা, পুত্রের উপর কোন প্রকার পাশবক্ষমতা বা ঐ প্রকার অশাস্ত্রীয় অধিকার স্থাপন করিতে চাহেন না।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে এপর্য্যন্ত, হিন্দু সমাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের হিন্দু সমাজ চিরদিনই পারলৌকিক বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত। এজীবনের পরিমিত দিন কয়টার সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, হাসি-কান্নাকে হিন্দু চিরদিনই স্বপ্নের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

মৃত্যুর পর, অমর ধামে অমরত্বলাভ করিবার আশায়, ধর্ম্মের দৃঢ়যষ্টিতে ভর করিয়া প্রতিদিন কিছু না কিছু অগ্রসর হওয়াই হিন্দু জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

ব্রহ্মচারী, বনবাসী বা সন্ন্যাসী হিন্দু অধ্যয়ন তপস্যা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের সাহায্যে যে পরলোকের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, গৃহস্থ হিন্দুর পক্ষে সেই পরলোকের পথ প্রশস্ত ও সহজ-লভ্য করিবার একমাত্র উপায়ই পুত্র।—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়াই গৃহী হিন্দু, ক্ষণকালের জন্যও, তাহার পারলৌকিক সম্পদের একমাত্র আশাস্থল পুত্রের অভাব সহ্য করিতে পারিত না। এই কারণে পুত্রলাভে দৈববিড়ম্বনায় বঞ্চিত হইলে, হিন্দু গৃহস্থ যতক্ষণ সেই ঔরসপুত্রের প্রতিনিধিকে পুত্রের স্থানে না বসাইতে পারিত, ততক্ষণ সে, আপনাকে ঘোর হতভাগ্য—নারকী বলিয়া মনে করিত। হিন্দুসমাজে পুত্রের সহিত পিতার এইরূপ সম্বন্ধ। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পুত্রের উপর পিতার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার কথা—যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, পুত্রের উপর হিন্দু পিতার সেই প্রকার ক্ষমতা ছিল কি না—এবিষয়ে আমি তর্ক করিতে চাহি না,—কিন্তু পুত্রলাভের জন্য সাম্রাজ্য—সুখ, সম্পদ, এমন কি জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে উদ্যত হওয়ার দৃষ্টান্ত, বোধ হয় হিন্দু সমাজ ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ।

পুত্রের উপর পিতার এই যে পারলৌকিক বিশ্বাস—ইহাই আবহমান কাল হিন্দু-সমাজে দত্তকপুত্র-গ্রহণের মুখ্যতম কারণ।

হিন্দু কুলের উজ্জ্বলরত্ন, ভারতভূমির গৌরবস্থল, প্রাচীন ও প্রবীণ বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন—"প্রাচীনধর্ম্মশাস্ত্রে অনুধাবন-সহকারে দৃষ্টিপাত করিলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পিতৃ পুরুষগণের শ্রাদ্ধতর্পণাদিরূপ অর্চ্চনার এবং অন্যান্য পারলৌকিক উপকারের সাধন বলিয়াই হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রে পুত্রের স্থান এত উচ্চ হইয়াছে।" (ক)

হিন্দুর এই পারলৌকিক বিশ্বাস তাহার নিজের কল্পনা-প্রসূত নহে। ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া, স্মৃতিনিবন্ধ পর্য্যন্ত যাবতীয় হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রই হিন্দু-হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্রতিমুহূর্ত্তে জাগাইয়া দিতেছে।

কোন্ ভাবে, কিরূপ পুত্র, কখন গ্রহণ করিলে—এই পারলৌকিক উপকার সিদ্ধ হইবে—সে বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।

সেই শাস্ত্র যখন একবাক্যে—আমাদিকে বলিয়া দিতেছে যে, 'একপুত্রের দান বা একপুত্রের গ্রহণ করিও না'—তখন সেই নিষেধকে লঙ্ঘন করিয়া—বংশের ধারা লোপ করিয়া—একপুত্রের দান বা গ্রহণ করিতে, হিন্দু অসন্দিগ্ধচিত্তে, কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আত্ম-স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে কয়জন লোক সমর্থ হয়? তাহা হয় না বলিয়াই আমাদের দেশে—কতিপয় স্থলে—কোনও কোনও সম্ভ্রান্ত গৃহে একপুত্রের দান বা প্রতিগ্রহ ঘটনা-চক্রে হইয়া পড়িয়াছে। একটা ব্যাপার ঘটিয়া উঠিলেই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য জিদ্ সকল দেশের সকল সমাজেই হইয়া থাকে। সেইরূপ জিদের বশেই, একপুত্রের দান ও প্রতিগ্রহ শাস্ত্র-সিদ্ধ করিবার জন্য, দেশের কয়েক-জন বিখ্যাত ধুরন্ধর পণ্ডিত গ্রন্থ-প্রণয়ন-পূর্ব্বক ঐ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ—সুতরাং অকার্য্যের পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছেন।

(ক) Tegore Law Lecture, (1878.)
By Dr. Gooroodass Banerji M. A. D. L.

আমাদের দেশের যাঁহারা বিচারপতি, স্থলবিশেষে তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভা এবং অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা আমরা শতমুখে করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয়—যে, সেই সকল চিন্তাশীল বিচারপতি মহোদয়গণও, মধ্যে মধ্যে এই সকল 'জিদ্'—বজায়-রাখা পুস্তক গুলির প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য প্রয়াস পান নাই। এবং সেই জন্যই কএকটী স্থলে প্রথম প্রথম, একপুত্রের দত্তকরূপে গ্রহণ সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, তাঁহাদেরই প্রদর্শিত ঐ সকল অপসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, পরবর্ত্তী কালেও, কয়েকটী স্থলে একপুত্রের দত্তকত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রাচীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে, দেশের যে ছায়া—প্রাচীন সমাজের যে ছবি লোক-নয়নে এখনও প্রতিভাসিত করিতেছে—সেই ছবির অঙ্গহানি করা হইয়াছে। একপুত্রের দত্তকত্ব-সিদ্ধি করিয়া, সেই বৈদিক ঋষিদের সময় হইতে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, তাহার অন্যথা করা হইয়াছে।

একপুত্রের দত্তকরূপে গ্রহণ শুধু যে ভারতবর্ষেই প্রাচীন কাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে—এমত নহে। প্রাচীন রোমেও বংশলোপ হইত বলিয়া, বংশের উত্তরাধিকারীর ধ্বংস হইত বলিয়া, এক পুত্রের দত্তক-রূপে গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। একপুত্রের দত্তকত্ব-সম্বন্ধে রোম এবং ভারত একই ধারণার বশবর্ত্তী—একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী সুতরাং একই পথের পথিক। (ক)

যাহা ঘটিবার, তাহা ত ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে, বোধ হয় পরবর্ত্তী কালেও এইরূপই ঘটিবে।

আমার কিন্তু বিশ্বাস, আমাদের দেশের সুবিজ্ঞ বিচারপতিগণ ও প্রতিভা-শালী ব্যবহারাজীবগণ যদি এই বিষয়টী ভাল করিয়া দেখেন, অর্থাৎ, 'নৈকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা' এই বশিষ্ঠ-বৌধায়ন সূত্রের 'নঞের' প্রকৃত অর্থ কি? প্রসজ্য-প্রতিষেধ না—পর্য্যুদাস,—মাত্র এইটুকু একবার মীমাংসকের চক্ষে দেখেন, তাহা হইলে, 'একপুত্রের স্থলে পুত্রের দান ও গ্রহণ যে শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ' এই সিদ্ধান্তে, আমার ন্যায়—তাঁহাদিগকেও নিশ্চয়ই উপনীত হইতে হইবে। ইতি।

(ক) Mayne's Hindu Laws. Sixth Ed. P. 180 (notes).